ঠাকুর কেদারনাথ ভক্তিবিনোদ।

শ্রীনবদ্বীপধাম।

শ্রীকেদারনাথ দত্ত ভক্তি

সম্পাদিত।

কলিকাতা।

১৮১ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, রামবাগান,

ভক্তিভবনস্থ ভক্তিগ্রন্থালয় হইতে প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীচৈতন্যাব্দ ৪০৫

inted by Behari Lall Dass
At the "Shantee press"
No. Simla Street, Calcutta.

আভাস।

যেরূপ অন্যান্য ধামসমূহের মাহাত্ম্য-গ্রন্থ প্রচলিত আছে, শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামের সেইরূপ একখানি ধামমাহাত্ম্য গ্রন্থ প্রচারিত হয় এরূপ বাঞ্ছা বহুদিন হইতে সাধুগণের হৃদয়ে জাগরিত আছে। কিন্তু যে পর্য্যন্ত শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর ইচ্ছা না হয় সে পর্য্যন্ত তদ্রূপ গ্রন্থ প্রকাশ হইতে পারে না বলিয়া এপর্য্যন্ত তাহা প্রকাশিত হয় নাই। সম্প্রতি উপযুক্ত কাল উপস্থিত হইলে, শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুর প্রেরণাক্রমে এবং সাধু-বৈষ্ণবদিগের অনুমত্যনুসারে আমি এই গ্রন্থখানি প্রচার করিলাম। শ্রীমন্নরহরিদাসের ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপপরিক্রমাপদ্ধতি এবং শ্রীমন্নরোত্তম ঠাকুর ও শ্রীপরমানন্দদাস প্রভৃতির উক্ত ধাম সম্বন্ধে যে সকল বর্ণন আছে তাহা অবলম্বন করত শ্রীমন্নবদ্বীপের ষোলক্রোশ পরিধি মধ্যগত গ্রাম সমূহ দর্শন ও তত্রস্থ বিজ্ঞজনের প্রমুখাৎ জন-শ্রুতিসমূহ সংগ্রহপূর্ব্বক তথা শাস্ত্র মধ্যে এতদ্-গ্রাম বিষয়ক যে সকল ইঙ্গিত আছে সে সকল সঙ্কলনানন্তর এই গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিলাম।

এই গ্রন্থকে দুইখণ্ডে বিভক্ত করা গেল। প্রথমখণ্ড পদ্যরচনা। সকলেই পাঠ করিতে পারিবেন। দ্বিতীয়খণ্ড সংস্কৃত মূল সংগ্রহ। যাঁহারা সংস্কৃত পড়িতে অধিক আনন্দলাভ করেন এবং শাস্ত্রপ্রমাণকে অধিক আদর করেন তাঁহারা প্রমাণখণ্ড অনায়াসে পড়িবেন। বেদ পুরাণাদি শাস্ত্রে শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে ভূরিভূরি ইঙ্গিত আছে। নিম্নলিখিত শ্রীমদ্ভাগবতপদ্য পড়িলে অনায়াসে বুঝিতে পারা যায় যে ছন্ন অবতার সম্বন্ধে শাস্ত্রও ঈশ্বর ইচ্ছাক্রমে ছন্নভাবে বর্ণন করিয়াছেন॥

> "ধর্ম্মং মহাপুরুষ পাসি যুগানুবৃত্তং ছন্নঃ
> কলৌ যদভব স্ত্রিযুগোঽথ সত্বং॥"

এই গ্রন্থে যে ক্ষুদ্র মানচিত্র সন্নিবিষ্ট হইল তাহা রাজাজ্ঞাক্রমে মানবিজ্ঞান সম্মত মানচিত্র হইতে প্রস্তুত হইয়াছে। অতএব পরিশুদ্ধ বলিয়া জানিতে হইবে। মানচিত্রের ক্ষুদ্রাকার প্রযুক্ত কেবল মুখ্যস্থানসকলের নাম দেওয়া গেল।

সূচি।

মানচিত্র নিদর্শন।

১। অন্তর্দ্বীপ—পদ্মের কর্ণিকা—গঙ্গার পূর্ব্ব পারে ইহার মধ্যস্থলে মায়াপুর, যথায় শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের গৃহ, মহাযোগপীঠ *

২। সীমন্তদ্বীপ —গ্রাম নষ্ট হইয়াছে, ছাড়ি গঙ্গার দক্ষিণ ধারে সীমলী দেবীর (সীমন্তিনী) পূজা হয়। রুকুণপুর পর্য্যন্ত এই দ্বীপের অন্তর্গত। শরডাঙ্গা (শবরডেঙ্গা) ও বিশ্রাম-স্থল ইহার দক্ষিণভাগ।

৩। গোদ্রুমদ্বীপ—গাদিগাছা—সুবর্ণবিহার, নৃসিংহক্ষেত্র, হরিহরক্ষেত্র, অলকানন্দাতীরে কাশীধাম ইহার অন্তর্গত।

৪। মধ্যদ্বীপ—মাজিদা—ভালুকা, পর্ণশিলা, হাটডেঙ্গা ইহার দক্ষিণে।

৫। কোলদ্বীপ—কুলিয়াপাহাড়—সমুদ্রগড় প্রভৃতি ইহার অন্তর্গত।

৬। ঋতুদ্বীপ—রাহুতপুর, বিদ্যানগর ইহার অন্তর্গত।

৭। জহ্নুদ্বীপ—জান্নগর।

৮। মোদদ্রুম দ্বীপ—মাউগাছি, অর্কটীলা (সূর্য্যক্ষেত্র—আকডাল।) মহৎপুর (মাতাপুর) পাণ্ডবনিবাস ইহার অন্তর্গত।

৯। রুদ্রদ্বীপ—রুদ্রপাড়া—শঙ্করপুর, পূর্ব্বস্থলী চুপী, কোক্ষশালী মেড়তলা ইহার অন্তর্গত॥

---

* অন্তর্দ্বীপের যে অংশ গঙ্গার পশ্চিমভাগে পড়িয়াছে সেই স্থান বৃন্দাবন। তথায় রাসস্থলী ধীরসমীর ও বহুতর কুঞ্জ আছে।

চতুর্যোজন পরিধি শ্রীমন্নবদ্বীপ মণ্ডল
মানচিত্রং।
বেলপুকুর
দীপচন্দ্রপুর
চুর্ণা
সিমুলিয়া
শানডাঙ্গা
মায়াপুর
৮
৭
৬
৫
৪
৩
২
১
বিদ্যানগর
নবদ্বীপ
মাজিদা
আনঘাটি
হরিশপুর
দেপাড়া
বামনপুরা
সমুদ্রগড়
মাইল
পরিমাণ ২ ইঞ্চি ১ যোজন (৮ মাইল)
সিমুলিয়া ষ্ট্রীট।

শ্রুতিশ্ছান্দোগ্যাখ্যা বদতি পরমং ব্রহ্মপুরকং
স্মৃতি বৈকুণ্ঠাখ্যং বদতি কিল যং বিষ্ণু সদনং।
সিতদ্বীপং চান্যে বিরল রসিকো যং ব্রজবনং
নবদ্বীপং বন্দে তমিহ পরমানন্দ নিলয়ং ॥ ১ ॥
যদেকাংশে(১) ব্রহ্মা নিজ কুচরিতাৎ(২) মোহজনিতাৎ
কৃপা সিন্ধুং গৌরং সতত মনুতপ্তঃ সমভজৎ।
প্রভুস্তস্মৈ গূঢ়াং নিজহৃদয়বাঞ্ছাং সমবদৎ
নবদ্বীপং বন্দে তমিহ পরমানন্দ নিলয়ং ॥ ২ ॥
যদেকাংশে(৩) গৌরী গিরিবরসুতা বিশ্বজননী
শচীসূনো দৃষ্ট্বা ভজনবিষয়ং রূপমতুলং।
স্বসীমন্তে প্রাদাৎ প্রভুচরণরেণুং ভগবতী (৪)
নবদ্বীপং বন্দে তমিহ পরমানন্দ নিলয়ং ॥ ৩ ॥
যদেকাংশে(৫) বজ্রী নিজ কুমতিতপ্তঃ(৬) স্বসুরভিং
সমাশ্রিত্য প্রেম্না দ্রুমতলসমীপে হরিপদং।
ভজন্ সাক্ষাদ্গৌরাৎ বরমতি শুভং প্রাপ বিবুধঃ
নবদ্বীপং বন্দে তমিহ পরমানন্দ নিলয়ং ॥ ৪ ॥
যদেকাংশে(৭) সপ্তর্ষিগণ ভজনাকৃষ্ট হৃদয়ঃ
অহো গৌরঃ সার্দ্ধপ্রহর সময়ে প্রাদুরভবৎ।
বরং তেভ্যঃ প্রাদাচ্চরমসময়ে যদ্ধিতকরং
নবদ্বীপং বন্দে তমিহ পরমানন্দ নিলয়ং ॥ ৫ ॥

---

(১) অন্তর্দ্বীপে, অধুনা খড়ী নাম্নী নদ্যা গঙ্গা সঙ্গম স্থানস্যোত্তর পূর্ব্ব ভাগে। (২) গোহরণ রূপাৎ। (৩) সীমন্তদ্বীপে অর্থাৎ লক্ষ্মণ সেনস্য দুর্গোত্তর ভাগে। (৪) সীমন্তিনী দেবী অধুনা সীমলী ইতি খ্যাতা। (৫) গোদ্রুমদ্বীপে, গাদিগাছা ইতি খ্যাত স্থানে। (৬) ব্রজপ্লাবনোপক্রমরূপ কুমতি সন্তপ্তঃ। (৭) মধ্যদ্বীপে অর্থাৎ মাজিদা ইতি খ্যাতে স্থানে।

যদেকাংশে(১) কশ্চিদ্দ্বিজকুলপতিঃ পুষ্কর মতিঃ
স্ববার্দ্ধক্যাত্তীর্থ ভ্রমণবিষয়েশক্তি রহিতঃ।
দদর্শাগ্রে তীর্থং পরম শুভদং পুষ্করমপি
নবদ্বীপং বন্দে তমিহ পরমানন্দ নিলয়ং॥ ৬॥
যদেকাংশে(২) কোলাকৃতি ধৃগতি চিত্রং মখপতিঃ
স্বভক্তায(৩) প্রীত্যা রতিমতি বিশুদ্ধাং ত্রিভুবনে।
দদৌ শ্রীগৌরাঙ্গে স্বভজন বলাকৃষ্ট হৃদয়ঃ
নবদ্বীপং বন্দে তমিহ পরমানন্দ নিলয়ং॥ ৭॥
যদেকাংশে(৪) কুঞ্জে নিজবল বৃতোয়ং ঋতুপতিঃ
নটন্তং চৈতন্যং স্বগণ পরিযুক্তং সমভজৎ।
লতা গুল্মাকীর্ণে ফল কুসুমভার প্রণমিতে
নবদ্বীপং বন্দে তমিহ পরমানন্দ নিলয়ং॥ ৮॥
যদেকাংশে(৫) জহ্নু র্ভজন সময়ে শুভ্র সলিলাং
সমায়াতাং দৃষ্ট্বা প্রতিকুল তরঙ্গাং সমপিবৎ।
অমুঞ্চত্তাং ভক্ত্যা পুনরপি মুনির্জহ্নু তনয়াং
নবদ্বীপং বন্দে তমিহ পরমানন্দ নিলয়ং॥ ৯॥
যদেকাংশে(৬) রামো দশরথসুতঃ লক্ষ্মণযুতঃ
পুরা সীতা সার্দ্ধং কতিপয় দিনং গাঙ্গপুলিনে।
অবাৎসীত্ত্রেতায়াং মুনি নিকর মোদদ্রুমতলে
নবদ্বীপং বন্দে তমিহ পরমানন্দ নিলয়ং॥ ১০॥

---

(১) ব্রাহ্মণপুষ্করাখ্যে গ্রামে। অধুনা বামনপুরা ইতি খ্যাতে স্থানে। (২) কোলদ্বীপে অর্থাৎ সমুদ্রগড় ইতি খ্যাত গ্রামসোান্তরে। (৩) কস্মৈচিৎ দেবাহভক্তায় ব্রাহ্মণায়। (৪) ঋতুদ্বীপে অধুনা রাধ্যপুর ইতি খ্যাতেস্থানে। (৫ জহ্নুদ্বীপে অধুনাজান্নগর ইতি খ্যাতে স্থানে। (৬) মোদদ্রুমদ্বীপে অধুনা মামগাছী ইতি খ্যাতে। পূর্ব্বমত্র, মুনয় আনন্দদ্রুম সমূহতলে তপস্তেপিরে।

যদেকাংশে(১) নারায়ণমপি(২) পরং নারদ মুনিঃ
দদর্শায়ং সাক্ষাৎ সকল ভজনীয়ং সুরবরং।
অপশ্যত্তং পশ্চাৎ পরম পুরুষং গৌরবপুষং
নবদ্বীপং বন্দে তমিহ পরমানন্দ নিলয়ং ॥ ১১ ॥
যদেকাংশে(৩) পার্থো দ্রুপদতনয়া সেবিতপদঃ
অবাৎসীৎ স্বভ্রাতঃ কতিপয় দিনং গৌর কৃপয়া।
মহারণ্যে পুণ্যে মুনিনিকর সেব্যে হরিসখঃ
নবদ্বীপং বন্দে তমিহ পরমানন্দ নিলয়ং ॥ ১২ ॥
যদেকাংশে(৪) রুদ্রঃ স্বগণ সহিতঃ প্রেম গলিতঃ
নটন্ মন্দং মন্দং করডমরুবাদ্য প্রমুদিতঃ।
অহো গায়ত্যুচ্চৈঃ সততমপি বিশ্বম্ভর মসৌ
নবদ্বীপং বন্দে তমিহ পরমানন্দ নিলয়ং ॥ ১৩ ॥
যথা স্থানে স্থানে জল পরিবৃতাস্তীর্থ নিকরাঃ(৫)
বিরাজন্তে শশ্বৎ সকল মুনি সেব্যা হ্যঘহরাঃ।
তথাদেবাঃ সর্ব্বে গি[illegible]শ পরমেষ্ঠি প্রভৃতয়ঃ
নবদ্বীপং বন্দে তমিহ পরমানন্দ নিলয়ং ॥ ১৪ ॥
যথা প্রৌঢ়ামায়া(৬) স্বপতি সহিতা বৈষ্ণব রিপূন্
জড়ানন্দং দত্ত্বা হরি নিয়ম কর্ত্রী ছলয়তি।
মৃষা শাস্ত্রাচারৈর্মদ বিচলিতান্ মোহয়তি চ
নবদ্বীপং বন্দে তমিহ পরমানন্দ নিলয়ং ॥ ১৫ ॥

---

(১) বৈকুণ্ঠ পুরে, অধুনা তৎস্থানং জন শূন্যং। (২) ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণং পরব্যোমাধিশং নারায়ণ মিতি যাবৎ। (৩) মহৎপুরে অধুনা মাতাপুর ইতি খ্যাতে স্থানে। পার্থঃ যুধিষ্ঠিরঃ। (৪) রুদ্রদ্বীপে অধুনা রুদ্রপাড়া ইতি খ্যাতে স্থানে। যদেকাংশ ইদানীং গঙ্গা পূর্ব্ব তটে বর্ত্ততে। (৫) অযোধ্যাদ্যাঃ সপ্ত মোক্ষদায়িকাঃ পুর্য্যঃ প্রয়াগাদ্যানি তীর্থানি চ। জল পরিবৃতাঃ গঙ্গাদি পুণ্য নদী নিচয় পরিবেষ্টিতাঃ (৬) পোড়ামা ইতি খ্যাতা বহির্ম্মুখ জন মোহ জননী বৈষ্ণব পালন কর্ত্রী চ।

যথা বৈষা কালী দনুজদলনী শম্ভুরমণী
হরের্ভক্তান্ স্নেহাৎ কপট রহিতা পালয়তিচ।
পরানন্দং গৌরং ভজতি নিয়তং প্রেম গলিতা
নবদ্বীপং বন্দে তমিহ পরমানন্দ নিলয়ং ॥ ১৬ ॥
যথা বাণী(১) সাক্ষাৎ প্রভু চরণ সেবাশয়রতা
দ্বিজাতিভ্যো বিদ্যাং নিখিল নয়শাস্ত্রাদি বিষয়াং
দদাত্যেষা নিত্যং বিবুধ তটিনী তীর বিষয়ে
নবদ্বীপং বন্দে তমিহ পরমানন্দ নিলয়ং ॥ ১৭ ॥
হরিঃ শ্রীমদ্রাধা দ্যুতি কবলিতঃ পার্শ্বদবৃতঃ(২)
শচী গর্ভোদ্ভূতঃ কলিকলুষনাশোদ্যত মনাঃ।
যথা নাম্নঃ সঙ্কীর্ত্তনমতি পবিত্রং সমকরোৎ
নবদ্বীপং বন্দে তমিহ পরমানন্দ নিলয়ং ॥ ১৮ ॥
অহো ভক্তাঃ কেচিৎ পরম রমণীয়ে জনপদে
নটন্তং গৌরাঙ্গং নিজজন বলাকা পরিবৃতং।
যথা পশ্যন্ত্যদ্ধা হরি ভজন সিদ্ধৌ স্বনয়নৈঃ
নবদ্বীপং বন্দে তমিহ পরমানন্দ নিলয়ং ॥ ১৯ ॥
নবদ্বীপে যোবৈ কৃত নিবসতি(৩) দ্বৈধরহিতঃ
ইদং স্তোত্রং ভক্ত্যা পঠতি হরি পূজাদি সময়ে।
চিদানন্দে সাক্ষাৎ প্রণয় সুখভাবং ভগবতি
শচীসূনৌ কৃষ্ণে পরমরমণীয়ং স লভতে ॥ ২০ ॥

ইতি শ্রীভক্তিবিনোদ বিরচিতং শ্রীমন্নবদ্বীপ
বন্দনা নাম স্তোত্রং সমাপ্তং ॥

---

(১) সরস্বতী। (২) শ্রীমন্নিত্যানন্দাদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি বৃতঃ সংকীর্ত্তন মকরোদিত্যর্থঃ। (৩) শরীরেণ বাসং কৃত্বা তদ ভাবে মনসাপীত্যর্থঃ।

স্বনিষ্ঠ পরিনিষ্ঠিতয়োঃ সম্বন্ধে

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ তীর্থ যাত্রা পদ্ধতিঃ।

শ্রীশ্রীমন্নবদ্বীপ তীর্থ যাত্রায়ং জ্যোতিবিজ্জৈঃ শুভদিনং নিশ্চিত্য তদ্দিনাৎ প্রাক্‌দিবসে কৃতনিত্য ক্রিয়ঃ শ্রীভগবৎ প্রসাদ ভোজনাদি নিয়মং বিধায় যাত্রাং কুর্য্যাৎ। তীর্থ যাত্রায়া নির্বিঘ্ন পরিসমাপ্ত্যর্থং বিত্তশক্ত্যা ব্রাহ্মণান্ বৈষ্ণবাংশ্চ প্রীণয়ন্ বিষ্ণুরোম্‌তৎ সদদ্যামুকে মাসি অমুক রাশিস্থে ভাস্করে অমুক পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা ভগবৎ প্রীতিকামো শ্রীনবদ্বীপ তীর্থ গমনায় যাত্রামহং করিষ্যে ইতি সংকল্পয়েৎ। ততো যাত্রাং কুর্য্যাৎ। যদি যান ছত্র পাদুকাভি স্তীর্থং গচ্ছেত্তদা তীর্থ প্রাপ্তি দিনে পাদচারেণ যাবৎগন্তুং শক্যতে তাবতঃ স্থানাৎ যান পাদুকাছত্রাণি পরিত্যজ্য তীর্থং গচ্ছেৎ। তীর্থে দৃষ্টি গোচরতাং গতে তীর্থরাজং দণ্ডবৎ প্রণম্য অদ্যেত্যাদি যথোক্ত ফল প্রাপ্তি কামঃ শ্রীনবদ্বীপ তীর্থে প্রবেশমহং করিষ্যে ইতি সংকল্প্য তীর্থং প্রবিশ্য উদ্ধৃতোদকেন কৃতপাদ শৌচো নিত্যক্রিয়াং সমাপ্য গঙ্গাপুলিন মহাতীর্থে সংকল্পং কুর্য্যাৎ। নমঃ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রায়। অমুকে মাসি অমুক রাশিস্থিতে ভাস্করে অমুক পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা ভগবৎ প্রীতি কামো ভারতবর্ষে পুণ্যক্ষেত্রে আর্য্যাবর্ত্তে গৌড় ক্ষৌণ্যাং শ্রীগঙ্গাযমুনাদি পুণ্যনদী পরিবারিতে শ্রীনবদ্বীপ মহাতীর্থে শ্রীভগবচ্চৈতন্য বিগ্রহ দর্শন মহং করিষ্যে ইতি সংকল্পয়েৎ। স্নান তর্পনাদিকং সমাপ্য শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভোর্ম্মন্দিরং গত্বা ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো ব্রাহ্মণহিতায়চ। জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় চৈতন্যায় নমোনমঃ। ইত্যনেন মন্ত্রেণ প্রণম্য তদ্রূপং

ধাত্বা শ্রীচৈতন্ত স্তবং প্রপঠেৎ। এবং সর্ব্বত্র বিগ্রহাদি দর্শন নমস্কার পূজনাদীনি" নিষ্পাদ্য বৃদ্ধশিব যোগনাথ প্রৌঢ়ামায়া প্রভৃতীনাং যথা শক্তি দর্শনাদীনি কৃত্বাহ্‌পর দিবসমারভ্য যথা পদ্ধতি শ্রীমায়াপুরং দৃষ্ট্বা শ্রীনবদ্বীপং পরিক্রমেৎ। শ্রীমদ্‌গৌরাঙ্গ নৈবিদ্যেন সর্ব্বান্ দেবান্ পিতৃ লোকাংশ্চ সন্তর্পয়ন্ ব্রাহ্মণান্ বৈষ্ণবাংশ্চ ভোজয়েৎ ইতি॥

অনন্ত সংহিতায়াং শ্রীচৈতন্যধ্যানং।

ধ্যায়েৎ শ্রীগৌরচন্দ্রং শশধর বিলসৎ ক্ষৌমবাসো দধানং শুভ্রং নীলোৎপলাক্ষ মণিমকরলসৎ কর্ণমাজানু বাহুং। অংশে ন্যস্তো পবীতং বহুশতদিনকৃন্দীপ্তিপ্রোদ্দীপ্তকান্তিং দেবং হেমাচলাভং সুরগণৈর্নমিতং বিশ্ববীজাদি বীজং॥ অনন্ত সংহিতায়াং শ্রীচৈতন্ত স্তবঃ। য আদি দেবো ভগবান্ সর্ব্বকারণ কারণং। এক এবাদ্বিতীয়োয স্তস্মৈ গৌরত্বিষে নমঃ॥১॥ যো লীলয়া সৃজৎ পূর্ব্বং গোলোকং রাসমণ্ডলং। যো লীলয়া দ্বিধা ভূত স্তস্মৈ গৌরত্বিষে নমঃ॥২॥ যো লীলয়া পরব্যোম হ্যনন্ত মসৃজদ্বিভুঃ। মূল সংকর্ষণো দেব স্তস্মৈ গৌর ত্বিষে নমঃ॥৩॥ যদংশঃ স্যাৎ মহাবিষ্ণুঃ কারণাব্ধিপতি র্বিভুঃ। যদঙ্গভা পরং ব্রহ্ম তস্মৈ গৌর ত্বিষে নমঃ॥৪॥ যংবেদ বাদিনঃ সর্ব্বে পরং ব্রহ্মবদন্তি বৈ। প্রধানং পুরুষঞ্চান্যে তস্মৈ গৌরত্বিষে নমঃ॥৫॥ যমাহুঃ পরমাত্মান-মন্তর্যামিনমীশ্বরং। যমাহুঃ পুরুষং শ্রেষ্ঠং স্তস্মৈ গৌর ত্বিষে নমঃ॥৬॥ সত্যে নারায়ণং দেবং ত্রেতায়াং যজ্ঞরূপিণং। যং কৃষ্ণং দ্বাপরে প্রাহু স্তস্মৈ গৌরত্বিষে নমঃ॥৭॥ কলৌ যো নিজ-রূপেণ প্রাদুর্ভূয় ধরাতলে। প্রদাস্যতি নিজাং ভক্তিং স্তস্মৈ গৌর ত্বিষে নমঃ॥৮॥ যো দেবো বিবিধং রূপং ধৃত্বা পালয়তি স্বকান্। হন্তি যশ্চাসুরান্ সর্ব্বান্ তস্মৈ গৌর ত্বিষে নমঃ॥৯॥
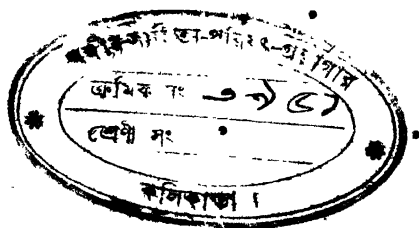
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য

পরিক্রমাখণ্ড।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য।

পরিক্রমা খণ্ড।

প্রথম অধ্যায়।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামের সাধারণ মাহাত্ম্য কথন।

জয় জয় নবদ্বীপচন্দ্র শচীসুত। জয় জয় নিত্যানন্দরায় অবধূত॥ জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত প্রভু মহাশয়। গদাধর শ্রীবাস পণ্ডিত জয় জয়॥ জয় নবদ্বীপধাম সর্ব্বধাম সার। জয় নবদ্বীপবাসী গৌর পরিবার॥ সকল ভকত পদে করিয়া প্রণাম॥ সংক্ষেপে বর্ণিব আমি নবদ্বীপধাম॥ নবদ্বীপমণ্ডলের মহিমা অপার। ব্রহ্মা আদি নাহি জানে বর্ণে সাধ্য কার॥ সহস্র বদনে শেষ বর্ণিতে অক্ষম। ক্ষুদ্রজীব আমি কিসে হইব সক্ষম॥ সত্য বটে নবদ্বীপ মহিমা অনন্ত। দেব-দেব মহাদেব নাহি পায় অন্ত॥ তথাপি চৈতন্য-চন্দ্র ইচ্ছা বলবান। সেই ইচ্ছাবশে ভক্ত আজ্ঞার বিধান॥ ভক্তগণে আজ্ঞা দিল চৈতন্য

ইচ্ছায়। নদীয়া মাহাত্ম্য বর্ণি ভক্তের কৃপায়॥ আর এক কথা আছে গূঢ় অতিশয়। কহিতে না ইচ্ছা হয় না কহিলে নয়॥ যে অবধি শ্রীচৈতন্য অপ্রকট হৈল। ধাম লীলা প্রকাশিতে ভক্তে আজ্ঞা দিল॥ সর্ব্ব অবতার হৈতে গূঢ় অবতার। শ্রীচৈতন্যচন্দ্র মোর বিদিত সংসার॥ গূঢ় লীলা শাস্ত্রে গূঢ়রূপে উক্ত হয়। অভক্ত জনের চিত্তে না হয় উদয়॥ সে লীলা সম্বন্ধে যত গূঢ় শাস্ত্র ছিল। মায়াদেবী বহুকাল আচ্ছাদি রাখিল॥ অপ্রকট শাস্ত্র বহু রহে যথা তথা। প্রকট শাস্ত্রেও যত চৈতন্যের কথা॥ সে সকল মায়াদেবী পণ্ডিত নয়ন। আবরিয়া রাখে গুপ্ত ভাবে অনুক্ষণ॥ গৌরের গম্ভীর লীলা হৈলে অপ্রকট। প্রভু ইচ্ছা জানি মায়া হয় অকপট॥ উঠাইয়া লৈল জাল জীব চক্ষু হৈতে। প্রকাশিল গৌর তত্ত্ব এ জড় জগতে॥ গুপ্ত শাস্ত্র অনায়াসে হইল প্রকট। ঘুচিল জীবের যত যুক্তির শঙ্কট॥ বড়ই দয়ালু প্রভু নিত্যানন্দরায়। গৌরতত্ত্ব প্রকাশিল জীবের হিয়ায়॥ তাঁর আজ্ঞা পেয়ে মায়া ছাড়ে আবরণ। সুভক্ত পণ্ডিতগণ পায় শাস্ত্র ধন॥ ইহাতে সন্দেহ যার না হয় খণ্ডন। সে অভাগা বৃথা কেন ধরয় জীবন॥ যে কালে ঈশ্বর

যেই কৃপা বিতরয়। ভাগ্যবন্ত জন তাহে বড় সুখী হয়॥ দুর্ভাগা লক্ষণ এই জান সর্ব্বজন। নিজ বুদ্ধি বড় বলি করিয়া গণন॥ ঈশ্বরের কৃপা নাহি করয় স্বীকার। কুতর্কে মায়ার গর্ত্তে পড়ে বারবার॥ এস হে কলির জীব ছাড় কুটিনাটি। নির্ম্মল গৌরাঙ্গ প্রেম লহ পরিপাটি॥ এই বলি নিত্যানন্দ ডাকে বারবার। তবুত দুর্ভাগা জন না করে স্বীকার॥ কেন যে এমন প্রেমে করে অনাদর। বিচার করিয়া দেখ হইয়া তৎপর॥ সুখ লাগি সর্ব্ব জীব নানা যুক্তি করে। তর্ক করে যোগ করে সংসার ভিতরে॥ সুখ লাগি সংসার ছাড়িয়া বনে যায়। সুখ লাগি যুদ্ধ করে রাজায় রাজায়॥ সুখ লাগি কামিনী কনক পাছে ধায়। সুখ লাগি শিল্প আর বিজ্ঞান চালায়॥ সুখ লাগি সুখ ছাড়ে ক্লেশ শিক্ষা করে। সুখ লাগি অর্ণব মধ্যেতে ডুবে মরে॥ নিত্যানন্দ বলে ডাকি দুহাত তুলিয়া। এস জীব কর্ম্ম-জ্ঞান-সঙ্কট ছাড়িয়া॥ সুখ লাগি চেষ্টা তব আমি তাহা দিব। তার বিনিময়ে আমি কিছু না লইব॥ কষ্ট নাই ব্যয় নাই না পাবে যাতনা। শ্রীগৌরাঙ্গ বলি নাচ নাহিক ভাবনা॥ যে সুখ আমি ত দিব তার নাই সম। সর্ব্বদা বিমলানন্দ নাহি তার ভ্রম॥ এই

রূপে প্রেম যাচে নিত্যানন্দরায়। অভাগা করম দোষে তাহা নাহি চায়॥ গৌরাঙ্গ নিতাই যেই বলে একবার। অনন্ত করম দোষ অন্ত হয় তার॥ আর এক গূঢ় কথা শুন সর্ব্বজন। কলি জীবে যোগ্য বস্তু গৌর লীলা ধন॥ গৌর হরি রাধা কৃষ্ণ রূপে বৃন্দাবনে। নিত্য কাল বিলাস করয় সখী সনে॥ শাস্ত্রেতে জানিল জীব ব্রজলীলা-তত্ত্ব। রাধাকৃষ্ণ নিত্যলীলা ব্রজের মহত্ব॥ কৃষ্ণ-নাম কৃষ্ণধাম মাহাত্ম্য অপার। শাস্ত্রের দ্বারায় জানে সকল সংসার॥ তবু কৃষ্ণপ্রেম সাধারণে নাহি পায়। ইহার কারণ কিবা চিন্তহ হিয়ায়॥ ইহাতে আছেত এক গূঢ় তত্ত্ব সার। মায়ামুগ্ধ জীব তাহা না করে বিচার॥ বহু জন্ম কৃষ্ণ ভজি প্রেম নাহি হয়। অপরাধ পুঞ্জ তার আছয় নিশ্চয়॥ অপরাধ শূন্য হয়ে লয় কৃষ্ণ নাম। তবে জীব কৃষ্ণপ্রেম লভে অবিরাম॥ শ্রীচৈতন্য অবতারে বড় বিলক্ষণ। অপরাধ সত্ত্বে জীব লভে প্রেম ধন॥ নিতাই চৈতন্য বলি যেই জীব ডাকে। সুবিমল কৃষ্ণপ্রেম অন্বেষয় তাকে॥ অপরাধ বাধা তার কিছু নাহি করে। নিরমল কৃষ্ণপ্রেমে তার আঁখি ঝরে॥ স্বল্পকালে অপরাধ আপনি পলায়। হৃদয় শোধিত হয় প্রেম বাড়ে তায়॥

কলিজীবের অপরাধ অসংখ্য দুর্ব্বার। গৌর নাম বিনা তার নাহিক উদ্ধার॥ অতএব গৌর বিনা কলিতে উপায়। না দেখি কোথাও আর শাস্ত্র ফুকরায়॥ নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র হইল উদয়। নবদ্বীপ সর্ব্বতীর্থ অবতংশ হয়॥ অন্য তীর্থে অপ-রাধী দণ্ডের ভাজন। নবদ্বীপে অপরাধ সদাই মার্জ্জন॥ তার সাক্ষী জগাই মাধাই দুই ভাই। অপরাধ করি পাইল চৈতন্য নিতাই॥ অন্যান্য তীর্থের কথা রাখ ভাই দূরে। অপরাধী দৈত্য দণ্ড পায় ব্রজপুরে॥ নবদ্বীপে শতশত অপরাধ করি। অনায়াসে নিতাই কৃপায় যায় তরি॥ হেন নবদ্বীপধাম যে গৌড়মণ্ডলে। ধন্য ধন্য সেই দেশ ঋষিগণ বলে॥ হেন নবদ্বীপে ভাই যাহার বসতি। বড় ভাগ্যবান সেই লভে কৃষ্ণরতি॥ নবদ্বীপে যে বা কভু করয় গমন। সর্ব্ব অপরাধ মুক্ত হয় সেই জন॥ সর্ব্ব তীর্থ ভ্রমিয়া তৈর্থিক যাহা পায়। নবদ্বীপ স্মরণে সে লাভ শাস্ত্রে গায়॥ নবদ্বীপ দরশন করে যেই জন। জন্মে জন্মে লভে সেই কৃষ্ণপ্রেম ধন॥ কর্ম্ম-বুদ্ধি যোগেও যে নবদ্বীপে যায়। নর জন্ম আর সেই জন নাহি পায়॥ নব-দ্বীপ ভ্রমিতে সে পদে পদে পায়। কোটী অশ্ব-মেধ ফল সর্ব্ব শাস্ত্রে গায়॥ নবদ্বীপে বসি যেই

মন্ত্র জপ করে। শ্রীমন্ত্র চৈতন্য হয় অনায়াসে তরে॥ অন্য তীর্থে যোগী দশবর্ষে লভে যাহা। নবদ্বীপে তিনরাত্রে সাধি পায় তাহা॥ অন্য তীর্থে ব্রহ্মজ্ঞানে যেই মুক্তি হয়। নবদ্বীপে ভাগীরথী স্নানে তা ঘটয়॥ সালোক্য সারূপ্য সার্ষ্টি সামীপ্য নির্ব্বাণ। নবদ্বীপে মুমুক্ষু লভয় বিনা জ্ঞান॥ নবদ্বীপে শুদ্ধভক্ত চরণে পড়িয়া। ভুক্তি মুক্তি সদা রহে দাসী রূপ হৈয়া॥ ভক্তগণ লাথি মারি সে দুয়ে তাড়ায়। ভক্তপদ ছাড়ি দাসী তবু না পলায়॥ শতবর্ষ সপ্ততীর্থে মিলে যাহা ভাই। নবদ্বীপে একরাত্র বাসে তাহা পাই॥ হেন নবদ্বীপধাম সর্ব্বধাম সার। কলিতে আশ্রয় করি জীব হয় পার॥ তারক পারক বিদ্যাদ্বয় অবিরত। নবদ্বীপবাসীগণে সেবে রীতিমত॥ নিতাই জাহ্নবা পদ ছায়া যার আশ। সে ভক্তিবিনোদ গায় পাইয়া উল্লাস॥

দ্বিতীয় অধ্যায়।

শ্রীশ্রীগৌড়মণ্ডল ও শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামের বাহ্যস্বরূপ ও পরিমাণ।

জয় জয় নবদ্বীপচন্দ্র শচীসুত। জয় জয় নিত্যানন্দরায় অবধূত॥ জয় জয় নবদ্বীপ সর্ব্বধাম সার। সে ধামের তত্ত্ব বর্ণে সাধ্য আছে কার॥ নবদ্বীপধাম গৌড়মণ্ডল ভিতরে। জাহ্নবী সেবিত হয়ে সদা শোভা করে॥ এ গৌড়মণ্ডল একবিংশতি যোজন। মধ্য ভাগে গঙ্গাদেবী রহে অনুক্ষণ॥ শতদলপদ্ম সম মণ্ডল আকার। মধ্যভাগে নবদ্বীপ অতিশোভা তার॥ পঞ্চ ক্রোশ হয় আর কেশর আধার। পরিমল পূর্ণ পুষ্প যোজন চত্বার॥ বাহির পাপড়ি তার শতদল হয়। একাধিক যোজন বিংশতি বিস্তারয়॥ মণ্ডল পরিধি হয় সেই পরিমাণ। যোজন সপ্তক ব্যাস শাস্ত্রের বিধান॥ ব্যাসার্দ্ধ প্রমাণ সার্দ্ধ তৃতীয় যোজন। মধ্যবিন্দু হৈতে তার হইবে গণন॥ মধ্যবিন্দু নবদ্বীপধাম মধ্যস্থল। যোগপীঠ হয় তাহা চিন্ময় বিমল॥ চিন্তামণিরূপ হয় এ গৌড় মণ্ডল। চিদানন্দময়ধাম চিন্ময় সকল॥ জল

ভূমি বৃক্ষ আদি সকলি চিন্ময়। সদা বিদ্যমান তথা কৃষ্ণশক্তিত্রয়॥ স্বরূপশক্তির যেই সন্ধিনী প্রভাব। তার পরিণতি এই ধামের স্বভাব॥ প্রভু লীলা পীঠ রূপে ধাম নিত্য হয়। অচিন্ত্য শক্তির কার্য্য প্রাপঞ্চিক নয়॥ তবে যে এ ধামে দেখে প্রপঞ্চের সম। বদ্ধ জীবে তাহা হয় অবিদ্যা বিভ্রম॥ মেঘাচ্ছন্ন চক্ষু দেখে সূর্য্য আচ্ছাদিত। দিবাকর নাহি কভু হয় মেঘাবৃত॥ সেইরূপ এ গৌড়মণ্ডল চিদাকার। প্রাপঞ্চিক জন দেখে জড়ের বিকার॥ নিত্যানন্দ কৃপা যার প্রতি কভু হয়। সে দেখে আনন্দধাম সর্ব্বত্র চিন্ময়॥ গঙ্গা যমুনাদি তথা সদা বিদ্যমান। সপ্তপুরী প্রয়াগাদি আছে স্থানেস্থান॥ সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠ তত্ব এ গৌড়মণ্ডল। ভাগ্যবান জীব তাহা দেখে নিরমল॥ স্বরূপশক্তির ছায়া মায়া বলি যারে। প্রভুর আজ্ঞায় নিজ প্রভাব বিস্তারে॥ বহির্ম্মুখ জীব চক্ষু করে আবরণ। চিদ্ধাম প্রভাব সবে না পায় দর্শন॥ এ গৌড়মণ্ডলে যার বাস নিরন্তর। বড় ভাগ্যবান সেই সংসার ভিতর॥ দেবগণে স্বর্গে থাকি দেখে সেই জনে। চতুর্ভুজ শ্যাম-কান্তি অপূর্ব্ব গঠনে॥ ষোলক্রোশ নবদ্বীপধাম-বাসী যত। গৌরকান্তি সদা নামসংকীর্ত্তনে

রত॥ ব্রহ্মা আদি দেবগণে অন্তরীক্ষ হৈতে। নবদ্বীপবাসীগণে পূজে নানামতে॥ ব্রহ্মা বলে কবে মোর হেন ভাগ্য হবে। নবদ্বীপে তৃণ কলেবর পাব যবে। শ্রীগৌর চরণসেবা করে যত জন। তা সবার পদরেণু লভিব তখন॥ হায় মোরে গৌরচন্দ্র বঞ্চনা করিয়া। ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি রাখিল করিয়া॥ কবে মোর কর্ম্মগ্রন্থি হইবে ছেদন। অভিমান ত্যজি মোর শুদ্ধ হবে মন॥ অধিকার বুদ্ধি মোর কবে হবে ক্ষয়। শুদ্ধদাস হয়ে পাব গৌর পদাশ্রয়॥ দেবগণ ঋষিগণ রুদ্রগণ যত। স্থানেস্থানে নবদ্বীপে বৈসে অবিরত॥ চিরকাল তপ করি জীবন কাটায়। তবু নিত্যানন্দ কৃপা সে সবে না পায়॥ দেব-বুদ্ধি যত দিন নাহি যায় দূরে। যত দিন দৈন্য ভাব মনে নাহি স্ফুরে॥ তত দিন শ্রীগৌর নিতাই কৃপা ধন। ব্রহ্মা শিব নাহি পায় করিয়া যতন॥ এই সব কথা আগে হইবে প্রকাশ। যত্ন করি শুন ভাই করিয়া বিশ্বাস॥ এ সব বিষয়ে ভাই তর্ক পরিহর। তর্ক সে অপার্থ অতি অমঙ্গলকর॥ শ্রীচৈতন্যলীলা হয় গভীর সাগর। মোচাখোলা রূপ তর্ক তথায় ফাঁপর॥ তর্ক করি এ সংসার তরিতে যে চায়। বিফল তাহার চেষ্টা কিছুই

না পায়॥ তর্কে জলাঞ্জলি দিয়া সাধু শাস্ত্র ধরে। অচিরে চৈতন্য লাভ সেই জন করে॥ শ্রুতি স্মৃতি তন্ত্র শাস্ত্র অবিরত গায়। নদীয়া মাহাত্ম্য নিত্যানন্দের আজ্ঞায়॥ সেই সব শাস্ত্র পড় সাধু বাক্য মান। তবেত হইবে তব নবদ্বীপ জ্ঞান॥ কলিকালে তীর্থ সব অত্যন্ত দুর্ব্বল। নবদ্বীপ তীর্থ মাত্র পরম প্রবল॥ প্রভুর ইচ্ছায় সেই তীর্থ বহু দিন। অপ্রকট মহিমা আছিল স্ফূর্ত্তি-হীন॥ কলির প্রভাব যবে অত্যন্ত বাড়িল। অন্য তীর্থ স্বভাবত নিস্তেজ হইল॥ জীবের মঙ্গল লাগি পুরুষপ্রধান। মনে মনে চিন্তা করি করিল বিধান॥ পীড়া বুঝি বৈদ্যরাজ ঔষধ খাওয়ায়। কঠিন ঔষধ দেয় কঠিন পীড়ায়॥ এবে কলি ঘোর হৈল রোগ হৈল ভারি। কঠিন ঔষধ বিনা নিবারিতে নারি॥ অতিশয় গোপনে রাখিনু যেই ধাম। অতিশয় গোপনে রাখিনু যেই নাম॥ অতিশয় গোপনে রাখিনু যেই রূপ। প্রকাশ না কৈলে জীব তরিবে কিরূপ॥ জীবত আমার দাস আমি তার প্রভু। আমি না তারিলে সেই না তরিবে কভু॥ এই বলি শ্রীচৈতন্য হইল প্রকাশ। নিজ নাম নিজ ধাম লয়ে নিজ দাস॥ প্রভুর প্রতিজ্ঞা এই হয় সর্ব্বকাল। তারিব সকল

জীবের ঘুচাব জঞ্জাল ॥ ব্রহ্মার দুর্ল্লভ ধন বিলাব সংসারে। পাত্রাপাত্র না বাছিব এই অবতারে ॥ দেখিব কিরূপে কলি জীবে করে নাশ। নবদ্বীপধাম আমি করিব প্রকাশ ॥ সেই ধামে কলির ভাঙ্গিব বিষদাঁত। কীর্ত্তন করিয়া জীবে করি আত্মসাথ ॥ যত দূর মম নাম হইবে কীর্ত্তন। তত দূর হইবেত কলির দমন ॥ এই বলি গৌর হরি কলির সন্ধ্যায়। প্রকাশিল নবদ্বীপ স্বকীয় মায়ায় ॥ ছায়া সম্বরিয়া নিত্য স্বরূপ বিলাস। গৌরচন্দ্র গৌড়ভূমে করিল প্রকাশ ॥ এমন দয়ালু প্রভু যে জন না ভজে। এমন অচিন্ত্য ধাম যেই জন ত্যজে ॥ এই কলিকালে তার সম ভাগ্যহীন। না দেখি জগতে আর শোচনীয় দীন ॥ অতএব ছাড়ি ভাই অন্য বাঞ্ছা রতি। নবদ্বীপ ধামে মাত্র হও একমতি ॥ জাহ্নবী নিতাই পদ ছায়া যার আশ। সে ভক্তিবিনোদ করে এতত্ত্ব প্রকাশ ॥

তৃতীয় অধ্যায়।
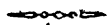
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার সাধারণ বিধি।

জয় জয় নবদ্বীপচন্দ্র শচীসুত। জয় জয় নিত্যানন্দরায় অবধূর্ত্ত॥ জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত প্রভু মহাশয়। গদাধর শ্রীবাস পণ্ডিত জয় জয়॥ জয় নবদ্বীপধাম সর্ব্বধাম সার। যেই ধাম সহ গৌর-চন্দ্র অবতার॥ ষোলক্রোশ নবদ্বীপ মধ্যে যাহা যাহা। বর্ণিব এখন ভক্তগণ শুন তাহা॥ ষোল-ক্রোশ মধ্যে নয়দ্বীপের প্রমাণ। ষোড়শ প্রবাহ তথা সদা বিদ্যমান॥ মূল-গঙ্গা পূর্ব্বতীরে দ্বীপ চতুষ্টয়। তাঁহার পশ্চিমে সদা পঞ্চদ্বীপ রয়॥ স্বর্ধুনী প্রবাহ সব বেড়ি দ্বীপগণে। নবদ্বীপ ধামে শোভা দেয় অনুক্ষণে॥ মধ্যে মূল গঙ্গাদেবী রহে অনুক্ষণ। অপর প্রবাহে অন্য পুণ্য নদী-গণ॥ গঙ্গার নিকটে বহে যমুনা সুন্দরী। অন্য ধারা মধ্যে সরস্বতী বিদ্যাধরী॥ তাম্রপর্ণী কৃতমালা ব্রহ্মপুত্র ত্রয়। যমুনার পূর্ব্বভাগে দীর্ঘ ধারাময়॥ সরযু নর্ম্মদা সিন্ধু কাবেরী গোমতী। প্রস্থে বহে গোদাবরী সহ দ্রুতগতি॥

এই সব ধারা পরস্পর করি ছেদ। এক নবদ্বীপে নববিধ করে ভেদ॥ প্রভুর ইচ্ছায় কভু ধারা শুষ্ক হয়। পুন ইচ্ছা হৈলে ধারা হয় জলময়॥ প্রভুর ইচ্ছায় কভু ডুবে কোন স্থান। প্রভুর ইচ্ছায় পুন দেয়ত দর্শন॥ নিরবধি এইরূপ ধাম লীলা করে। ভাগ্যবান জনপ্রতি সর্ব্বকাল স্ফুরে॥ উৎকট বাসনা যদি ভক্ত হৃদে হয়। সর্ব্বদ্বীপ সর্ব্বধারা দর্শন মিলয়॥ কভু স্বপ্নে কভু ধ্যানে কভু দৃষ্টি যোগে। ধামের দর্শন পায় ভক্তির সংযোগে॥ গঙ্গা যমুনার যোগে যেই দ্বীপ রয়। অন্তর্দ্বীপ নাম তার সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥ অন্তর্দ্বীপ মধ্যে আছে পীঠ মায়াপুর। যথায় জন্মিল প্রভু চৈতন্য ঠাকুর॥ গোলকের অন্তর্বর্ত্তী যেই মহাবন। মায়াপুর নবদ্বীপে জান ভক্তগণ॥ শ্বেতদ্বীপ বৈকুণ্ঠ গোলক বৃন্দাবন। নবদ্বীপে সব তত্ত্ব আছে সর্ব্বক্ষণ॥ অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী আর। অবন্তী দ্বারকা যেই পুরী সপ্ত সার॥ নবদ্বীপে সে সমস্ত নিজ নিজ স্থানে। নিত্য বিদ্যমান গৌরচন্দ্রের বিধানে॥ গঙ্গাদ্বার মায়ার স্বরূপ মায়াপুর। যাহার মাহাত্ম্য শাস্ত্রে আছয়ে প্রচুর॥ সেই মায়াপুরে যেই যায় একবার। অনায়াসে হয় সেই জড়মায়া পার॥ মায়াপুর ভ্রমিলে মায়ার অধি-

কার। দূরে যায় জন্ম কভু নহে আর বার॥ মায়াপুর উত্তরে সীমন্তদ্বীপ হয়। পরিক্রমা বিধি সাধু শাস্ত্রে সদা কয়॥ অন্তর্দ্বীপে মায়াপুর করিয়া দর্শন। শ্রীসীমন্তদ্বীপে চল বিজ্ঞ ভক্তজন॥ গোদ্রুমাখ্য দ্বীপ হয় মায়ার দক্ষিণে। তাহা ভ্রমি চল মধ্যদ্বীপে হৃষ্টমনে॥ এই চারিদ্বীপ জাহ্নবীর পূর্ব্বতীরে। দেখিয়া জাহ্নবী পার হও ধীরে ধীরে॥ কোলদ্বীপ অনায়াসে করিয়া ভ্রমণ। ঋতু-দ্বীপে শোভা তবে কর দরশন॥ তারপর জহ্নু-দ্বীপ পরমসুন্দর। দেখি মোদদ্রুমদ্বীপে চল বিজ্ঞবর॥ রুদ্রদ্বীপ দেখি পুন গঙ্গা হও পার। ভ্রমি মায়াপুর ভক্ত চল আর বার॥ তথায় শ্রীজগন্নাথ শচীর মন্দিরে। প্রভুর দর্শনে প্রবেশহ ধীরে ধীরে॥ সর্ব্বকালে এইরূপ পরিক্রমা হয়। জীবের অনন্ত সুখ প্রাপ্তির আলয়॥ বিশেষত মাকরী সপ্তমী তিথি গতে। ফাল্গুনী পূর্ণিমাবধি শ্রেষ্ঠ সর্ব্বমতে॥ পরিক্রমা সমাধিয়া যেই মহাজন। জন্মদিনে মায়াপুর করেন দর্শন॥ নিতাই গৌরাঙ্গ তারে কৃপা বিতরিয়া। ভক্তি অধিকারী করে পদছায়া দিয়া॥ সংক্ষেপে কহিনু পরিক্রমা বিবরণ। বিস্তারিয়া বলি এবে করহ শ্রবণ॥ যেই জন ভ্রমে একবিংশতি যোজন। অচিরে লভয়

সেই গৌরপ্রেম ধন॥ জাহ্নবা নিতাই পদ ছায়া যার আশ। এ ভক্তিবিনোদ করে এ তত্ত্ব প্রকাশ॥

চতুর্থ অধ্যায়।

শ্রীজীবের আগমন ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তাঁহাকে শ্রীনবদ্বীপতত্ত্ব বলেন।

জয় জয় নবদ্বীপচন্দ্র শচীসুত। জয় জয় নিত্যানন্দরায় অবধূত॥ জয় জয় নবদ্বীপ সর্ব্ব ধাম সার। যথায় হইল শ্রীচৈতন্য অবতার॥ সর্ব্ব তীর্থ বাস করি যেই ফল পাই। নবদ্বীপে লভি তাহা একদিনে ভাই॥ সেই নবদ্বীপ পরিক্রমা বিবরণ। শাস্ত্র আলোচিয়া গাই শুন সাধুজন॥ শাস্ত্রের লিখন আর বৈষ্ণব বর্ণন। প্রভু আজ্ঞা এই তিন মম প্রাণধন॥ এ তিনে আশ্রয়

করি করিব বর্ণন। নদীয়া ভ্রমণ বিধি শুন সর্ব্বজন ॥ শ্রীজীবগোস্বামী যবে ছাড়িলেন ঘর। নদীয়া নদীয়া বলি ব্যাকুল অন্তর ॥ চন্দ্রদ্বীপ ছাড়ি তেঁহ যত পথ চলে। ভাসে দুই চক্ষু তাঁর নয়নের জলে ॥ হা গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ জীবের জীবন। কবে মোরে কৃপা করি দিবে দরশন ॥ হাহা নবদ্বীপধাম সর্ব্বধাম সার। কবে বা দেখিব আমি বলে বারবার ॥ কৈশোর বয়স জীব সুন্দর গঠন। বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা অপূর্ব্ব দর্শন ॥ চলিয়া চলিয়া কতদিনে মহাশয়। নবদ্বীপে উত্তরিল সদা প্রেমময় ॥ দূর হৈতে নবদ্বীপ করি দরশন। দণ্ডবৎ হয়ে পড়ে প্রায় অচেতন ॥ কতক্ষণ পরে নিজ চিত্ত করি স্থির। প্রবেশিল নবদ্বীপে পুলক শরীর ॥ বারকোণা ঘাটে আসি জিজ্ঞাসে সবারে। কোথা প্রভু নিত্যানন্দ দেখাও আমারে ॥ শ্রীজীবের ভাব দেখি কোন মহাজন। প্রভু নিত্যানন্দ স্থথা লয় ততক্ষণ ॥ হেথা প্রভু নিত্যানন্দ অট্ট অট্ট হাসি। শ্রীজীব আসিবে বলি অন্তরে উল্লাসী ॥ আজ্ঞা দিল দাসগণে শ্রীজীবে আনিতে। অনেক বৈষ্ণবে যায় জীবে সম্বোধিতে ॥ সাত্ত্বিক-বিকার-পূর্ণ জীবের শরীর। দেখি জীব বলি সবে করিলেন স্থির ॥ কেহ কেহ আগে গিয়া মহাপ্রেম

ভরে। নিত্যানন্দ প্রভু আজ্ঞা বিজ্ঞাপন করে॥ প্রভু নিত্যানন্দ নাম করিয়া শ্রবণ। ধরণীতে পড়ে জীব হয়ে অচেতন॥ ক্ষণেক উঠিয়া বলে বড় ভাগ্য মম। প্রভু নিত্যানন্দ কৃপা পাইল অধম॥ সে সব বৈষ্ণবগণে দণ্ডবৎ হয়ে। প্রণাম করয়ে জীব প্রফুল্ল হৃদয়ে॥ বলে তুমি সবে মোরে হইলে সদয়। নিত্যানন্দ পদ পাই সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়॥ জীবের সৌভাগ্য হেরি কতেক বৈষ্ণব। চরণের ধূলি লয় করিয়া উৎসব॥ সবে মেলি জীবে লয় নিত্যানন্দ যথা। বৈষ্ণবে বেষ্টিত প্রভু কহে কৃষ্ণকথা॥ প্রভু নিত্যানন্দের দেখিয়া দিব্যরূপ। জীবের শরীরে হয় ভাব অপরূপ॥ কি অপূর্ব্বরূপ আজ হেরিনু বলিয়া। পড়িল ধরণীতলে অচেতন হৈয়া॥ মহাকৃপাবশে প্রভু নিত্যানন্দরায়। জীবে উঠাইয়া লয় আপনার পায়॥ ব্যস্ত হয়ে শ্রীজীবগোস্বামী দাঁড়াইল। করযুড়ি নিত্যানন্দে কহিতে লাগিল॥ বিশ্বরূপ বিশ্বধাম তুমি বলরাম। আমি জীব কিবা জানি তব গুণগ্রাম॥ তুমি মোর প্রভু নিত্য আমি তব দাস। তোমার চরণছায়া একমাত্র আশ॥ তুমি যারে কর দয়া সেই অনায়াসে। শ্রীচৈতন্য পদ পায় প্রেমজলে ভাসে॥ তোমার করুণা

বিনা গৌর নাহি পায়। শত জন্ম ভজে যদি গৌরাঙ্গে হিয়ায়॥ গৌর দণ্ড করে যদি তুমি ক্ষমা কর। তুমি যারে দণ্ড কর গৌর তার পর॥ অতএব প্রভু তব চরণকমলে। লইনু শরণ আমি সুকৃতির বলে॥ তুমি কৃপা করি মোরে দেহ অনুমতি। শ্রীগৌরদর্শনে পাই গৌরে হউ রতি॥ যবে রামকেলিগ্রামে শ্রীগৌরাঙ্গরায়। আমার পিতৃব্যদ্বয়ে লইলেন পায়॥ সেইকালে শিশু আমি সজলনয়নে। হেরিলাম গৌররূপ সদা জাগে মনে॥ শ্রীগৌরাঙ্গপদে পড়ি করিনু প্রণতি। শ্রীঅঙ্গ স্পর্শিয়া সুখ পাইলাম অতি॥ সেই কালে গৌর মোরে কহিলা বচন। ওহে জীব কর তুমি শাস্ত্র অধ্যয়ন॥ অধ্যয়ন সমাপিয়া নবদ্বীপে চল। নিত্যানন্দ শ্রীচরণে পাইবে সকল॥ সেই আজ্ঞা শিরে ধরি আমি অকিঞ্চন। যথা সাধ্য বিদ্যা করিয়াছি উপার্জ্জন॥ চন্দ্রদ্বীপে পড়িলাম সাহিত্যাদি যত। বেদান্ত আচার্য্য নাহি পাই মনোমত॥ প্রভু আজ্ঞা ছিল মোরে বেদান্ত পড়িতে। বেদান্ত সম্মত কৃষ্ণভক্তি প্রকাশিতে॥ আইলাম নবদ্বীপে তোমার চরণে। যেইরূপ আজ্ঞা হয় করি আচরণে॥ আজ্ঞা হয় যাই ক্ষেত্রে প্রভুর চরণে। বেদান্ত পড়িব সার্ব্বভৌমের সদনে॥

জীবের মধুর বাক্যে নিত্যানন্দরায়। জীবে কোলে করি কাঁদে ধৈর্য্য নাহি পায়॥ বলে শুন ওহে জীব নিগূঢ় বচন। সর্ব্বতত্ত্ব অবগত রূপ সনাতন॥ প্রভু মোরে আজ্ঞা দিল বলিতে তোমায়। ক্ষেত্রে নাহি যাও তুমি না রহ হেথায়॥ তুমি আর রূপ সনাতন দুই ভাই। প্রভুর একান্ত দাস জানেন সবাই॥ তোমা প্রতি আজ্ঞা এই বারাণসী গিয়া। বাচস্পতি নিকটেতে বেদান্ত পড়িয়া॥ একেবারে যাহ তথা হৈতে বৃন্দাবন। তথা কৃপা করিবেন রূপ সনাতন॥ রূপের অনুগ হয়ে যুগল-ভজন। কর তথা বেদান্তাদি শাস্ত্র আলাপন॥ ভাগবত শাস্ত্র হয় সর্ব্বশাস্ত্র সার। বেদান্তসূত্রের ভাষ্য করহ প্রচার॥ সার্ব্বভৌমে কৃপা করি গৌরাঙ্গ শ্রীহরি। ব্রহ্মসূত্র ব্যাখ্যা কৈল ভাগবত ধরি॥ সেই বিদ্যা সার্ব্বভৌম শ্রীমধুসূদনে। শিখাইল ক্ষেত্রধামে পরম যতনে॥ সেই মধুবাচস্পতি প্রভু আজ্ঞা পেয়ে। আছে বারাণসীধামে দেখ তুমি যেয়ে॥ কাছে তেঁহ সম্প্রদায়ী বৈদান্তিক হয়। শাঙ্করী সন্ন্যাসী তাঁর নিকটে পড়য়॥ ক্রমে ক্রমে সন্ন্যাসীগণেরে কৃপা করি। গৌরাঙ্গের ব্যাখ্যা শিক্ষা দেয় সূত্র ধরি॥ পৃথক ভাষ্যের এবে নাহি প্রয়োজন। ভাগবতে

কর সূত্র ভাষ্যেতে গণন॥ কালে যবে ভাষ্যের হইবে প্রয়োজন। শ্রীগোবিন্দভাষ্য তবে হবে প্রকটন॥ সার্ব্বভৌম স্বসম্পর্ক যেই গোপীনাথ। শুনিল প্রভুর ভাষ্য সার্ব্বভৌম সাথ॥ কালে তেঁহ প্রভুর ইচ্ছায় জন্ম লয়ে। বলদেবাবেশে যাবে জয়পুর জয়ে॥ তথা শ্রীগোবিন্দ বলে ভাষ্য প্রকাশিয়া। সেবিবে গৌরাঙ্গপদ জীবে নিস্তারিয়া॥ এই সব গূঢ় কথা রূপ সনাতন। সকল কহিবে তোমা প্রতি দুইজন॥ নিত্যানন্দ বাক্য শুনি শ্রীজীব গোঁসাই। কাঁদিয়া লোটায় ভূমে সংজ্ঞা আর নাই॥ কৃপা করি প্রভু নিজ চরণযুগল। শ্রীজীবের শিরে ধরি অর্পিলেন বল॥ জয় শ্রীগৌরাঙ্গ জয় নিত্যানন্দরায়। বলিয়া নাচেন জীব বৈষ্ণব সভায়॥ শ্রীবাসাদি ছিল তথা যত মহাজন। জীবে নিত্যানন্দ কৃপা করি দরশন॥ সবে নাচে শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ বলি। মহাকলরবে তথা হয় হুলুস্থুলী॥ কতক্ষণ পরে নৃত্য করি সম্বরণ। জীবে লয়ে নিত্যানন্দ বসিল তখন॥ জীবের হইল বাসা শ্রীবাসঅঙ্গনে। সন্ধ্যাকালে আইল পুন প্রভু দরশনে॥ নির্জ্জনে বসিয়া প্রভু গৌরগুণ গায়। শ্রীজীব আসিয়া পড়ে নিত্যানন্দ পায়॥ যত্ন করি প্রভু তারে নিকটে

বস্থায়। কর যোড় করি জীব স্বদৈন্য জানায়॥ জীব বলে প্রভু মোরে করুণা করিয়া। নবদ্বীপ-ধাম তত্ত্ব বল বিবরিয়া॥ প্রভু বলে ওহে জীব বলিব তোমায়। অত্যন্ত নিগূঢ় তত্ত্ব রাখিবে হিয়ায॥ যথা তথা এবে ইহা না কর প্রকাশ। প্রকট লীলার অন্তে হইবে বিকাশ॥ এই নবদ্বীপ হয় সর্ব্বধাম সার। শ্রীবিরজা ব্রহ্মধাম আদি হয়ে পার॥ বৈকুণ্ঠের পর শ্বেতদ্বীপ শ্রীগোলক। তদন্তে গোকুল বৃন্দাবন কৃষ্ণলোক॥ সেই লোক দুই ভাবে হয়ত প্রকাশ। মাধুর্য্য ঔদার্য্য ভেদে রসের বিকাশ॥ মাধুর্য্যে ঔদার্য্য পূর্ণ রূপে অবস্থিত। ঔদার্য্যে মাধুর্য্য পূর্ণ রূপেতে বিহিত॥ তথাপিও যে প্রকাশে মাধুর্য্য প্রধান। বৃন্দাবন বলি তাহা জানে ভাগ্যবান॥ যে প্রকাশে ঔদার্য্য প্রধান নিত্য হয়। সেই নবদ্বীপধাম সর্ব্ব বেদে কয়॥ বৃন্দাবন নবদ্বীপে নাহি কিছু ভেদ। রসের প্রকাশ ভেদে করয় প্রভেদ॥ এই ধাম নিত্যসিদ্ধ চিন্ময় অনন্ত। জড়-বুদ্ধি জনে তার নাহি পায় অন্ত॥ হ্লাদিনী প্রভাবে জীব ছাড়ি জড়-ধর্ম্ম। নিত্যসিদ্ধ জ্ঞান বলে পায় তার ধর্ম্ম॥ সর্ব্ব নবদ্বীপ হয় চিন্ময় প্রকাশ। সেই পীঠে শ্রীগৌরাঙ্গ করেন বিলাস॥ চর্ম্ম চক্ষে লোকে দেখে

প্রপঞ্চ গঠন। মায়া আচ্ছাদিয়া রাখে নিত্য নিকেতন॥ নবদ্বীপে মায়া নাই জড় দেশ কাল। কিছু তথা নাহি আছে জীবের জঞ্জাল॥ কিন্তু কর্ম্ম-বন্ধ ক্রমে জীব মায়াবশে। নবদ্বীপধামে প্রাপঞ্চিক ভাবে পশে॥ ভাগ্যক্রমে সাধু সঙ্গে প্রেমের উদয়। হয় যবে তবে দেখে বৈকুণ্ঠ চিন্ময়॥ অপ্রাকৃত দেশ কাল ধাম দ্রব্য যত। অনায়াসে দেখে স্বীয় চক্ষে অবিরত॥ এই ত কহিনু আমি নবদ্বীপ তত্ব। বিচারিয়া দেখ জীব হয়ে শুদ্ধ সত্ব॥ নিতাই জাহ্নবা পদে নিত্য যার আশ। গূঢ় তত্ব করে ভক্তিবিনোদ প্রকাশ॥

পঞ্চম অধ্যায়।

শ্রীমায়াপুর ও শ্রীঅন্তর্দ্বীপের কথা।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য শচীর নন্দন। জয় জয় নিত্যানন্দ জাহ্নবী জীবন॥ জয় নবদ্বীপধাম সর্ব্ব-ধাম সার। যথা কলিযুগে হৈল গৌর অবতার॥ নিত্যানন্দপ্রভু বলে শুনহ বচন। ষোল ক্রোশ নবদ্বীপ যথা বৃন্দাবন॥ এই ষোল ক্রোশ মধ্যে দ্বীপ হয় নয়। অষ্টদল পদ্ম যেন জলেতে ভাসয়॥ অষ্টদল অষ্টদ্বীপ মধ্যে অন্তর্দ্বীপ। তার মাঝে মায়াপুর মধ্যবিন্দুটীপ॥ ময়াপুর যোগপীঠ সদা গোলাকার। তথা নিত্য চৈতন্যের বিবিধ বিহার॥ ত্রিসহস্রধনু তার পরিধি প্রমাণ। সহস্রেকধনু তার ব্যাসের বিধান॥ এই যোগপীঠ মাঝে বৈসে পঞ্চতত্ব। অন্যস্থান হৈতে যোগ পীঠের মহত্ব॥ অতি শীঘ্র গুপ্ত হবে প্রভুর ইচ্ছায়। ভাগীরথী জলে হবে সংগোপিত প্রায়॥ কভু পুন প্রভু ইচ্ছা হবে বলবান। প্রকাশ হইবে ধাম হবে দীপ্তমান॥ নিত্যধাম কভু কালে লোপ নাহি হয়। গুপ্ত হয়ে পুনর্ব্বার হয়ত

উদয় ॥ ভাগীরথী পূর্ব্ব তীরে হয় মায়াপুর। মায়াপুরে নিত্য আছেন আমার ঠাকুর॥ লোক দৃষ্টে সন্ন্যাসী হইয়া বিশ্বম্ভর। ছাড়ি নবদ্বীপ ফিরে দেশ দেশান্তর॥ বস্তুত গৌরাঙ্গ মোর নবদ্বীপধাম। ছাড়িয়া না যায় কভু মায়াপুর গ্রাম॥ দৈনন্দিন লীলা তাঁর দেখে ভক্তগণ। তুমিও দেখহ জীব গৌরাঙ্গ নর্ত্তন॥ মায়াপুর অন্তে অন্তর্দ্বীপ শোভা পায়। গৌরাঙ্গ দর্শন ব্রহ্মা পাইল যথায়॥ ওহে জীব চাহ যদি দেখিতে সকল। পরিক্রমা কর তুমি হইবে সফল॥ প্রভুবাক্য শুনি জীব সজলনয়নে। দণ্ডবৎ হয়ে পড়ে প্রভুর চরণে॥ কৃপা যদি কর প্রভু এই অকিঞ্চনে। সঙ্গে লয়ে পরিক্রমা করাও আপনে॥ জীবের প্রার্থনা শুনি নিত্যানন্দরায়। তথাস্তু বলিয়া নিজ মানস জানায়॥ প্রভু বলে ওহে জীব অদ্য মায়াপুর। করহ দর্শন কল্য ভ্রমিব প্রচুর॥ এতবলি নিত্যানন্দ উঠিল তখন। পাছে পাছে উঠে জীব প্রফুল্লিত মন॥ চলে নিত্যানন্দরায় মন্দ মন্দ গতি। গৌরাঙ্গ-প্রেমেতে দেহ সুবিহ্বল অতি॥ মোহন মুরতি প্রভু ভাবে ঢলঢল। অলঙ্কার সর্ব্বদেহে করে ঝলমল॥ যে চরণ ব্রহ্ম শিব ধ্যানে নাহি পায়। শ্রীজীবে করিয়া কৃপা সে পদ

বাড়ায়॥ পাছে থাকি জীব লয় পদাঙ্কের ধূলি। সর্ব্ব অঙ্গে মাখে চলে বড় কুতূহলী॥ জগন্নাথ মিশ্র গৃহে করিল প্রবেশ। শচীমাতা শ্রীচরণে জানায় বিশেষ॥ শুনগো জননী এই জীব মহামতি। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রিয়দাস ভাগ্যবান অতি॥ বলিতে বলিতে জীব আছাড়িয়া পড়ে। ছিন্ন মূল তরু যেন বড় বড় ঝড়ে॥ শচীর চরণে পড়ি যায় গড়াগড়ি। সাত্বিক বিকার দেহে করে হুড়াহুড়ি॥ কৃপা করি শচীদেবী কৈল আশীর্ব্বাদ। সেই দিন সেই গৃহে পাইল প্রসাদ॥ বিষ্ণুপ্রিয়া শচীদেবী আজ্ঞা যবে পাইল। নানা অন্ন ব্যঞ্জনাদি রন্ধন করিল॥ শ্রীবংশীবদনানন্দ প্রভু কতক্ষণে। শ্রীগৌরাঙ্গে ভোগ নিবেদিল সযতনে॥ ঈশান ঠাকুর স্থান করি অতঃপর। নিত্যানন্দে ভুঞ্জাইল হরিষ অন্তর॥ পুত্র স্নেহে শচীদেবী নিত্যানন্দে বলে। খাও বাছা নিত্যানন্দ জননীর স্থলে॥ এই আমি গৌরচন্দ্রে ভুঞ্জানু গোপনে। তুমি খাইলে বড় সুখী হই আমি মনে॥ জননীর বাক্যে প্রভু নিত্যানন্দরায়। ভুঞ্জিল আনন্দে জীব অবশিষ্ট পায়॥ জীব বলে ধন্য আমি মহাপ্রভু ঘরে। পাইনু প্রসাদ অন্ন এই মায়াপুরে॥ ভোজন করিয়া তবে নিত্যানন্দরায়। শচীদেবী শ্রীচরণে

হইল বিদায়॥ যাইবার কালে সঙ্গে বংশীকে লইল। শ্রীজীব বংশীর পদে প্রণতি করিল॥ জীব প্রতি বলে প্রভু এ বংশীবদন। শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়বংশী জানে ভক্তজন॥ ইহার কৃপায় জীব হয় কৃষ্ণাকৃষ্ট। মহারাস লভে সবে হইয়া সতৃষ্ণ॥ দেখ জীব এই গৃহে চৈতন্যঠাকুর। আমা সবা লয়ে লীলা করিল প্রচুর॥ এই দেখ জগন্নাথ মিশ্রের মন্দির। বিষ্ণু পূজা নিত্য যথা করিতেন ধীর॥ এই গৃহে করিতেন অতিথি সেবন। তুলসীমণ্ডপ এই করহ দর্শন॥ শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র গৃহে ছিলা যত কাল। পিতার আচার পালিতেন ভক্তপাল॥ এবে সব বংশীঠাকুরের তত্ত্বাধীনে। ঈশান নির্ব্বাহ করে প্রতি দিনে দিনে॥ এই স্থানে ছিল এক নিম্ব বৃক্ষবর। প্রভুর পরশে বৃক্ষ হৈল অগোচর॥ যত কাঁদে নিত্যানন্দ করিয়া বর্ণন। জীব বংশী দুঁহে তত করেন ক্রন্দন॥ দেখিতে দেখিতে তথা আইল শ্রীবাস। চারি জনে চলে ছাড়ি জগন্নাথ বাস॥ শত ধনু উত্তরেতে শ্রীবাসঅঙ্গন। জীবে দেখাইল প্রভু আনন্দিত মন॥ শ্রীবাসঅঙ্গনে জীব যায় গড়াগড়ি। স্মরিয়া প্রভুর লীলা প্রেম হুড়াহুড়ি॥ শ্রীজীব উঠিবামাত্র দেখে এক রঙ্গ। নাচিছে গৌরাঙ্গ

লয়ে, ভক্ত অন্তরঙ্গ ॥ মহাসঙ্কীর্ত্তন দেখে বল্লভ নন্দন। সর্ব্ব ভক্ত মাঝে প্রভুর অপূর্ব্ব নর্ত্তন। নাচিছে অদ্বৈত প্রভু নিত্যানন্দরায়। গদাধর হরিদাস নাচে আর গায় ॥ শুক্লাম্বর নাচে আর শতশত জন। দেখিয়া প্রেমেতে জীব হৈল অচেতন ॥ চেতন পাইলে আর সে রঙ্গ না ভায়। কাঁদি জীবগোস্বামী করেন হায় হায় ॥ কেন মোর কিছু পূর্ব্বে জনম নহিল। এমন কীর্ত্তনানন্দ ভাগ্যে না ঘটিল ॥ প্রভু নিত্যানন্দ কৃপা অসীম অনন্ত। সেই বলে ক্ষণকাল হৈনু ভাগ্যবন্ত ॥ ইচ্ছা হয় মায়াপুরে থাকি চিরকাল। ঘুচিবে সম্পূর্ণ রূপে মায়ার জঞ্জাল ॥ দাসের বাসনা হৈতে প্রভু আজ্ঞা বড়। মায়াপুর ছাড়িতে অন্তর ধড়ফড় ॥ তথাহৈতে নিত্যানন্দ জীবে লয়ে যায়। দশ ধনু উত্তরে অদ্বৈত গৃহ পায় ॥ প্রভু বলে দেখ জীব সীতানাথালয়। হেথা বৈষ্ণবের গোষ্ঠী সদাই মিলয় ॥ হেথা সীতানাথ কৈল কৃষ্ণের পূজন। হুঙ্কারে আনিল মোর শ্রীগৌরাঙ্গ ধন ॥ তথা গড়াগড়ি দিয়া চলে চারিজন। পঞ্চ-ধনু পূর্ব্বে গদাধরের ভবন ॥ তথা হৈতে দেখাইল নিত্যানন্দরায়। সর্ব্ব পারিষদ গৃহ যথায় তথায় ॥ ব্রাহ্মণ মণ্ডলী গৃহ করিয়া দর্শন। তবে চলে

গঙ্গাতীরে হর্ষে চারিজন॥ মায়াপুর সীমা শেষে বৃদ্ধ শিবালয়। জাহ্নবীর তটে দেখে জীব মহাশয়॥ প্রভু বলে মায়াপুরে ইনি ক্ষেত্রপাল। প্রৌঢ়ামায়া শক্তি অধিষ্ঠান নিত্যকাল॥ প্রভু যবে অপ্রকট হইবে তখন। তাঁহার ইচ্ছায় গঙ্গা হইবে বর্দ্ধন॥ মায়াপুর প্রায় গঙ্গা আচ্ছাদিবে জলে। শতবর্ষ রাখি পুন ছাড়িবেন বলে॥ স্থান মাত্র জাগিবেক গৃহ না রহিবে। বাসহীন হয়ে কতকাল স্থিত হবে॥ পুন কভু প্রভু ইচ্ছা হবে বলবান। হবে মায়াপুরে এইরূপ বাসস্থান॥ এইসব ঘাট গঙ্গাতীরে পুন হবে। প্রভুর মন্দির করিবেন ভক্ত সবে॥ অদ্ভুত মন্দির এক হইবে প্রকাশ। গৌরাঙ্গের নিত্যসেবা হইবে বিকাশ॥ প্রৌঢ়ামায়া বৃদ্ধশিব আসি পুনরায়। নিজ কার্য্য সাধিবেক প্রভুর ইচ্ছায়॥ এতশুনি জীব তবে করযোড় করি। প্রভুরে জিজ্ঞাসে বার্ত্তা পদযুগ ধরি॥ ওহে প্রভু তুমি শেষ তত্ত্বের নিদান। ধামরূপ নানতত্ত্ব তোমার বিধান॥ যদিও প্রভুর ইচ্ছামতে কর্ম্ম কর। তবু জীব গুরু তুমি সর্ব্ব শক্তি ধর॥ গৌরাঙ্গে তোমাতে ভেদ যেই জন করে। পাষণ্ডী মধ্যেতে তারে বিজ্ঞজনে ধরে॥ সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ তুমি লীলা অবতার। সংশয়

জাগিল এক হৃদয়ে আমার॥ যে সময়ে গঙ্গা লুকাইবে মায়াপুর। কোথা যাবে শিব শক্তি বলহ ঠাকুর॥ নিত্যানন্দ বলে জীব শুনহ বচন। গঙ্গার পশ্চিম ভূমি করহ দর্শন॥ ঐ উচ্চ চড়া দেখ পারডাঙ্গা নাম। তথা আছে বিপ্রমণ্ডলীর এক গ্রাম॥ তাহার উত্তরে আছে জাহ্নবী পুলিন। ছিন্নডেঙ্গা বলি তারে জানেন প্রবীণ॥ এইত পুলিনে এক নগর বসিবে। তথা শিব শক্তি কিছু দিবস রহিবে॥ ও পুলিন মাহাত্ম্য কে কহি-বারে পারে। রাসস্থলী আছে যথা জাহ্নবীর ধারে॥ বালুময় ভূমি বটে চর্ম্ম চক্ষে ভায়। রত্নময় নিত্যধাম দিব্য লীলা তায়॥ মায়াপুর হয় শ্রীগোকুল মহাবন। পারডাঙ্গা সট্টীকার স্বরূপ গণন॥ তথা আছে বৃন্দাবন শ্রীরাসমণ্ডল। কালে ঐ স্থানে হবে গান কোলাহল॥ মায়াপুর শ্রীপুলিন মধ্যে ভাগীরথী। সব লয়ে গৌরধাম জান মহামতি॥ পঞ্চ ক্রোশ ধাম যেবা করিবে ভ্রমণ। মায়াপুর শ্রীপুলিন করিবে দর্শন॥ ফাল্গুনী পূর্ণিমা দিনে যে করে ভ্রমণ। পঞ্চক্রোশ ভক্তসহ পায় নিত্যধন॥ ওহে জীব গূঢ় কথা শুনহ আমার। শ্রীগৌরাঙ্গ মূর্ত্তি শোভে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার॥ ঐ কালে মিশ্রবংশোদ্ভব বিপ্রগণ। সট্টীকার ধামে লবে

শ্রীমূর্ত্তিরতন॥ চারিশত বর্ষ গৌর জন্ম দিন ধরি। হইলে শ্রীমূর্ত্তি সেবা হবে সর্ব্বোপরি॥ এই সব কথা এবে রাখ অপ্রকাশ। পরিক্রমা কর হয়ে অন্তরে উল্লাস॥ বৃদ্ধশিব ঘাট হৈতে ত্রিধনু উত্তর। গৌরাঙ্গের নিজঘাট দেখ বিজ্ঞ-বর॥ এই স্থানে বাল্যলীলা ছলে গৌরহরি। ভাগীরথী ক্রীড়া করিলেন চিত্ত ভরি॥ যমুনার ভাগ্য দেখি হিমাদ্রি-নন্দিনী। বহুতপ কৈল হৈতে লীলার সঙ্গিনী॥ কৃষ্ণ কৃপা করি বলে দিয়া দরশন। গৌর রূপে তব জলে করিব ক্রীড়ন॥ সেই লীলা কৈল হেথা ত্রিভুবনরায়। ভাগ্যবান জীব দেখি বড় সুখ পায়॥ পঞ্চদশধনু যেই ঘাট তদুত্তরে। মাধাইয়ের ঘাট বলি ব্যক্ত চরাচরে॥ তার পাঁচধনুর উত্তরে ঘাট শোভা। নাগরীয়া জনের সর্ব্বদা মনোলোভা॥ বারকোণা ঘাট এই অতীব সুন্দর। বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মিলেন প্রভু আজ্ঞাধর॥ এই ঘাটে দেখ জীব পঞ্চশিবা-লয়। পঞ্চতীর্থ লিঙ্গ পঞ্চ সদা জ্যোতির্ম্ময়॥ এই চারি ঘাট মায়াপুর শোভা করে। যথায় করিলে স্নান সর্ব্ব দুঃখ হরে॥ মায়াপুর পূর্ব্ব দিকে আছে যেই স্থান। অন্তর্দ্বীপ বলি তার নাম বিদ্যমান॥ এবে প্রভু ইচ্ছামতে লোক বাস

হীন। এই রূপ স্থিতি রহে আরো কত দিন ॥ কতকালে পুন হেথা লোক বাস হবে। প্রকাশ হইবে স্থান নদীয়াগৌরবে ॥ ওহে জীব অদ্য তুমি রহ মায়াপুরে। কল্য লয়ে যাব আমি সীমন্ত নগরে ॥ এতশুনি জীব তবে বলেন বচন। সংশয় উঠিল এক করহ শ্রবণ ॥ যবে গঙ্গাদেবী মায়াপুর আচ্ছাদন। উঠাইয়া লইবেন না রবে গোপন ॥ সেই কালে ভক্তগণ কোন চিহ্ন ধরি ॥ প্রকাশিবে গুপ্তস্থান বল ব্যক্ত করি ॥ জীবের বচন শুনি নিত্যানন্দরায়। বলিলা উত্তর তবে অমৃতের প্রায় ॥ শুন জীব গঙ্গা যবে আচ্ছাদিবে স্থান। মায়াপুর এক কোণ রবে বিদ্যমান ॥ তথায় যবন বাস হইবে প্রচুর। তথাপি রহিবে নাম তার মায়াপুর ॥ অবশিষ্ট স্থানের পশ্চিম দক্ষিণেতে। পঞ্চশতধনু পারে পাইবে দেখিতে ॥ কিছু উচ্চ স্থান সদা তৃণ আবরণ। সেই স্থান জগন্নাথমিশ্রের ভবন ॥ তথা হৈতে পঞ্চধনু বৃদ্ধ শিবালয়। এই পরিমাণ ধরি করিবে নির্ণয় ॥ শিবডোবা বলি খাত দেখিতে পাইবে। সেই খাত গঙ্গাতীর বলিয়া জানিবে ॥ ভক্তগণ এই রূপে প্রভুর ইচ্ছায়। প্রকাশিবে লুপ্ত স্থান জানহ নিশ্চয় ॥ প্রভুর শতাব্দি চতুষ্টয় অন্ত যবে।

লুপ্ত তীর্থ উদ্ধারের যত্ন হবে তবে॥ শ্রীজীব বলেন প্রভু বলহ এখন। অন্তর্দ্বীপ নামের যে যথার্থ কারণ॥ প্রভু বলে এই স্থানে দ্বাপরের শেষে। তপস্যা করিল ব্রহ্মা গৌরকৃপা আশে॥ গোবৎস গোপাল সব করিয়া হরণ। ছলিল করিয়া মায়া গোবিন্দের মন॥ নিজ মায়া পরাজয় দেখি চতুর্ম্মুখ। নিজকার্য্য দোষে বড় পাইল অসুখ॥ বহুস্তব করি কৃষ্ণে করিল মিনতি। ক্ষমিল তাহার দোষ বৃন্দাবনপতি॥ তবু ব্রহ্মা মনে মনে করিল বিচার। ব্রহ্মবুদ্ধি মোর হয় অতিশয় ছার॥ এই বুদ্ধি দোষে কৃষ্ণপ্রেমেতে রহিত। ব্রজলীলা রস ভোগে হইনু বঞ্চিত॥ গোপাল হইয়া জন্ম পাইতাম আমি। সেবিতাম অনায়াসে গোপিকার স্বামী॥ সে লীলা রসেতে মোর না হইল গতি। এবে শ্রীগৌরাঙ্গে মোর না হয় কুমতি॥ এইবলি বহুকাল অন্তর্দ্বীপ স্থানে। তপস্যা করিয়া ব্রহ্মা রহিল ধেয়ানে॥ কতদিনে গৌরচন্দ্র করুণা করিয়া। চতুর্ম্মুখ সন্নিধানে কহেন আসিয়া॥ ওহে ব্রহ্মা তব তপে তুষ্ট হয়ে আমি। আসিলাম দিতে যাহা আশা কর তুমি॥ নয়ন মেলিয়া ব্রহ্মা দেখি গৌররায়। অজ্ঞান হইয়া ভূমে পড়িল তথায়॥ ব্রহ্মার মস্তকে

প্রভু ধরিল চরণ। দিব্যজ্ঞান পেয়ে ব্রহ্মা করয় স্তবন॥ আমি দীন হীন অতি অভিমান বশে। পাসরিয়া তব পদ ফিরি জড় রসে॥ আমি পঞ্চানন ইন্দ্র আদি দেবগণ। অধিকৃত দাস তব শাস্ত্রের লিখন॥ শুদ্ধ দাস হৈতে আমাদের ভাগ্য নয়। অতএব মায়া মোহ জাল বিস্তারয়॥ প্রথম পরার্দ্ধ মোর কাটিল জীবন। এবেত চরম চিন্তা করয়ে পেষন॥ দ্বিতীয় পরার্দ্ধ মোর কাটিবে কেমনে। বহির্মুখ হইলে যাতনা বড় মনে॥ এই মাত্র তব পদে প্রার্থনা আমার। প্রকট লীলায় যেন হই পরিবার॥ ব্রহ্মবুদ্ধি দূরে যায় হেন জন্ম পাই। তোমার সঙ্গেতে থাকি তবগুণ গাই॥ ব্রহ্মার প্রার্থনা শুনি গৌর ভগবান। তথাস্তু বলিয়া বর করিলেন দান॥ যে সময়ে মম লীলা প্রকট হইবে। যবনের গৃহে তুমি জনম লভিবে॥ আপনাকে হীন বলি হইবে গেয়ান। হরিদাস হবে তুমি শূন্য অভিমান॥ তিন লক্ষ হরিনাম জিহ্বাগ্রে নাচিবে। নির্যাণ সময়ে তুমি আমাকে দেখিবে॥ এই ত সাধন বলে দ্বিপরার্দ্ধ শেষে। পাবে নবদ্বীপধাম মজি নিত্যরসে॥ ওহে ব্রহ্মা শুন মোর অন্তরের কথা। ব্যক্ত কভু না করিবে শাস্ত্রে যথা তথা॥ ভক্তভাব লয়ে ভক্তিরস আস্বাদিব।

পরম দুর্ল্লভ সঙ্কীর্ত্তন প্রকাশিব॥ অন্য অন্য অব-তার কালে ভক্ত যত। ব্রজরসে সবে মাতাইব করি রত॥ শ্রীরাধিকা প্রেমবদ্ধ আমার হৃদয়। তাঁর ভাব কান্তি লয়ে হইব উদয়॥ কিবা সুখ রাধা পায় আমারে সেবিয়া। সেই সুখ আস্বাদিব রাধা ভাব লৈয়া॥ আজি হৈতে তুমি মোর শিষ্যতা লভিবে। হরিদাস রূপে মোরে সতত সেবিবে॥ এত বলি মহাপ্রভু হৈল অন্তর্দ্ধান। আছাড়িয়া পড়ে ব্রহ্মা হইয়া অজ্ঞান॥ হা গৌরাঙ্গ দীনবন্ধু ভকত বৎসল। কবে বা পাইব তব চরণ কমল॥ এই মত কত দিন কাঁদিতে কাঁদিতে। ব্রহ্মলোকে গেলা ব্রহ্মা কার্য্য সম্পাদিতে॥ নিতাই জাহ্নবা পদে আশা মাত্র যার। নদীয়া মাহাত্ম্য গায় দীন হীন ছার॥

ষষ্ঠ অধ্যায়।

শ্রীগঙ্গানগর, শ্রীপৃথুকুণ্ড, শ্রীশ্রীসীমন্তদ্বীপ, শ্রীবিশ্রাম-
স্থানাদি দর্শন।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য শচীর নন্দন। জয় নিত্যা-
নন্দ প্রভু জাহ্নবা জীবন॥ জয় জয় সীতানাথ জয়
গদাধর। জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌর পরিকর॥
পরদিন প্রাতে প্রভু নিত্যানন্দরায়। শ্রীবাস
শ্রীজীব লয়ে গৃহ বাহিরায়॥ সঙ্গে চলে রামদাস
আদি ভক্তগণ। যাইতে যাইতে করে গৌর
সঙ্কীর্ত্তন॥ অন্তর্দ্বীপ প্রান্তে প্রভু আইলা যখন।
শ্রীগঙ্গানগর জীবে দেখায় তখন॥ প্রভু বলে
শুন জীব এ গঙ্গানগর। স্থাপিলেন ভগীরথ রঘু
বংশধর॥ যবে গঙ্গা ভাগীরথী আইল চলিয়া।
ভগীরথ যায় আগে শঙ্খ বাজাইয়া॥ নবদ্বীপধামে
আসি গঙ্গা হয় স্থির। ভগীরথ দেখে গঙ্গা না হয়
বাহির॥ ভয়েতে বিহ্বল হয়ে রাজা ভগীরথ।
গঙ্গার নিকটে আইল ফিরি কত পথ॥ গঙ্গানগ-
রেতে বসি তপ আরম্ভিল। তপে তুষ্ট হয়ে গঙ্গা
সাক্ষাৎ হইল॥ ভগীরথ বলে মাতা তুমি নাহি

গেলে। পিতৃলোক উদ্ধার না হবে কোন কালে॥ গঙ্গা বলে শুন বাছা ভগীরথ বীর। কিছু দিন তুমি হেথা হয়ে থাক স্থির॥ মাঘমাসে আসিয়াছি নবদ্বীপধামে। ফাল্গুনের শেষে যাব তব পিতৃ-কামে॥ যাহার চরণজল আমি ভগীরথ। তার নিজধামে মোর পূরে মনোরথ॥ ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথি প্রভু জন্ম দিন। সেই দিন মম ব্রত আছে সমীচীন॥ সেই ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া নিশ্চয়। চলিব তোমার সঙ্গে না করিহ ভয়॥ এ গঙ্গা-নগরে রাজা রঘুকুলপতি। ফাল্গুনী পূর্ণিমা দিনে করিল বসতি॥ যেই জন শ্রীফাল্গুনী পূর্ণিমা দিবসে। গঙ্গা স্নান করি গঙ্গানগরেতে বসে॥ শ্রীগৌরাঙ্গ পূজা করে উপবাস করি। পূর্ব্ব পুরু-ষের সহ সেই যায় তরি॥ সহস্র পুরুষ পূর্ব্বগণ সঙ্গে করি। শ্রীগোলোক প্রাপ্ত হয় যথা তথা মরি॥ ওহে জীব এস্থানের মাহাত্ম্য অপার। শ্রীচৈ-তন্য নৃত্য যথা কৈল কতবার॥ গঙ্গাদাস গৃহে আর সঞ্জয়-আলয়। ঐ দেখ দৃষ্ট হয় সদা সুখময়॥ ইহার পূর্ব্বেতে যেই দীর্ঘিকা সুন্দর। তাহার মাহাত্ম্য শুন ওহে বিজ্ঞবর॥ বল্লালদীর্ঘিকা নাম হয়েছে এখন। সত্যযুগে ছিল এর কত বিবরণ॥ পৃথু নামে মহারাজা উচ্চ নীচ স্থান। কাটিয়া পৃথিবী

যবে করিল সমান ॥ সেইকালে এই স্থান সমান করিতে। মহাজ্যোতির্ম্ময় প্রভা উঠে চতুর্ভিতে ॥ কর্ম্মচারীগণ মহারাজারে জানায়। রাজা আসি জ্যোতিঃপুঞ্জ দেখিবারে পায় ॥ শক্ত্যাবেশ অবতার পৃথু মহাশয়। ধ্যানেতে জানিল স্থান নবদ্বীপ হয় ॥ স্থানের মাহাত্ম্য গুপ্ত রাখিবার তরে। আজ্ঞাদিল কর কুণ্ড স্থান মনোহরে ॥ যে কুণ্ড করিল তাহা পৃথুকুণ্ড নামে। বিখ্যাত হইল সর্ব্ব নবদ্বীপধামে ॥ স্বচ্ছ জল পান করি গ্রামবাসীগণে। কত সুখ পাইল তার কহিব কেমনে ॥ পরে সেই স্থানে শ্রীলক্ষ্মণসেন ধীর। দীর্ঘিকা খনন কৈল বড়ই গভীর ॥ নিজ পিতৃলোকের উদ্ধার করি আশ। বল্লালদীর্ঘিকা নাম করিল প্রকাশ ॥ ঐ দেখ উচ্চটিলা দেখিতে সুন্দর। লক্ষ্মণসেনের গৃহ ভগ্ন অতঃপর ॥ এ সকল অলঙ্কার মহাতীর্থ স্থানে। রাজাগণ করে সদা পুণ্য উপার্জ্জনে ॥ পরেতে যবন রাজ ছুষিল এস্থান। অতএব ভক্তগণ না করে সম্মান। ভূমি মাত্র সুপবিত্র এই স্থানে হয়। যবন সংসর্গ ভয়ে বাস না করয় ॥ এস্থানে হইল শ্রীমূর্ত্তির অপমান। অতএব ভক্তবৃন্দ ছাড়ে এই স্থান ॥ এতবলি নিত্যানন্দ গর্জ্জিতে গর্জ্জিতে। আইলেন সিমুলীয়া গ্রাম

সন্নিহিতে ॥ সিমুলীয়া দেখি প্রভু জীব প্রতি কয়। এইত সীমন্তদ্বীপ জানিহ নিশ্চয় ॥ গঙ্গার দক্ষিণ তীরে নবদ্বীপ প্রান্তে। সীমন্ত নামেতে দ্বীপ বলে সব শাস্ত্রে ॥ কালে এই দ্বীপ গঙ্গা গ্রাসিবে সকল। রহিবে কেবল এক স্থান সুনির্ম্মল ॥ যথায় সিমুলী নামে পার্ব্বতী পূজন। করিবে বিষয়ী লোক করহ শ্রবণ ॥ কোন কালে সত্য-যুগে দেব মহেশ্বর। শ্রীগৌরাঙ্গ বলি নৃত্য করিল বিস্তর ॥ পার্ব্বতী জিজ্ঞাসে তবে দেব মহেশ্বরে। কেবা সে গৌরাঙ্গ দেব বলহ আমারে ॥ তোমার অদ্ভুত নৃত্য করি দরশন। শুনিয়া গৌরাঙ্গ নাম গলে মোর মন ॥ এত যে শুনেছি মন্ত্র তন্ত্র এত কাল। সে সব জানিনু মাত্র জীবের জঞ্জাল ॥ অতএব বল প্রভু গৌরাঙ্গ সন্ধান। ভজিয়া তাঁহারে আমি পাইব পরাণ ॥ পার্ব্বতীর কথা শুনি দেব পশুপতি। শ্রীগৌরাঙ্গ স্মরি কহে পার্ব্বতীর প্রতি ॥ আদ্যাশক্তি তুমি হও শ্রীরাধার অংশ। তোমারে বলিব তত্ত্বগণ অবতংশ ॥ রাধাভাব লয়ে কৃষ্ণ কলিতে এবার। মায়াপুরে শচীগর্ভে হবে অবতার ॥ কীর্ত্তন রঙ্গেতে মাতি প্রভু গোরামণি। বিতরিবে প্রেমরত্ন পাত্র নাহি গণি ॥ এই প্রেম বন্যা জলে যে জীব না ভাসে। ধিক তার ভাগ্যে

দেখি জীবন বিলাসে॥ প্রভুর প্রতিজ্ঞা স্মরি প্রেমে যাই ভাসি। ধৈরয না ধরে মন ছাড়িলাম কাশী॥ মায়াপুর অন্তভাগে জাহ্নবীর তীরে। গৌরাঙ্গ ভজিব আমি রহিয়া কুটীরে। ধূর্জ্জটির বাক্য শুনি পার্ব্বতীসুন্দরী। আইলেন সীমন্ত দ্বীপেতে ত্বরা করি॥ শ্রীগৌরাঙ্গ রূপ সদা করেন চিন্তন। গৌর বলি প্রেমে ভাসে স্থির নহে মন॥ কতদিনে গৌরচন্দ্র কৃপা বিতরিয়া। পার্ব্বতীরে দেখা দিলা সগণে আসিয়া॥ সুতপ্ত কাঞ্চনবর্ণ দীর্ঘ কলেবর। মাথায় চাঁচর কেশ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর॥ ত্রিকচ্ছ করিয়া বস্ত্র তার পরিধান। গলে দোলে ফুলমালা অপূর্ব্ব বিধান॥ প্রেমে গদ গদ বাক্য কহে গৌররায়। বলগো পার্ব্বতী কেন আইলে হেথায়॥ জগতের প্রভু পদে পড়িয়া পার্ব্বতী। জানায় আপন দুঃখ স্থির নহে মতি॥ ওহে প্রভু জগন্নাথ জগত জীবন। সকলের দয়াময় মোর বিড়ম্বন॥ তব বহির্ম্মুখ জীবে বন্ধন কারণ। নিযুক্ত করিলে মোরে পতিত পাবন॥ আমি থাকি সেই কাজে সংসার পাতিয়া। তোমার অনন্ত প্রেমে বঞ্চিত হইয়া॥ লোকে বলে যথা কৃষ্ণ মায়া নাই তথা। আমি তবে বহির্ম্মুখ হইনু সর্ব্বথা॥ কেমনে দেখিব প্রভু তোমার বিলাস। তুমি না করিলে

পথ হইনু নৈরাশ॥ এতবলি শ্রীপার্ব্বতী গৌর পদধূলী। সীমন্ত লইল সতী করিয়া আকুলী। সেই হৈতে শ্রীসীমন্তদ্বীপ নাম হৈল। সিমুলীয়া বলি অজ্ঞ জনেতে কহিল॥ শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র তবে প্রসন্ন হইয়া। বলিল পার্ব্বতী শুন কথা মন দিয়া॥ তুমি মোর ভিন্ন নও শক্তি সর্ব্বেশ্বরী। এক শক্তি দুই রূপ মম সহচরী॥ স্বরূপশক্তিতে তুমি রাধিকা আমার। বহিরঙ্গা রূপে রাধা তোমাতে বিস্তার॥ তুমি নৈলে মোর লীলা সিদ্ধ নাহি হয়। তুমি যোগ মায়া রূপে লীলাতে নিশ্চয়॥ ব্রজে তুমি পৌর্ণমাসী রূপে নিত্য কাল। নবদ্বীপে প্রৌঢ়ামায়া সহ ক্ষেত্রপাল॥ এতবলি শ্রীগৌরাঙ্গ হৈল অদর্শন। প্রেমাবিষ্ট হয়ে রহে পার্ব্বতীর মন॥ সীমন্তিনীদেবী রূপে রহে একভিতে। প্রৌঢ়ামায়া মায়াপুরে রহে গৌর প্রীতে॥ এত বলি নিত্যানন্দ কাজির নগরে। প্রবেশিল জীবে লয়ে তখন সত্বরে॥ প্রভু বলে ওহে জীব শুনহ বচন। কাজির নগর এই মথুরা ভুবন॥ হেথা শ্রীগৌরাঙ্গ রায় কীর্ত্তন করিয়া। কাজি নিস্তারিল প্রভু প্রেম রত্ন দিয়া॥ শ্রীকৃষ্ণলীলায় যেই কংশ মথুরায়। গৌরাঙ্গলীলায় চাঁদকাজি নাম পায়॥ এই জন্য প্রভু তারে মাতুল বলিল। ভয়ে কাজি

গৌর পদে শরণ লইল ॥ কীর্ত্তন আরম্ভে কাজি মৃদঙ্গ ভাঙ্গিল। হোসেন সাহার বলে উৎপাত করিল ॥ হোসেনসা সে জরাসন্ধ গৌড় রাজ্যেশ্বর। তাহার আত্মীয় কাজি প্রতাপ বিস্তর ॥ প্রভু তারে নৃসিংহ রূপেতে দেয় ভয়। ভয়ে কংস সম কাজী জড় সড় হয় ॥ তারে প্রেম দিয়া কৈল বৈষ্ণব প্রধান। কাজির নিস্তার কথা শুনে ভাগ্যবান্ ॥ ব্রজতত্ত্ব নবদ্বীপ তত্ত্বে দেখ ভেদ। কৃষ্ণ অপরাধী লভে নির্ব্বাণ অভেদ ॥ হেথা অপরাধী পায় প্রেমরত্ন ধন। অতএব গৌরলীলা সর্ব্বোপরি হন ॥ গৌরধাম গৌরনাম গৌররূপ গুণ। অপরাধ নাহি মানে তারিতে নিপুণ ॥ যদি অপরাধ থাকে সাধকের মনে। কৃষ্ণনামে কৃষ্ণধামে তারে বহুদিনে ॥ গৌরনামে গৌরধামে সদ্য প্রেম হয়। অপরাধ নাহি তার বাধা উপযয় ॥ ঐ দেখ ওহে জীব কাজির সমাধি। দেখিলে জীবের নাশ হয় আধি ব্যাধি ॥ এতবলি নিত্যানন্দ প্রেমে গরগর। চলিলেন দ্রুত শঙ্খবণিক নগর ॥ তথা গিয়া শ্রীজীবেরে বলেন বচন। ওই দেখ শরডাঙ্গা অপূর্ব্ব দর্শন ॥ শ্রীশরডাঙ্গা নাম অতি মনোহর। জগন্নাথ বৈসে যথা লইয়া শবর ॥ পূর্ব্বে যবে রক্তবাহু দৌরাত্ম্য করিল। দয়িতা

সহিত প্রভু হেথায় আইল ॥ শ্রীপুরুষোত্তম সম ঐ ধাম হয়। নিত্য জগন্নাথ স্থিতি তথায় নিশ্চয় ॥ তবে তন্তুবায়গ্রাম হইলেন পার। দেখিলেন খোলাবেচা শ্রীধর আগার ॥ প্রভু বলে এই স্থানে শ্রীগৌরাঙ্গ হরি। কীর্ত্তন বিশ্রাম কৈল ভক্তে কৃপা করি ॥ এই হেতু শ্রীবিশ্রামস্থান এর নাম। হেথা শ্রীধরের ঘরে করহ বিশ্রাম ॥ শ্রীধর শুনিল যবে প্রভু আগমন। সাষ্টাঙ্গে আসিয়া করে প্রভুর পূজন ॥ বলে প্রভু বড় দয়া এদাসের প্রতি। বিশ্রাম করহ হেথা আমার মিনতি ॥ প্রভুবলে তুমি হও অতি ভাগ্যবান। তোমারে করিল কৃপা গৌর ভগবান ॥ অদ্য মোরা এই স্থানে করিব বিশ্রাম। শুনিয়া শ্রীধর তবে হয় আপ্তকাম ॥ বহুযত্নে সেবাযোগ্য সামগ্রী লইয়া। রন্ধন করায় ভক্ত ব্রাহ্মণেরে দিয়া ॥ নিতাই শ্রীবাস সেবা হৈলে সমাপন। আনন্দে প্রসাদ পায় শ্রীজীব তখন ॥ নিত্যানন্দ খট্টোপরি করায় শয়ন। সবংশে শ্রীধর করে পাদ সম্বাহন ॥ অপরাহ্নে শ্রীজীবেরে লইয়া শ্রীবাস। ষষ্ঠিতীর্থ দেখাইল হইয়া উল্লাস ॥ শ্রীবাস কহিল শুন জীব সদাশয়। পূর্ব্বে দেবগণ যবে শুনিল নিশ্চয় ॥

নবদ্বীপে হবে মহাপ্রভু অবতার। বিশ্বকর্ম্মা আই- লেন নদীয়া নগর ॥ প্রভু যেই পথে করিবেন সঙ্কীর্ত্তন। সেইপথে জলকষ্ট করিতে বারণ ॥ এক রাত্রে ঘাট কুণ্ড কাটিল বিশাই। শেষ কুণ্ড কাজি- গ্রামে করিল কাটাই ॥ শ্রীধরের কলাবাগ দেখিতে সুন্দর। ইহার নিকটে এক দেখ সরোবর ॥ এই সরোবরে কভু করি জলখেলা। মহাপ্রভু লইলেন শ্রীধরের খোলা ॥ অদ্যাবধি মোচা থোড় লইয়া শ্রীধর। শ্রীশচীমাতাকে দেয় উল্লাস অন্তর ॥ ইহার নিকটে ময়ামারি নাম স্থান। দেখহ শ্রীজীব আজো আছে বিদ্যমান ॥ পৌরাণিক কথা এক করহ শ্রবণ। তীর্থ- যাত্রা বলদেব করিল যখন ॥ নবদ্বীপে আসি যবে করিল বিশ্রাম। বিপ্রগণ জানাইল ময়াসুর নাম ॥ ময়াসুর উপদ্রব শুনি হলধর। মহাবেগে ধরে তারে মাঠের ভিতর ॥ মহাযুদ্ধ কৈল দৈত্য বলদেব সাথ। অবশেষে রাম তারে করিল নিপাত ॥ সে অবধি ময়ামারি নাম খ্যাত হৈল। বহুকাল কথা আজ তোমারে কহিল ॥ তালবন নামে এই তীর্থ ব্রজপুরে। সদা ভাগ্যবান জন নয়নেতে স্ফুরে ॥ সেই রাত্রে সেই স্থানে থাকিলেন সবে। পরদিন যাত্রা করে হরি হরি রবে ॥ নিতাই জাহ্নবা পদ ছায়া যার আশ। নদীয়া মাহাত্ম্য করে এ দাস প্রকাশ ॥

সপ্তম অধ্যায়।

শ্রীসুবর্ণবিহার ও শ্রীদেবপল্লি বর্ণন।

জয় শ্রীচৈতন্যচন্দ, জয় প্রভু নিত্যানন্দ, জয়াদ্বৈত জয় গদাধর। জয় শ্রীবাসাদি ভক্ত, গৌরপদে অনুরক্ত, জয় নবদ্বীপধামবর॥ ছাড়িয়া বিশ্রামস্থান, শ্রীজীবে লইয়া যান, যথা গ্রাম সুবর্ণবিহার। ওহে জীব প্রভু কয়, অপূর্ব্ব এস্থান হয়, নবদ্বীপ প্রকৃতির পার॥ সত্যযুগে এইস্থানে, ছিল রাজা সবে জানে, শ্রীসুবর্ণসেন তার নাম। বহুকাল রাজ্য কৈল, পরেতে বার্দ্ধক্য হৈল, তবু নাহি কার্য্যেতে বিশ্রাম॥ বিষয়ে আবিষ্ট চিত্ত, কিসে বৃদ্ধি হয় বৃত্ত, এই চিন্তা করে নরবর। কি জানি কি ভাগ্যবশে, শ্রীনারদ তথা আইসে, রাজা তাঁরে পূজিল বিস্তর॥ নারদের দয়া হৈল, তত্ত্ব উপদেশ কৈল, রাজারে ত লইয়া নির্জ্জনে। নারদ কহেন রায়, বৃথা তব দিন যায়, অর্থ চিন্তা করি মনে মনে॥ অর্থকে অনর্থ জান, পরমার্থ দিব্যজ্ঞান, হৃদয়ে ভাবহ একবার। দারা পুত্র বন্ধুজন, কেহ নহে নিজ জন, মরণেতে কেহ নহে

কার ॥ তোমার মরণ হলে, দেহটী ভাসায়ে জলে সবে যাবে গৃহে আপনার। তবে কেন মিথ্যা আশা, বিষয় জল পিপাশা, যদি কেহ নাহি হৈল কার ॥ যদি বল লভি সুখ, জীবনে না পাই দুঃখ, অতএব অর্থ চেষ্টা করি। সেহ মিথ্যা কথা রায়, জীবন অনিত্য হায়, নাহি রহে শত বর্ষোপরি ॥ অতএব জান সার, যেতে হবে মায়াপার, যথা সুখে দুঃখ নাহি হয়। কিসে বা সাধিব বলে, সেই ত অপূর্ব্ব ফল, যাহে নাহি শোক দুঃখ ভয় ॥ কেবল বৈরাগ্য করি, তাহা না পাইতে পারি, কেবল জ্ঞানেতে তাহা নাই। বৈরাগ্য জ্ঞানের বলে, বিষয় বন্ধন গলে, জীবের কৈবল্য হয় ভাই ॥ কৈবল্যে আনন্দ নাই, সর্ব্বনাশ বলি তাই, কৈবল্যের নিতান্ত ধিক্কার। এদিকে বিষয় গেল, শ্রেষ্ঠ কিছু না মিলিল, কৈবল্যের করহ বিচার ॥ অতএব জ্ঞানীজন, ভক্তি মুক্তি নাহি লন, কৃষ্ণ ভক্তি করেন সাধন। বিষয়েতে অনাশক্তি, কৃষ্ণ পদে আনুরক্তি, সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজন ॥ জীব সে কৃষ্ণের দাস, ভক্তিবিনা সর্ব্বনাশ, ভক্তিবৃক্ষে ফলে প্রেম ফল। সেইফল প্রয়োজন, কৃষ্ণপ্রেম নিত্যধন, ভুক্তি মুক্তি তুচ্ছ সে সকল ॥ কৃষ্ণচিদানন্দ রবি, মায়া তার ছায়া ছবি, জীব তার কিরণাণু

গণ। তটস্থ ধর্ম্মের বশে, জীব যদি মায়া স্পর্শে, মায়া তারে করয় বন্ধন॥ কৃষ্ণবহির্মুখ যেই, মায়াস্পর্শী জীব সেই, মায়া স্পর্শে কর্ম্ম সঙ্গ পায়। মায়া জালে ভ্রমি মরে, কর্ম্ম জ্ঞানে নাহি তরে, কষ্টনাশ মন্ত্রণা করায়। কভু কর্ম্ম আচরয়, অষ্টাঙ্গাদি যোগময়, কভু ব্রহ্ম জ্ঞান আলোচন। কভু কভু তর্ক করে, অবশেষে নাহি তরে, নাহি মানে আত্মতত্ত্ব ধন॥ ভ্রমিতে ভ্রমিতে যবে, ভক্তজণ সঙ্গ হবে, তবে শ্রদ্ধা লভিবে নির্ম্মল। সাধু সঙ্গে কৃষ্ণ ভজি, হৃদয় অনর্থ ত্যজি, নিষ্ঠা লাভ করে সুবিমল॥ ভজিতে ভজিতে তবে, সেই নিষ্ঠা রুচি হবে, ক্রমে রুচি হইবে আসক্তি। আসক্তি হইবে ভাব, তাহে হবে প্রেমলাভ, এই ক্রমে হয় শুদ্ধভক্তি॥ শ্রবণ কীর্ত্তন মতি, সেবা কৃষ্ণার্চ্চন নতি, দাস্য সখ্য আত্ম নিবেদন। নবধা সাধন এই, ভক্ত সঙ্গে করে যেই, সেই লভে কৃষ্ণ প্রেম ধন॥ তুমি রাজা ভাগ্যবান, নবদ্বীপে তব স্থান, ধামবাসে তব ভাগ্যোদয়। সাধুসঙ্গে শ্রদ্ধা পেয়ে, কৃষ্ণনাম গুণ গেয়ে, প্রেম সূর্য্যে করাও উদয়॥ ধন্যকলি আগমনে; হেথা কৃষ্ণ লয়ে গণে, শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা প্রকাশিবে। যেই গৌরনাম লবে, তাতে কৃষ্ণ কৃপা হবে,

ব্রজে বাস সেই ত করিবে॥ গৌরনাম না লইয়া, যেই কৃষ্ণ ভজে গিয়া, সেই কৃষ্ণ বহুকালে পায়। গৌরনাম লয় যেই, সদ্য কৃষ্ণপায় সেই, অপরাধ নাহি রহে তায়॥ বলিতে বলিতে মুনি, অধৈর্য্য হয় অমনি, নাচিতে লাগিল গৌর বলি। গৌর হরি বোল ধরি, বিনা বলে গৌরহরি, কবে সে আসিবে ধন্যকলি॥ এই সব বলি তায়, নারদ চলিয়া যায়, প্রেমোদয় হইল রাজার। গৌরাঙ্গ বলিয়া নাচে, সাধু হৈতে প্রেম যাচে, বিষয় বাসনা ঘুচে তার॥ নিদ্রাকালে নরবর, দেখে গৌর গদাধর, সপার্ষদে তাঁহার অঙ্গনে। নাচে হরে কৃষ্ণ বলি, করে সবে কোলাকুলি, স্থবর্ণ প্রতিমা গৌর সনে॥ নিদ্রাভাঙ্গি নরপতি, কাতর হইল অতি, গৌর লাগি করয় ক্রন্দন। দৈববাণী হৈল তায়, প্রকট সময়ে রায়, হবে তুমি পার্ষদে গণন॥ বুদ্ধিমন্তখাঁন নাম, পাইবে হে গুণধাম, সেবিবে গৌরাঙ্গ শ্রীচরণে। দৈববাণী কাণে শুনি, স্থির হৈল নরমণি, করেতবে গৌরাঙ্গ ভজন॥ নিত্যা-নন্দ কথা শেষে, নারদের শক্ত্যাবেশে, শ্রীবাস হইল অচেতন। মহাপ্রেমাবেশে তবে, গৌর-নামামৃতাসবে, ভূমে লোটে শ্রীজীব তখন॥ আহা কি গৌরাঙ্গরায়, দেখিব আমি হেথায়,

সুবর্ণ পুতলী গোরামণি। বলিতে বলিতে তবে, শ্রীগৌর কীর্ত্তন সবে, নয়নেতে দেখয় অমনি॥ আহা সে অমিয় জিনি, গৌরাঙ্গের রূপ খানি, নাচিতে লাগিল সেই মানে। তবে নিত্যানন্দ রায়, গৌরাঙ্গের গুনগায়, অদ্বৈত সহিত সর্ব্বজনে॥ মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে, সঙ্কীর্ত্তন সুবিরাজে, পূর্ব্ব-লীলা হইল বিস্তর। কত যে আনন্দ হয়, বর্ণিতে শকতি নয়, বেলা হৈল দ্বিতীয় প্রহর॥ তবেত চলিল সবে, গৌর গীত কলরবে, দেবপল্লি গ্রামের ভিতর। তথায় বিশ্রাম কৈল, দেবের অতিথি হৈল, মধ্যাহ্ন ভোজন অতঃপর॥ দিবসের শেষ যামে, সকলে ভ্রময় গ্রামে, প্রভু নিত্যানন্দ তবে কয়। দেবপাল্লি এই হয়, শ্রীনৃসিংহ দেবালয়, সত্যযুগ হৈতে পরিচয়॥ প্রহ্লাদেরে দয়াকরি, হিরণ্যে বধিয়া হরি, এইস্থানে করিল বিশ্রাম। ব্রহ্মা আদি দেবগণ, নিজ নিজ নিকেতন, করি এক বসাইল গ্রাম॥ মন্দাকিনী তট ধরি, টিলায় বসতি করি, নৃসিংহ সেবায় হৈল রত। শ্রীনৃসিংহক্ষেত্র নাম, নবদ্বীপে এইধাম, পরমপাবন শাস্ত্রমত॥ সূর্য্যটিলা ব্রহ্মটিলা, নৃসিংহ পূরবে ছিলা, এবে স্থান হৈল বিপর্য্যয়। গণেশের টিলা হের, ইন্দ্রটিলা তারপর, এইরূপ

বহুটিলাময় ॥ 'বিশ্বকর্ম্মা মহাশয়, নির্ম্মিল প্রস্তর-ময়,' কতশত দেবের বসতি। কালে সব লোপ হৈল, মন্দাকিনী শুকাইল, টিলামাত্র আছয় সম্প্রতি ॥ শিলাখণ্ড অগণন, কর এবে দরশন, সেই সব মন্দিরের শেষ। পুন কিছুদিন পরে, এক ভক্ত নরবরে, পাবে নৃসিংহের কৃপালেশ ॥ বৃহৎ মন্দির করি, বসাইবে নরহরি, পুনসেবা করিবে প্রকাশ। নবদ্বীপ পরিক্রমা, তার এই এক সীমা, ষোলক্রোশ মধ্যে এইবাস ॥ নিতাই জাহ্নবা পদ, যে জনার সম্পদ, সেই ভক্তিবিনোদ কাঙ্গাল। নবদ্বীপ সুমহিমা, নাহিতার কভু সীমা, তাহা গায় ছাড়ি মায়াজাল ॥

অষ্টম অধ্যায়।

শ্রীহরিহরক্ষেত্র, শ্রীমহাবারাণসী ও শ্রীশ্রীগোদ্রুমদ্বীপ বর্ণন।

জয় জয় জয় শ্রীশচীসুত। জয় জয় জয় শ্রীঅবধূত॥ সীতাপতি জয় ভকতরাজ। গদাধর জয় ভক্ত সমাজ॥ জয় নবদ্বীপ সুন্দর ধাম। জয় জয় জয় গৌর কি নাম॥ নিতাই সহিত ভকতগণ। হরি হরি বলি চলে তখন॥ ভাবে ঢল ঢল নিতাই চলে। প্রেমে আধ আধ বচন বলে॥ ঝর ঝর ঝরে আঁখির জল। গোরা গোরা বলি হয় বিকল॥ ঝক্‌মক্ করে ভূষণ মাল। রূপে দশদিক হইল আল॥ শ্রীবাস নাচিছে জীবের সনে। কভু কাঁদে কভু নাচে সঘনে॥ আর যত সব ভকতগণ। নাচিতে নাচিতে চলে তখন॥ অলকানন্দার নিকটে আসি। বলেন নিতাই আনন্দে ভাসি॥ বিল্বপক্ষগ্রাম পশ্চিমে-ধরি। মন্দাকিনী আসে নদীয়া ঘেরি॥ সুবর্ণ-বিহার দেখিলে যথা। মন্দাকিনী ছাড়ে অলকা তথা॥ অলকানন্দার পূরব পারে। হরিহর-ক্ষেত্র গণ্ডকী ধারে॥ শ্রীমূর্ত্তি প্রকাশ হইবে কালে।

সুন্দর কানন শোভিছে ভালে॥ অলকা পশ্চিমে দেখহ কাশী। শৈব শাক্ত সেবে মুকতি দাসী॥ বারাণসী হতে এধাম পর। হেথায় ধূর্জ্জটি পিনাক-ধর॥ গৌর গৌর বলি সদাই নাচে। নিজ জনে গৌর ভকতি যাচে॥ সহস্র বরষ কাশীতে বসি। লভে সে মুকতি জ্ঞানেতে ন্যাসী॥ তাহাত হেথায় চরণে ঠেলি। নাচেন ভকত গৌরাঙ্গ বলি॥ নির্ব্বাণ সময়ে এখানে জীব। কাণে গৌর বলি তারেণ শিব॥ মহাবারাণসী এধাম হয়। জীবের মরণে নাহিক ভয়॥ এত বলি তথা নিতাই নাচে। গৌর হরি প্রেম জীবেরে যাচে॥ অলক্ষে তখন কৈলাসপতি। নিতাই চরণে করিল নতি॥ গৌরী সহ শিব গৌরাঙ্গ নাম। গাইযা গাইয়া পূরয় কাম॥ স্বতন্ত্র ঈশ্বর নিতাই তবে। ভকত সঙ্গেতে চলিল জবে॥ গাদিগাছাগ্রামে পৌঁছিল আসি। তথায় আসিয়া কহিল হাসি॥ গোদ্রুম নামেতে এদ্বীপ হয়। সুরভি সতত এখানে রয়॥ কৃষ্ণ মায়া বসে দেবেন্দ্র যবে। ভাষায় গোকুল নিজ গৌরবে॥ গোবর্দ্ধন গিরি ধরিয়া হরি। রক্ষিল গোকুল যতন করি॥ ইন্দ্র দর্প চূর্ণ হইলে পর। শচীপতি চিনে সারঙ্গধর॥ নিজ অপরাধ মার্জ্জন তরে। পড়িল

কৃষ্ণের চরণ ধরে॥ দয়ারসমুদ্র নন্দতনয়। ক্ষমিল ইন্দ্রেরে দিল অভয়॥ তথাপি ইন্দ্রের রহিল ভয়। সুরভি নিকটে তখন কয়॥ কৃষ্ণ লীলা মুই বুঝিতে নারি। অপরাধ মম হইল ভারি॥ শুনেছি কলিতে ব্রজেন্দ্র সুত। করিবে নদীয়া লীলা অদ্ভুত॥ পাছে সে সময় মোহিত হব। অপরাধী পুন হয়ে রহিব॥ তুমিত সুরভি সকল জান। করহ এখন তাহার বিধান॥ সুরভি বলিল চলহ যাই। নবদ্বীপধামে ভজি নিমাই॥ দেবেন্দ্র সুরভি হেথায় আসি। গৌরাঙ্গ ভজন করিল বসি॥ গৌরাঙ্গ ভজন সহজ অতি। সহজ তাহার ফল বিততি॥ গৌরাঙ্গ বলিয়া ক্রন্দন করে। গৌরাঙ্গ দর্শন হয় সত্বরে॥ কিবা অপরূপ রূপলাবণি। দেখিল গৌরাঙ্গ প্রতিমা খানি॥ আধ আধ হাসি বরদ রূপ। প্রেমে গদ্গদ রসের কূপ। হাঁসিয়া বলেন ঠাকুর মোর। জানিনু বাসনা আমিত তোর॥ অল্পদিন আছে প্রকট কাল। নদীয়ানগরে দেখিবে ভাল॥ সে লীলা সময়ে সেবিবে মোরে। মাঁয়াজাল আর না ধরে তোরে॥ এতবলি প্রভু অদৃশ্য হয়। সুরভি সুন্দরী তথায় রয়॥ অশ্বত্থ নিকটে রহিলা দেবী। নিরন্তর গৌরচরণ সেবি॥ গোদ্রুমদ্বীপ ত হইল নাম।

হেথায় পূরয় ভকত কাম ॥ হেথায় কুটীর বাঁধিয়া
ভজে। অনায়াসে গৌরচরণে মজে ॥ এই
দ্বীপে কভু মৃকণ্ডসুত। প্রলয়ে আছিল
কথা অদ্ভুত ॥ সাতকল্প আয়ু পাইল মুনি।
প্রলয়ে বড়ই বিপদ গণি ॥ জলময় হৈল সমস্ত
স্থান। কোথা বা রহিবে করে সন্ধান ॥ ভাসিয়া
ভাসিয়া চলিয়া যায়। কেন হেন বর লইনু হায় ॥
ষোলক্রোশ মাত্র নদীয়াধাম। জাগিয়া ভকতে
দেয় বিশ্রাম ॥ জলের তরঙ্গে ভাসিয়া মুনি।
অজ্ঞান হইয়া পড়ে অমনি ॥ মহা কৃপা করি
সুরভি তায়। যতনে মুনিরে হেথা উঠায় ॥
সম্বিত লভিয়া মৃকণ্ডসুত। দেখিল গোদ্রুমদ্বীপ
অদ্ভুত ॥ শতকোটীক্রোশ বিস্তার স্থান। নদনদী
শোভা প্রকাশ মান ॥ তরুলতা কত শোভয়
তথা। পক্ষীগণ গায় শ্রীগৌরগাথা ॥ যোজন
বিস্তার অশ্বত্থ হের। সুরভিকে তথা দর্শনকর ॥
ক্ষুধায় আকুল মুনি তখন। সুরভির প্রতি বলে
বচন ॥ তুমি ভগবতি রাখহ প্রাণ। দুগ্ধ
দিয়া মোরে করহ ত্রাণ ॥ সুরভি তখন সদয়
হয়ে। পিয়াইল দুগ্ধ মুনিরে লয়ে ॥ সবল হইয়া
মৃকণ্ডসূনু। সুরভির প্রতি কহয় পুন ॥ তুমি
ভগবতি জননী মোর ॥ তোমার মায়ায় জগত

ভোর॥ না বুঝিয়া আমি লয়েছি বর। সপ্তকল্প জীব হয়ে অমর॥ প্রলয় সময়ে বড়ই দুখ। নানা-বিধ ক্লেশ নাহিক সুখ॥ কি করি জননী বল্‌গো মোরে। কিসে বা যাইব এ দুখ তরে॥ সুরভি তখন বলিল বাণী। ভজহ গৌরপদ দুখানি॥ এই নবদ্বীপ প্রকৃতি পার। কভু নাশ নাহি হয় ইহার॥ চর্ম্ম চক্ষে ইহা ষোড়শক্রোশ। পরম বৈকুণ্ঠ সদা নির্দ্দোষ॥ অপ্রাকৃত দেশ কাল এখানে। জড় মায়া কেবা কেহ না জানে॥ নবদ্বীপে দেখ অপূর্ব্ব অতি। চারি দিকে বেড়ে বিরজা সতী॥ শতকোটীক্রোশ প্রত্যেক খণ্ড। মধ্যে মায়াপুর নগর গণ্ড॥ অষ্টদল অষ্টদ্বীপের মান। অন্তর্দ্বীপ তার কেশর স্থান॥ সর্ব্ব তীর্থ সর্ব্ব দেবতা ঋষি। গৌরাঙ্গ ভজিছে হেথায় বসি॥ তুমি মার্কণ্ডেয় গৌরাঙ্গপদ। আশ্রয় করহ জানি সম্পদ॥ অকৈতব ধর্ম্ম আশ্রয় কর। ভুক্তি মুক্তি বাঞ্ছা সুদূরে ধর॥ গৌরাঙ্গ ভজন আশ্রয় বলে। মধুর প্রেমত লভিবে ফলে॥ সেই প্রেম যবে হৃদয়ে বসে। ভাসায় বিলাস কলার রসে॥ ব্রজে রাধা পদ আশ্রয় হয়। যুগল সেবায় মানস রয়॥ সেবার সুখ অতুল জ্ঞান। অভেদ নির্ব্বাণে অপার্থ জ্ঞান॥ সুরভি বচন

শুনিয়া মুনি। করযোড় করি বলে অমনি ॥ শ্রীগৌরচরণ ভজিব যবে। আমার অদৃষ্ট কোথায় রবে,॥ সুরভি কহিল সিদ্ধান্ত সার। শ্রীগৌর ভজনে নাহি বিচার ॥ শ্রীগৌর বলিয়া ডাকিবে যবে। সমস্ত করম বিনাশ হবে ॥ কিছু নাহি রবে বিপাক আর। ঘুচিবে তোমার ভব সংসার ॥ কর্ম্ম কেনে একা জ্ঞানের ফল। ঘুচিবে সমূলে হয়ে বিকল ॥ তুমিত মজিবে গৌরাঙ্গ রসে। ভজিবে তাঁহারে এদ্বীপে বসে ॥ মার্কণ্ডেয় শুনি আনন্দে ভাসে। গৌর বলি কাঁদে কখন হাঁসে ॥ এই দেখ জীব অপূর্ব্ব স্থান। মার্কণ্ডেয় যথা পাইল প্রাণ ॥ গৌরাঙ্গ মহিমা নিতাই মুখে। শুনি জীব ভাসে পরম সুখে ॥ সে স্থানে সে দিন যাপন করি। মধ্যদ্বীপে চলে বলিয়া হরি ॥ নিতাই জাহ্নবা চরণ সার। জানিয়া ভক্তিবিনোদ ছার ॥ নিতাই আদেশ মস্তকে ধরে। নদীয়া মহিমা বর্ণন করে ॥

নবম অধ্যায়।

শ্রীমধ্যদ্বীপ ও নৈমিষ বর্ণন।

জয় গৌরচন্দ, জয় নিত্যানন্দ, জয় জয় গদাধর। শ্রীবাসাদি জয়, জয় ভক্তালয়, নবদ্বীপ ধামবর॥ নিশি অবসানে, মত্ত গৌরগানে, চলিলেন নিত্যানন্দ। সঙ্গে ভক্তগণ, প্রেমেতে মগন, বিস্তারিয়া পরানন্দ॥ মধ্যদ্বীপে আসি, বলে হাঁসি হাঁসি, এইত মাজিদা গ্রাম। হেথা সপ্তঋষি, ভজি গৌরশশী, করিলেন সুবিশ্রাম॥ পিতৃ সন্নিধানে, গৌর গুণ গানে, সত্যযুগে ঋষিগণ। হইয়া মগন, যাচিল তখন, গৌর প্রেম নিত্যধন॥ ব্রহ্মা চতুর্মুখ, পেয়ে বড় সুখ, সপ্তপুত্রে বলে তবে। নবদ্বীপে যাও, গৌরগুণ গাও, অনায়াসে প্রেম হবে॥ ধাম কৃপা সার, লাভ হয় যার, তার হয় সাধু সঙ্গ। সাধু সঙ্গে ভজে, কৃষ্ণপ্রেমে মজে, এইত পরম রঙ্গ॥ নবদ্বীপে রতি, লভে যার মতি, সেই পায় ব্রজ বাস। অপ্রাকৃত ধাম, গৌরহরি নাম, কেবল সাধুর আশ॥ পিতৃ উপদেশ, বুঝিয়া বিশেষ, সপ্তঋষি আসি তবে। হরি বলি নাচে, গৌর

প্রেম যাচে, গায় গুণ উচ্চরবে॥ বলে গৌর হরি, অনুগ্রহ করি, দেখা দেও একবার। নানা ধর্ম্ম সাধি, হৈনু অপরাধী, ভক্তি এবে কৈনু সার॥ ভক্তি নিষ্ঠা করি, ভজি গৌরহরি, ঋষিগণ করে তপ॥ কিছু নাহি খায়, নিদ্রা নাহি যায়, গৌরনাম করে জপ॥ মধ্যাহ্ন সময়, গৌর দয়াময়, দেখা দিলা ঋষিগণে। শতসূর্য্য প্রভা, যোগি মনোলোভা, শুদ্ধ পঞ্চ তত্ত্ব সনে॥ কিবা সেই রূপ, অতি অপরূপ, সুবর্ণ সুন্দর মূর্ত্তি। গলে বনমালা, দিক করে আলা, তাহে আভরণ স্ফূর্ত্তি॥ চাহনি সুন্দর, চকুর চাঁচর, চন্দনের বিন্দু ভালে। ত্রিকচ্ছবসন, সূত্র সুশোভন, শোভিত মল্লিকামালে॥ সেরূপ দেখিয়া, মোহিত হইয়া, সবে করে নিবেদন। তোমার চরণ, লইনু শরণ, দেহ পদে ভক্তি ধন॥ শুনি গৌরহরি, বলে দয়া করি, শুন ওহে ঋষিগণ। ছাড়ি অভিলাষ, জ্ঞানকর্ম্ম পাশ, কর কৃষ্ণ আলোচন॥ স্বল্প দিনান্তরে, নদীয়া নগরে, হইবে প্রকট লীলা। তুমি সবে তবে, দর্শন করিবে, নাম সঙ্কীর্ত্তন খেলা॥ একথা এখন, রাখহ গোপন, আমার বচন ধর। শ্রীকুমার হট্টে, নিজকৃত ঘট্টে, কৃষ্ণের ভজন কর॥ গৌর

অদর্শনে, সপ্তর্ষি তখনে, কুমার হট্টেতে যায়। এস্থানে এখন, কর দরশন, সপ্তটীলা শোভা পায়॥ সপ্তর্ষি আকাশে, যেমত প্রকাশে, সপ্তটীলা তার সম। হেথা বাস করি, পায় গৌর হরি, না সাধি নিয়ম যম॥ ইহার দক্ষিণে, দেখহ নয়নে আছে এক জল ধার। এইত গোমতী, সুপবিত্র অতি, নৈমিষ কানন আর॥ পুরা কল্পে কলি; হৈলে মহাবলী, শৌনকাদি ঋষিগণ। সুতের শ্রীমুখে, শুনে সবে সুখে, গৌর ভাগবত ধন॥ হেথা যেইজন, পুরাণ পঠন, করয় কার্ত্তিক মাসে। সর্ব্বক্লেশ ত্যজে, গৌর রঙ্গে মজে, ব্রজ লভে অনায়াসে॥ কভু পঞ্চানন, ছাড়ি বৃষাসন, শ্রীহংস বাহন হয়ে। শুনিল পুরাণ, গৌর গুণগান, আপন ভকত লয়ে॥ গাইয়া গাইয়া, নাচিয়া নাচিয়া, শৈব মত্ত কাশীবাসী। পঞ্চাননে ঘেরি, বলি গৌরহরি, পুষ্প ফেলে রাশিরাশি॥ নিতাই বচন, শুনিয়া তখন, জীবের উথলে ভাব। গড়াগড়ি যায়, ধৈরয না পায়; আস্বাদে ধাম প্রভাব॥ সেদিন যাপন, করে ভক্তগণ, নিতাই চাঁদের সনে। পরদিন সবে, চলিলেন তবে, শ্রীপুষ্কর দরশনে॥ জাহ্নবা নিতাই, ভজন সদাই, যাহার অন্তরে জাগে। নদীয়া মহিমা, ভক্ত মধুরিমা, গাইছে সেজন রাগে॥

দশম অধ্যায়।

শ্রীব্রাহ্মণপুষ্কর ও শ্রীউচ্চহট্টাদি বর্ণন ও পরিক্রমা প্রকার কথন।

জয় গৌর নিত্যানন্দ অদ্বৈত সহিত। জয় গদাধর জয় শ্রীবাসপণ্ডিত ॥ জয় নবদ্বীপ শুদ্ধ প্রেম ভক্তি ধাম। জয় জয় জয় গৌর নিত্যানন্দ নাম ॥ শুনহে কলির জীব ছাড়ি জ্ঞান কর্ম্ম। নিতাই চৈতন্য ভজ ত্যজি ধর্ম্মাধর্ম্ম ॥ দয়ার সমুদ্র সেই গৌর নিত্যানন্দ। অকাতরে দিবে ভাই সার ব্রজানন্দ ॥ যামিনী প্রভাত হৈলে নিত্যানন্দ রায়। জীবেরে লইয়া ধাম ভ্রমণেতে যায় ॥ বলে দেখ জীব এই গ্রাম মনোহর। এখন ব্রাহ্মণপুরা ডাকে সর্ব্বনর ॥ ব্রাহ্মণপুষ্কর নাম সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। হেথা যে রহস্য তাহা অতি গুহ্য হয় ॥ সত্যযুগে দিবদাস নামেতে ব্রাহ্মণ। গৃহ ত্যজি করে সর্ব্বতীর্থ দরশন ॥ পুষ্করতীর্থেতে তার হৈল বড় প্রীত। তথাপি ভ্রমিতে নবদ্বীপে উপস্থিত ॥ এইস্থানে রাত্রযোগে দেখিল স্বপন। হেথা বাস কর বিপ্র পাবে নিত্যধন ॥ এই স্থানে কুটীর বাঁধিয়া দিবদাস। বৃদ্ধ কালাবধি তেঁহ

করিলেন বাস ॥ বৃদ্ধকালে চলিতে অশক্ত দ্বিজ-বর। ইচ্ছা হৈল এবে আমি দেখিব পুষ্কর ॥ চলিতে না পারে দ্বিজ করয় ক্রন্দন। আর না পাইব আমি পুষ্কর দর্শন ॥ তখন পুষ্কররাজ সদয় হইল। দ্বিজরূপে দিবদাসে দরশন দিল ॥ দিব-দাসে বলে বিপ্র না কর ক্রন্দন। তোমার সম্মুখে এই কুণ্ড সুশোভন ॥ এই কুণ্ডে স্নান তুমি কর একবার। প্রত্যক্ষ হইবে তীর্থ পুষ্কর তোমার ॥ তাহা শুনি কুণ্ডে স্নান করে দ্বিজবর। দিব্যচক্ষু লভি দেখে সম্মুখে পুষ্কর ॥ ক্রন্দন করিয়া দ্বিজ পুষ্করে বলিল। আমা লাগি বড় ক্লেশ তোমার হইল ॥ পুষ্কর বলেন শুন দ্বিজ ভাগ্যবান। দূর হৈতে না আসিনু হেথা বিদ্যমান ॥ এই নবদ্বীপ-ধাম সর্ব্বতীর্থ-ময়। নবদ্বীপে সেবি হেথা থাকে তীর্থ চয় ॥ আমার স্বরূপ এক পাশ্চাত্যে প্রকাশ। নিজে আমি এই স্থানে নিত্য করি বাস ॥ শতবার কেহ সেই তীর্থে করি স্নান। যেই ফল পায় হেথা সেফল বিধান ॥ অতএব নবদ্বীপ ছাড়ি যেই জন। অন্যতীর্থ আশা করে সে মূঢ় দুর্জ্জন ॥ সর্ব্বতীর্থ ভ্রমি যদি হয় ফলোদয়। নবদ্বীপ তবে তার বাস স্থান হয় ॥ ঐ দেখ উচ্চ স্থান হট্টের সমান। কুরুক্ষেত্র, ব্রহ্মাবর্ত্ত তথা বিদ্যমান ॥

সরস্বতী দৃষদ্বতী দুই পার্শ্বে তার। অতি শোভা পায় পুণ্য করয়ে বিস্তার॥ ওহে বিপ্র গূঢ় কথা বলিব তোমায়। অতি অল্প কালে হবে আনন্দ হেথায়॥ মায়াপুরে শচী গৃহে গৌরাঙ্গ সুন্দর। প্রকট হইয়া প্রেম বিলাবে বিস্তর॥ এইসব স্থানে প্রভু ভক্তবৃন্দ লয়ে। সঙ্কীর্ত্তন রসে নাচিবেন মত্ত হয়ে॥ সর্ব্ব অবতারে ছিলা যে যে ভক্তগণ। সকলে লইয়া প্রভু করিবে কীর্ত্তন॥ প্রেম-বন্যা জলে সর্ব্ব জগত ভাসাবে। কুতার্কিক বিনা সবে মহাপ্রেম পাবে॥ এই ধাম নিষ্ঠা করি যেবা করে বাস। তারে মিলে গৌরপদ ওহে দিবদাস॥ কোটী কোটী বর্ষ করি শ্রীকৃষ্ণ ভজন। তথাপি নামেতে রতি না পায় দুর্জ্জন॥ গৌরাঙ্গ ভজিলে দুষ্টভাব দূরে যায়। অল্প দিনে ব্রজধামে রাধা-কৃষ্ণ পায়॥ নিজ সিদ্ধদেহ পায় সখীর আশ্রয়। নিজকুঞ্জে শ্রীযুগলসেবা তার হয়॥ ওহে বিপ্র হেথা থাকি করহ ভজন। সপার্ষদে শ্রীগৌরাঙ্গ পাবে দরশন॥ এই কথা বলি তীর্থরাজ গেল চলি। শুনিল আকাশ বাণী আইসে ধন্য কলি॥ তুমি বিপ্র সেই কালে জন্মিবে আবার। শ্রীগৌর কীর্ত্তন প্রেমে দিবেত সাঁতার॥ এত শুনি দিবদাস

নিশ্চিন্ত হইল। এই কুণ্ডতীরে বসি ভজন করিল॥ এসব পুরাণ কথা শ্রীজীবে কহিয়া। উচ্চহট্ট কুরুক্ষেত্রে প্রবেশিল গিয়া॥ নিত্যানন্দ বলে হেথা সর্ব্বদেবগণ। কুরুক্ষেত্রে তীর্থ সহ কৈল আগমন॥ ব্রহ্মাবর্ত্তে কুরুক্ষেত্রে যত তীর্থ ছিল। সর্ব্বতীর্থ আসি হেথা বিরাজ করিল॥ পৃথূদক আদি করি সব হেথা বৈসে। সবে নবদ্বীপ সেবা করে অনায়াসে॥ শতবর্ষ কুরুক্ষেত্রে বাসে যেই ফল। হেথা এক রাত্র বাসে লভে সে সকল। প্রভু বলে হেথা বাস করি দেবগণ। হট্ট করি গৌর কথা করে আলোচন॥ হট্টডাঙ্গা বলি নাম হইল ইহার। ইহার দর্শনে পায় প্রেম পারাবার॥ এই এক সীমা জীব দেখ নদীয়ার। এবে চল যাই মোরা ভাগীরথী পার॥ ভাগীরথী পার হয়ে মধ্যাহ্ন সময়। কোলদ্বীপে নিত্যানন্দ হইল উদয়॥ কুলিয়াপাহাড় পুরে যাইতে যাইতে। শ্রীজীবে নিতাইচাঁদ লাগিল কহিতে॥ যে ক্রমে আইনু মোরা হয়ে গঙ্গাপার। সেই ক্রম সিদ্ধ ক্রম পরিক্রমা সার॥ যবে প্রভু শ্রীচৈতন্য লয়ে নিজগণ। করিলেন শ্রীচৌদ্দমাদল সঙ্কীর্ত্তন॥ কাজিরে শোধিতে প্রভু সন্ধ্যা আগমনে। মায়াপুর ছাড়ি চলে লয়ে ভক্তজনে॥ সেইরাত্র ব্রহ্ম-

রাত্র শীঘ্র নহে শেষ। এইক্রমে মহাপ্রভু ভ্রমে নিজদেশ॥ তারপর প্রতি একাদশী তিথি ধরি। ভ্রমিলা আমায় প্রভু সঙ্কীর্ত্তন করি॥ কভু পঞ্চ-ক্রোশ ভ্রমে অন্তর্দ্বীপময়। কভু অষ্টক্রোশ ভ্রমে যেন মনে লয়॥ নিজ গৃহ হৈতে বারকোণা ঘাট ছাড়ি। দীর্ঘিকা বেষ্টনে যায় শ্রীধরের বাড়ী॥ তথাহৈতে অন্তর্দ্বীপ সীমা ভ্রমি আসে। পঞ্চ-ক্রোশ পরিক্রমা হয় অনায়াসে॥ সিমুলীয়া হয়ে কাজিগৃহ বেড়ি চলে। শ্রীধরে সম্ভাসি আইসে গাদিগাছা স্থলে॥ মাজিদা হইতে হয় ভাগীরথী পার। পারডাঙ্গা ছিনাডাঙ্গা পুলিন বিস্তার॥ ছাড়িয়া জাহ্নবী পার হইয়া তখন। অষ্টক্রোশ ভ্রমি চলে আপন ভবন॥ সিদ্ধ পরিক্রমা হয় পূর্ণ ষোলক্রোশ। সেই পরিক্রমা কৈলে প্রভুর সন্তোষ॥ সেই পরিক্রমা আমি তোমারে করাই। ইহার সমান পরিক্রমা আর নাই॥ বৃন্দা-বন ষোলক্রোশ দ্বাদশ কানন। এই পরিক্রমা মধ্যে পাবে দরশন॥ নবরাত্রে এই পরিক্রমা শেষ হয়। নবরাত্র বলি এর নাম শাস্ত্রে কয়॥ পঞ্চ-ক্রোশ পরিক্রমা একদিনে করে। রাত্রত্রয় অষ্ট ক্রোশ পরিক্রমা ধরে॥ একরাত্র মায়াপুরে দ্বিতীয় গোদ্রুমে। পুলিনে তৃতীয় রাত্র এই ক্রমে

ভ্রমে॥ শুনি পরিক্রমা তত্ত্ব জীবমহাশয়। প্রেমেতে অধৈর্য্য হয়ে কতক্ষণ রয়॥ নিতাই জাহ্নবাপদ ছায়া আশ যার। নদীয়া মহিমা বর্ণে অকিঞ্চন ছার॥

একাদশ অধ্যায়।

শ্রীশ্রীকোলদ্বীপ, শ্রীসমুদ্রগড়, শ্রীচম্পাহট্ট ও শ্রীজয়দেব-কথা বর্ণনা।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈত শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ॥ জয় জয় গৌড় ভূমি সর্ব্বভূমি সার। যথা নাম সহ শ্রীচৈতন্য অবতার॥ নিত্যানন্দপ্রভু বলে শুন সর্ব্বজন। পঞ্চবেণী রূপে গঙ্গা হেথায় মিলন॥ মন্দাকিনী অলকা সহিত ভাগীরথী। গুপ্তভাবে হেথায় আছেন সরস্বতী॥ পশ্চিমে যমুনা সহ আইসে ভোগবতী। তাহাতে মানস গঙ্গা মহা বেগবতী॥ মহা মহা প্রয়াগ বলিয়া ঋষিগণে। কোটী কোটী যজ্ঞ হেথা কৈল ব্রহ্মা সনে॥ ব্রহ্মসত্র স্থান এই মহিমা অপার। হেথা স্নান করিলে জনম নহে আর॥ ইহার মহিমা কেবা বর্ণিবারে পারে। শুক্লধারাসম কোন তীর্থ হইতে নারে॥ জলে স্থলে অন্তরীক্ষে ত্যজিয়া জীবন। সর্ব্বজীব পায় শ্রীগোলোক বৃন্দাবন॥ কুলিয়াপাহাড় বলি খ্যাত এই স্থান। গঙ্গাতীরে উচ্চভূমি পর্ব্বত সমান॥

কোলদ্বীপ নাম শাস্ত্রে আছয় বর্ণন। সত্যযুগ কথা এক শুন সর্ব্বজন॥ বাসুদেব নামে এক ব্রাহ্মণ কুমার। বরাহ দেবের সেবা করে বারবার॥ শ্রীবরাহমূর্ত্তি পূজি করে উপাসনা। সর্ব্বদা বরাহ দেবে করয় প্রার্থনা॥ প্রভু মোরে কৃপা করি দেহ দরশন। সফল হউক মোর নয়ন জীবন॥ এই বলি কাঁদে বিপ্র গড়াগড়ি যায়। প্রভু নাহি দেখা দিলে জীবন বৃথায়॥ কতদিনে শ্রীবরাহ অনুকম্পা করি। দেখা দিলা বাসুদেবে কোলরূপ ধরি॥ নানারত্ন ভূষণে ভূষিত কলেবর। পদ গ্রীবা নাসা মুখ চক্ষু মনোহর॥ পর্ব্বত সমান উচ্চ শরীর তাঁহার। দেখি বিপ্র নিজে ধন্য মানে বারবার॥ ভূমে পড়ি বিপ্র প্রণমিয়া প্রভুপায়। কাঁদিয়া আকুল হৈল গড়াগড়ি যায়॥ বিপ্রের ভকতি দেখি বরাহ তখন। কহিলেন বাসুদেবে মধুর বচন॥ ওহে বাসুদেব তুমি ভকত আমার। বড় তুষ্ট হৈনু পূজা পাইয়া তোমার॥ এই নবদ্বীপে মোর প্রকট বিহার। কলি আগমনে হবে শুন বাক্য সার॥ নবদ্বীপ সম ধাম নাহি ত্রিভুবনে। অতি প্রিয়ধাম মোর আছে সংগোপনে॥ ব্রহ্মাবর্ত্ত সহ আছে পুণ্য তীর্থ যত। সে সব আছয়ে হেথা শাস্ত্রের সম্মত॥ যে স্থানে ব্রহ্মার যজ্ঞে প্রকাশ

হইয়া। নাশিলাম হিরণ্যাক্ষ দন্তে বিদারিয়া॥ সেই স্থান পুণ্যভূমি এই স্থানে রয়। যথায় আমার এবে হইল উদয়॥ নবদ্বীপ সেবি সর্ব্ব তীর্থ বিরাজয়। নবদ্বীপ বাসে সর্ব্ব তীর্থ বাস হয়॥ ধন্য তুমি নবদ্বীপে সেবিলে আমায়। শ্রীগৌর প্রকটকালে জন্মিবে হেথায়॥ অনায়াসে দেখিবে সে মহাসঙ্কীর্ত্তন। অপূর্ব্ব গৌরাঙ্গরূপ পাবে দরশন॥ এতবলি শ্রীবরাহ হৈল অন্তর্দ্ধান। দৈববাণী হৈল বিপ্রে বুঝিতে সন্ধান॥ পরম পণ্ডিত বাসুদেব মহাশয়। সর্ব্ব শাস্ত্র বিচারিয়া জানিল নিশ্চয়॥ বৈবস্বত মন্বন্তরে কলির সন্ধ্যায়॥ শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু লীলা হবে নদীয়ায়॥ ঋষিগণ সেই তত্ত্ব রাখিল গোপনে। ইঙ্গিতে কহিল সব বুঝে বিজ্ঞজনে॥ প্রকট হইলে লীলা হইবে প্রকাশ। এবে গোপ্য এই তত্ত্ব পাইল আভাস॥ পরম আনন্দে বিপ্র করে সঙ্কীর্ত্তন। গৌর নাম গায় মনে মনে সর্ব্বক্ষণ॥ পর্ব্বত প্রমাণ কোলদেবের শরীর। দেখি বাসুদেব মনে বিচারিল ধীর॥ কোলদ্বীপ পর্ব্বতাখ্য এই স্থান হয়। সেই হৈতে পর্ব্বতাখ্য হৈল পরিচয়॥ ওহে জীব নিত্যলীলাময় বৃন্দাবনে। গিরিগোবর্দ্ধন এই জানে ভক্তজনে॥ শ্রীবহুলাবন দেখ ইহার উত্তরে। রূপের ছটায়

সর্ব্বদিক্ শোভা করে॥ বৃন্দাবনে যে যে ক্রমে দ্বাদশ কানন। সে ক্রম নাহিক হেথা বল্লভ নন্দন॥ প্রভু ইচ্ছামতে হেথা ক্রম বিপর্য্যয়। ইহার তাৎপর্য্য জানে প্রভু ইচ্ছাময়॥ যেইরূপ আছে হেথা দেখ সেইরূপ। বিপর্য্যয়ে প্রেম-বৃদ্ধি এই অপরূপ॥ কিছু দূর গিয়া প্রভু বলেন বচন। এই যে সমুদ্রগড়ি কর দরশন॥ সাক্ষাৎ দ্বারকাপুরী শ্রীগঙ্গাসাগর। দুই তীর্থ আছে হেথা দেখ বিজ্ঞবর॥ শ্রীসমুদ্রসেন রাজা ছিল এই স্থানে। বড় কৃষ্ণভক্ত কৃষ্ণবিনা নাহি জানে॥ যবে ভীমসেন আইল নিজ সৈন্য লয়ে। ঘেরিল সমুদ্রগড়ি বঙ্গদিগ্বিজয়ে॥ রাজা জানে কৃষ্ণ এক পাণ্ডবের গতি। পাণ্ডব বিপদে পৈলে আইসে যদুপতি॥ যদি আমি পারি ভীমে দেখাইতে ভয়। ভীম আর্ত্তনাদে হরি হবে দয়াময়॥ দয়া করি আসিবেন এদাসের দেশে। দেখিব সে শ্যামমূর্ত্তি চক্ষে অনায়াসে॥ এতভাবি নিজ সৈন্য সাজাইল রায়। গজবাজি পদাতিক লয়ে যুদ্ধে যায়॥ শ্রীকৃষ্ণ স্মরিয়া রাজা বাণ নিক্ষেপয়। বাণে জর জর ভীম পাইল বড় ভয়॥ মনে মনে ডাকে কৃষ্ণ বিপদ দেখিয়া। রক্ষা কর ভীমে নাথ শ্রীচরণ দিয়া॥ সমুদ্রসেনের সহ যুঝিতে না পারি।

ভঙ্গ দিলে বড় লজ্জা তাহা সৈতে নারি ॥ পাণ্ডবের নাথ কৃষ্ণ পাই পরাজয়। বড়ই লজ্জার কথা ওহে দয়াময় ॥ ভীমের করুণানাদ শুনি দয়াময়। সেই যুদ্ধস্থলে কৃষ্ণ হইল উদয় ॥ না দেখে সে রূপ কেহ অপূর্ব্ব ঘটনা। শ্রীসমুদ্রসেন মাত্র দেখে একজনা ॥ নবজলধর রূপ কৈশোর মূরতি। গলে দোলে বনমালা মুকুতার ভাতি ॥ সর্ব্ব অঙ্গে অলঙ্কার অতি সুশোভন। পীতবস্ত্র পরিধান অপূর্ব্ব গঠন ॥ সেরূপ দেখিয়া রাজা প্রেমে মূর্চ্ছা যায়। মূর্চ্ছা সম্বরিয়া কৃষ্ণে প্রার্থনা জানায় ॥ তুমি কৃষ্ণ জগন্নাথ পতিতপাবন। পতিত দেখিয়া মোরে তব আগমন ॥ তব লীলা জগজ্জন করয় কীর্ত্তন। শুনি দেখিবারে ইচ্ছা হইল কখন ॥ কিন্তু মোর ব্রত ছিল ওহে দয়াময়। এই নবদ্বীপে তব হইবে উদয় ॥ হেথায় দেখিব তব রূপ মনোহর। নবদ্বীপ ছাড়িবারে না হয় অন্তর ॥ সেই ব্রত রক্ষা মোর করি দয়াময় ॥ নবদ্বীপে কৃষ্ণরূপে হইলে উদয় ॥ তথাপি আমার ইচ্ছা অতি গূঢ়তর। গৌরাঙ্গ হউন মোর অক্ষির গোচর ॥ দেখিতে দেখিতে রাজা সম্মুখে দেখিল। রাধাকৃষ্ণ লীলারূপ মাধুর্য্য অতুল ॥ শ্রীকুমুদবনে কৃষ্ণ সখীগণ সনে। অপরাহ্নে করে লীলা গিয়া গোচা-

ক্ষণে॥ ক্ষণেকে হইল সেই লীলা অদর্শন। শ্রীগৌরাঙ্গ রূপ হেরে ভরিয়া নয়ন॥ মহাসঙ্কীর্ত্তনবেশ সঙ্গে ভক্তগণ। নাচিয়া নাচিয়া প্রভু করেন কীর্ত্তন॥ পুরট সুন্দর কান্তি অতি মনোহর। নয়ন মাতায় অতি কাঁপায় অন্তর॥ সেইরূপ হেরি রাজা নিজে ধন্য মানে। বহু স্তব করে তবে গৌরাঙ্গ চরণে॥ কতক্ষণে সে সকল হৈল অদর্শন। কাঁদিতে লাগিল রাজা হয়ে অন্য মন॥ ভীমসেন এই পর্ব্ব না দেখে নয়নে। ভাবে রাজা যুদ্ধে ভীত হৈল এতক্ষণে॥ অত্যন্ত বিক্রম করে পাণ্ডুর নন্দন। রাজা তুষ্ট হয়ে কর যাচে ততক্ষণ॥ কর পেয়ে ভীমসেন অন্যস্থানে যায়। ভীম দিগ্বিজয় সর্ব্ব জগতেতে গায়॥ এই সে সমুদ্রগড়ি নবদ্বীপ সীমা। ব্রহ্মা নাহি জানে এই স্থানের মহিমা॥ সমুদ্র আসিয়া হেথা জাহ্নবী আশ্রয়ে। প্রভুপদ সেবা করে ভক্ত ভাব লয়ে॥ জাহ্নবী বলেন সিন্ধু অতি অল্প দিনে। তব তীরে প্রভু মোর রহিবে বিপিনে॥ সিন্ধু বলে শুন দেবি আমার বচন। নবদ্বীপ নাহি ছাড়ে শচীর নন্দন॥ যদ্যপিও কিছুদিন রহে মম তীরে। অপ্রকটে রহে তবু নদীয়া ভিতরে॥ নিত্যধাম নবদ্বীপ প্রভুর হেথায়। প্রকট ও অপ্রকট লীলা

বেদে গায় ॥ হেথা তন্ত্রাশ্রয়ে আমি রহিব সুন্দরী। সেবিব শ্রীনবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গ হরি ॥ এই বলি পয়োনিধি নবদ্বীপে রয়। গৌরাঙ্গের নিত্যলীলা সতত চিন্তয় ॥ তবে নিত্যানন্দ আইলা চম্পাহট্ট গ্রাম। বাণীনাথ গৃহে তথা করিল বিশ্রাম ॥ অপ-রাহ্ণে চম্পাহট্ট করয় ভ্রমণ। নিত্যানন্দ বলে শুন বল্লভনন্দন ॥ এই স্থানে ছিল পূর্ব্বে চম্পক কানন। খদির বনের অংশ সুন্দর দর্শন ॥ চম্পলতা সখী নিত্য চম্পক লইয়া। মালা গাঁথি রাধাকৃষ্ণ সেবিতেন গিয়া ॥ কলি বৃদ্ধি হৈলে সেই চম্পক-কাননে। মালীগণ ফুল লয় অতি হৃষ্টমনে ॥ হট্ট করি চম্পককুসুম লয়ে বসি। বিক্রয় করয় লয় যত গ্রামবাসী ॥ সেই হৈতে শ্রীচম্পকহট্ট হৈল নাম। চাঁপাহাটি সবে বলে মনোহর ধাম ॥ যেকালে লক্ষ্মণসেন নদীয়ার রাজা। জয়দেব নবদ্বীপে হন তাঁর প্রজা ॥ বল্লালদীর্ঘিকাকূলে বাঁধিয়া কুটীর। পদ্মাসহ বৈসে তথা জয়দেব ধীর ॥ দশ অবতার স্তব রচিল তথায়। সেই স্তব লক্ষ্মণের হস্তে কভু যায় ॥ পরম আনন্দে স্তব করিল পঠন। জিজ্ঞাসিল রাজা স্তব কৈল কোন জন ॥ গোবর্দ্ধন আচার্য্য রাজারে তবে কয়। মহাকবি জয়দেব রচয়িতা হয় ॥ কোথা জয়দেব কবি জিজ্ঞাসে

ভূপতি। গোবর্দ্ধন বলে এই নবদ্বীপে স্থিতি॥ শুনিয়া গোপনে রাজা করিয়া সন্ধান। রাত্রযোগে আইল তবে জয়দেব স্থান॥ বৈষ্ণব বেশেতে রাজা কুটীর প্রবেশে। জয়দেবে নতি করি বৈসে এক দেশে॥ জয়দেব জানিলেন ভূপতি এজন। বৈষ্ণব বেশেতে আইল হয়ে আকিঞ্চন॥ অল্পক্ষণে রাজা তবে দেয় পরিচয়। জয়দেবে যাচে যাইতে আপন আলয়॥ অত্যন্ত বিরক্ত জয়দেব মহামতি। বিষয়ী গৃহেতে যেতে না করে সম্মতি॥ কৃষ্ণভক্ত জয়দেব বলিল তখন। তব দেশ ছাড়ি আমি করিব গমন॥ বিষয়ী সংসর্গ কভু না দেয় মঙ্গল। গঙ্গা পার হয়ে যাব যথা নীলাচল॥ রাজা বলে শুন প্রভু আমার বচন। নবদ্বীপ ত্যাগ নাহি কর কদাচন॥ তব বাক্য সত্য হবে মোর ইচ্ছা রবে। হেন কার্য্য কর দেব মোরে কৃপা যবে॥ গঙ্গা পারে চম্পহট্ট * স্থান মনোহর। সেই স্থানে থাক তুমি দু এক বৎসর॥ মম ইচ্ছামতে আমি তথা না যাইব। তব ইচ্ছা হলে তব চরণ হেরিব॥ রাজার বচন শুনি মহা কবিবর। সম্মত হইয়া বলে বচন সত্বর॥ যদ্যপি

---

* "তথা চম্পাং সমাসাদ্য ভাগীরথ্যাং কৃতোদকঃ।"
মহাভারত।

বিষয়ী তুমি এরাজ্য তোমার। কৃষ্ণভক্ত তুমি তব নাহিক সংসার॥ পরীক্ষা করিতে আমি বিষয়ী বলিয়া। সম্ভাষিনু তবু তুমি সহিলে শুনিয়া॥ অতএব জানিলাম তুমি কৃষ্ণভক্ত। বিষয় লইয়া ফির হয়ে অনাসক্ত॥ চম্পকহট্টেতে আমি কিছু দিন রব। গোপনে আসিবে তুমি ছাড়িয়া বৈভব॥ হৃষ্টচিত্ত হয়ে রাজা অমাত্য দ্বারায়। চম্পক-হট্টেতে গৃহ নির্ম্মাণ করায়॥ তথা জয়দেব কবি রহে দিন কত। শ্রীকৃষ্ণ ভজন করে রাগমার্গ মত॥ পদ্মাবতী দেবী আনে চম্পকের ভার। জয়দেব পূজে কৃষ্ণ নন্দেরকুমার॥ মহাপ্রেমে জয়দেব করয় পূজন। দেখিল শ্রীকৃষ্ণ হৈল চম্পক বরণ॥ পুরট সুন্দর কান্তি অতি মনোহর। কোটি চন্দ্র নিন্দি মুখ পরম সুন্দর॥ চাঁচর চিকুর শোভে গলে ফুলমালা। দীর্ঘবাহু রূপে আল করে পর্ণশালা॥ দেখিয়া গৌরাঙ্গরূপ মহাকবিবর। প্রেমে মূর্চ্ছা যায় চক্ষে অশ্রু ঝর ঝর॥ পদ্মাবতী দেবী সেই রূপ নিরখিয়া। হইল চৈতন্যহীন ভূমেতে পড়িয়া॥ পদ্মহস্ত দিয়া প্রভু তোলে দুই জনে। কৃপাকরি বলে তবে অমিয় বচনে। তুমি দোঁহে মম ভক্ত পরম উদার। দরশন দিতে ইচ্ছা হইল আমার॥ অতি অল্প দিনে এই নদীয়ানগরে।

জনম লইব আমি শচীর উদরে॥ সর্ব্ব অবতারের সকল ভক্ত সনে। শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনে বিতরিব প্রেম ধনে॥ চব্বিশ বৎসরে আমি করিয়া সন্ন্যাস। করিব অবশ্য নীলাচলেতে নিবাস॥ তথা ভক্তগণ সঙ্গে মহাপ্রেমাবেশে। শ্রীগীতগোবিন্দ আস্বাদিব অবশেষে॥ তব বিরচিত গীতগোবিন্দ আমার। অতিশয় প্রিয়বস্তু কহিলাম সার॥ এই নবদ্বীপধাম পরম চিন্ময়। দেহান্তে আসিবে হেথা কহিনু নিশ্চয়॥ এবে তুমি দোঁহে যাও যথা নীলাচল। জগন্নাথে সেব গিয়া পাবে প্রেমবল॥ এতবলি গৌরচন্দ্র হৈল অদর্শন। প্রভুর বিচ্ছেদে মূর্চ্ছা হয় দুই জন॥ মূর্চ্ছাশেষে অনর্গল কাঁদিতে লাগিল। কাঁদিতে কাঁদিতে সব নিবেদন কৈল॥ হায় কিবা রূপ মোরা দেখিনু নয়নে। কেমনে বাঁচিব এবে তার অদর্শনে॥ নদীয়া ছাড়িতে প্রভু কেন আজ্ঞা কৈল॥ বুঝি এই ধামে কিছু অপরাধ হৈল॥ এই নবদ্বীপধাম পরম চিন্ময়। ছাড়িতে মানস এবে বিকলিত হয়। ভাল হৈত নবদ্বীপে পশু পক্ষী হয়ে। থাকিতাম চিরদিন ধাম চিন্তালয়ে॥ পরাণ ছাড়িতে পারি তবু এই ধাম। ছাড়িতে না পারি এই গূঢ় মনস্কাম॥ ওহে প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ কৃপা বিতরিয়া। রাখ আমা

দোঁহে হেথা শ্রীচরণ দিয়া॥ বলিতে বলিতে দোঁহে কাঁদে উচ্চরায়। দৈববাণী সেইক্ষণে শুনিবারে পায়॥ দুঃখ নাহি কর দোঁহে যাও নীলাচল। দুই কথা হবে চিত্ত না কর চঞ্চল॥ কিছুদিন পূর্ব্বে দোঁহে করিলে মানস। নীলাচলে বাস করি কতকদিবস॥ সেই বাঞ্ছা জগবন্ধু পূরাইল তব। জগন্নাথ চাহে তব দর্শন সম্ভব॥ জগন্নাথে তুষি পুন ছাড়িয়া শরীর। নবদ্বীপে দুইজনে নিত্য হবে স্থির॥ দৈববাণী শুনি দোঁহে চলে ততক্ষণ। পাছে ফিরি নবদ্বীপ করেন দর্শন॥ ছল ছল করে নেত্র জল-ধারা বহে। নবদ্বীপবাসীগণে দৈন্যবাক্য কহে॥ তোমরা করিয়া কৃপা এই দুই জনে। অপরাধ করিয়াছি করহ মার্জ্জনে॥ অষ্টদল পদ্ম সম নবদ্বীপ ভায়। দেখিতে দেখিতে দোঁহে কতদূরে যায়॥ দূরে গিয়া নবদ্বীপ নাহি দেখে আর। কাঁদিতে কাঁদিতে গৌড়ভূমি হয় পার॥ কতদিনে নীলাচলে পৌঁছিয়া দুজনে। জগন্নাথ দরশন কৈল হৃষ্ট মনে॥ ওহে জীব এই জয়দেব স্থান হয়। উচ্চভূমি মাত্র আছে বৃদ্ধলোকে কয়॥ জয়দেব স্থান দেখি শ্রীজীব তখন। প্রেমে গড়াগড়ি যায় করয় রোদন॥ ধন্য জয়দেব কবি ধন্য পদ্মাবতী। শ্রীগীতগোবিন্দ ধন্য ধন্য কৃষ্ণরতি॥

জয়দেব ভোগ কৈল যেই প্রেমসিন্ধু। কৃপাকরি দেহ মোরে তার একবিন্দু॥ এই কথা বলি জীব ধরণী লোটায়। নিত্যানন্দ শ্রীচরণে গড়াগড়ি যায়॥. সেই রাত্র সবে রয় বাণীনাথ ঘরে। বংশ সহ বাণী নিত্যানন্দ সেবা করে॥ নিতাই জাহ্নবা পদ ছায়া আশ যার। নদীয়া মাহাত্ম্য গায় অকি-ঞ্চন ছার॥

দ্বাদশ অধ্যায়।

শ্রীশ্রীঋতুদ্বীপ, শ্রীরাধাকুণ্ড বর্ণন।

জয় শ্রীচৈতন্যচন্দ্র, জয় প্রভু নিত্যানন্দ, জয়াদ্বৈত জয় গদাধর। শ্রীবাসাদি ভক্ত জয়, জয় জগন্নাথালয়, জয় নবদ্বীপ ধামবর॥ প্রভাত হইল রাত্র, ভক্তগণ তুলে গাত্র, শ্রীগৌর নিতাই চাঁদে ডাকে। ভক্তসহ নিত্যানন্দ, চলে ভজি পরানন্দ, চম্পাহট্ট পশ্চাতেতে রাখে॥ তথা হৈতে বাণী-নাথ, চলে নিত্যানন্দ সাথ, বলে হেন দিন কবে পাব। নিতাই চাঁদের সঙ্গে, পরিক্রমা করি রঙ্গে, মায়াপুরে প্রভু গৃহে যাব॥ দেখিতে দেখিতে তবে, রাতুঃপুর চলে সবে, দেখি সেই নগরের শোভা। প্রভু নিত্যানন্দ বলে, ঋতুদ্বীপে আইলে চলে, এইস্থান অতি মনোলোভা॥ বৃক্ষ সব নত-শির, পবন বহয়ে ধীর, কুসুম ফুটেছে চারিভিত। ভৃঙ্গের ঝঙ্কার রব, কুসুমের গন্ধাসব, মাতায় পথিকগণ চিত॥ বলিতে বলিতে রায়, হৈল পাগলের প্রায়, বলে শিঙ্গা আন শীঘ্রগতি। বৎস-গণ যায় দূরে, কানাই নিদ্রিতপুরে; এখন না

আঁইসে শিশুমতি॥ কোথায় সুবল দাম, আমি একা বলরাম, গোচারণে যাইতে না পারি। কানাই কানাই বলি, ডাক ছাড়ে মহাবলী, লাফ মারে হাত দুই চারি॥ সে ভাব দর্শন করি, ভক্তগণ ত্বরা করি, নিবেদয় নিতাইয়ের পায়। ওহে প্রভু নিত্যানন্দ, ভাই তব গৌরচন্দ, নাহি এবে আছেন হেথায়॥ সন্ন্যাস করিয়া হরি, গেল নীলাচলোপরি, আমাদের কাঙ্গাল করিয়া। তাহা শুনি নিত্যানন্দ,হইলেন নিরানন্দ, কাঁদি লোটে ভূমেতে পড়িয়া॥ কি দুঃখে কানাই ভাই, আমা সবে ছাড়ি যাই, সন্নাসী হইল নীলাচলে। এজীবন না রাখিব, যমুনায় ঝাঁপ দিব, বলি অচেতন সেই স্থলে॥ নিত্যানন্দে মহাভাব, করি সবে অনুভাব, হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করে। চারিদণ্ড দিন হেল, নিত্যানন্দ না উঠিল, ভক্ত সব গৌর গীত ধরে॥ গৌরাঙ্গের নাম শুনি, নিতাই উঠে অমনি, বলে এই রাধাকুণ্ড স্থান। হেথা ভক্ত সঙ্গে করি, অপরাহ্নে গৌরহরি, করিতেন কীর্ত্তন বিধান॥ হেথা ছয় ঋতু মেলি, গৌরাঙ্গ কীর্ত্তনকেলি, পুষ্টকৈল শোভা বিস্তারিয়া। রাধাকুণ্ড ব্রজে যেই, ঋতুদ্বীপ হেথা সেই, ভক্ত হেথা মজে প্রেম পিয়া॥ দেখ শ্যামকুণ্ড শোভা, জগজ্জন মনো-

লোভা, সখীগণ কুঞ্জ নানাস্থানে। হেথা অপ-রাঙ্গে গোরা, সঙ্কীর্ত্তনে হয়ে ভোরা, ভুষিলেন সবে প্রেমদানে॥ এস্থান সমান ভাই, ত্রিজগতে নাহি পাই, ভক্তের ভজন স্থান জান। হেথায় বসতি যার, প্রেমধন লাভ তার, সুশীতল হয তার প্রাণ॥ সে দিন সে স্থানে থাকি, শ্রীগৌরাঙ্গ নাম ডাকি, প্রেমে মগ্ন সর্ব্ব ভক্তগণ। ঋতুদ্বীপে সবে বসি, ভজে শ্রীচৈতন্য শশী, রাত্রদিন করিল যাপন॥ নাচিতে নাচিতে তবে, নিত্যানন্দ চলে যবে, শ্রীবিদ্যানগরে উপনীত। বিদ্যানগরের শোভা, মুনিজন মনলোভা, ভক্তগণ দেখি প্রফুল্লিত॥ নিতাই জাহ্নবা পদ, যে জনার সুসম্পদ, সে ভক্তি-বিনোদ অকিঞ্চন। নদীয়া মাহাত্ম্য গায়, ধরি ভক্তজন পায়, যাচে মাত্র কৃষ্ণভক্তি ধন॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

শ্রীবিদ্যানগর ও শ্রীশ্রীজহ্নুদ্বীপ বর্ণন ॥

জয় গৌর নিত্যানন্দাদ্বৈত গদাধর। শ্রীবাস শ্রীনবদ্বীপ কীর্ত্তন সাগর ॥ শ্রীবিদ্যানগরে আসি নিত্যানন্দরায়। বিদ্যানগরের তত্ব শ্রীজীবে শিখায় ॥ নিত্যধাম নবদ্বীপ প্রলয় সময়ে। অষ্ট-দল পদ্মরূপে থাকে শুদ্ধ হয়ে ॥ সর্ব্ব অবতার আর ধন্যজীব যত। কমলের একদেশে থাকে কত শত ॥ ঋতুদ্বীপ অন্তর্গত এ বিদ্যানগরে। মৎস্যরূপী ভগবান সর্ব্ববেদ ধরে ॥ সর্ব্ব বিদ্যা থাকে বেদ আশ্রয় করিয়া। শ্রীবিদ্যানগর নাম এই স্থানে দিয়া ॥ পুন যবে সৃষ্টি মুখে ব্রহ্মা মহা-শয়। অতি ভীত হন দেখি সকল প্রলয় ॥ সেই কালে প্রভু কৃপা হয় তাঁর প্রতি। এই স্থান পেয়ে ভগবানে করে স্তুতি ॥ মুখ খুলিবার কালে দেবী সরস্বতী। ব্রহ্ম জিহ্বা হৈতে জন্মে অতি রূপবতী ॥ সরস্বতী শক্তি পেয়ে দেব চতুর্মুখ। শ্রীকৃষ্ণে করেন স্তব পেয়ে বড় সুখ ॥ সৃষ্টি যবে হয় মায়া সর্ব্বদিক ঘেরি। বিরজার পারে থাকে

গুণত্রয় ধরি॥ মায়া প্রকাশিত বিশ্বে বিদ্যায় প্রকাশ। করে ঋষিগণ তবে করিয়া প্রয়াস॥ এইত সারদা পীঠ করিয়া আশ্রয়। ঋষিগণ করে অবিদ্যার পরাজয়॥ চৌষট্টী বিদ্যার পাঠ লয়ে ঋষিগণ। ধরাতলে স্থানে স্থানে করে বিজ্ঞাপন॥ যে যে ঋষি যে যে বিদ্যা করে অধ্যয়ন। এই পীঠে সে সবার স্থান অনুক্ষণ॥ শ্রীবাল্মিকী কাব্য-রস এই স্থানে পায়। নারদ কৃপায় তেঁহ আইল হেথায়॥ ধন্বন্তরী আসি হেথা আয়ুর্ব্বেদ পায়। বিশ্বামিত্র আদি ধনুর্ব্বিদ্যা শিখি যায়॥ শৌন-কাদি ঋষিগণ পড়ে বেদ মন্ত্র। দেবদেব মহাদেব আলোচয় তন্ত্র॥ ব্রহ্মা চারিমুখ হৈতেবেদ চতু-ষ্টয়। ঋষিগণ প্রার্থনায় করিল উদয়॥ কপিল রচিল সাঙ্খ্য এই স্থানে বসি। ন্যায় তর্ক প্রকা-শিল শ্রীগৌতম ঋষি॥ বৈশেষিক প্রকাশিল কণ-ভুক্ মুনি। পাতঞ্জলি যোগশাস্ত্র প্রকাশে আপনি॥ জৈমিনী মীমাংসা শাস্ত্র করিল প্রকাশ। পুরাণাদি প্রকাশিল ঋষি বেদব্যাস॥ পঞ্চরাত্র নারদাদি ঋষি পঞ্চজন। প্রকাশিয়া জীবগণে শিখায় সাধন॥ এই উপবনে সর্ব্ব উপনিষদগণ। বহুকাল শ্রীগৌ-রাঙ্গ করে আরাধন॥ অলক্ষ্যে শ্রীগৌরহরি সে সবে কহিল। নিরাকার বুদ্ধিতব হৃদয় দূষিল॥

তুমি সবে শ্রুতিরূপে মোরে না পাইবে। আমার পার্ষদ রূপে যবে জন্ম লবে॥ প্রকট লীলায় তবে দেখিবে আমায়। মমগুণ কীর্ত্তন করিবে উভরায়॥ তাহা শুনি শ্রুতিগণ নিস্তব্ধ হইয়া। গোপনে আছিল হেথা কাল অপেক্ষিয়া॥ এই ধন্য কলি-যুগ সর্ব্বযুগ সার। যাহাতে হইল শ্রীগৌরাঙ্গ অবতার॥ বিদ্যালীলা করিবেন গৌরাঙ্গ সুন্দর। গণ সহ বৃহস্পতি জন্মে অতঃপর॥ বাসুদেব সার্ব্বভৌম সেই বৃহস্পতি। গৌরাঙ্গে তুষিতে যত্ন করিলেন অতি॥ প্রভু মোর নবদ্বীপে শ্রীবিদ্যাবিলাস। করিবেন জানি মনে হইয়া উদাস॥ ইন্দ্রসভা পরিহরি নিজগণ লয়ে। জন্মি-লেন স্থানে স্থানে আনন্দিত হয়ে॥ এই বিদ্যা-নগরেতে করি বিদ্যালয়। বিদ্যা প্রচারিল সার্ব্ব-ভৌম মহাশয়॥ পাছে বিদ্যাজালে ডুবে হারাই গৌরাঙ্গ। এই মনে করি এক করিলেন রঙ্গ॥ নিজ শিষ্যগণে রাখি নদীয়া নগরে। গৌর জন্ম পূর্ব্বে তেঁহ গেলা দেশান্তরে॥ মনে ভাবে যদি আমি হই গৌর দাস। কৃপা করি মোরে প্রভু লইবেন পাশ॥ এই বলি সার্ব্বভৌম যায় নীলা-চল। মায়াবাদ শাস্ত্র তথা করিল প্রবল॥ হেথা প্রভু গৌরচন্দ্র শ্রীবিদ্যাবিলাসে। সার্ব্বভৌম

শিষ্যগণে জিনে পরিহাসে ॥ ন্যায় ফাঁকি করি প্রভু সকলে হারায়। কভু বিদ্যানগরেতে আইসে গৌররায় ॥ অধ্যাপকগণ আর পড়ুয়ারগণ। পরাজিত হয়ে সবে করে পলায়ন ॥ গৌরাঙ্গের বিদ্যা লীলা অপূর্ব্ব কথন। অবিদ্যা ছাড়ায়ে তার যে করে শ্রবণ ॥ শুনি জীব প্রেমানন্দে সে বেদ নগরে। ব্যাসপীঠে গড়াগড়ি যায় প্রেমভরে ॥ নিত্যানন্দ শ্রীচরণে করে নিবেদন। আমার সংশয় ছেদ করহ এখন ॥ সাঙ্খ্য বিদ্যা তর্ক বিদ্যা অমঙ্গলময়। কেমনে এ নিত্যধামে সে সকল রয় ॥ শুনি প্রভু নিত্যানন্দ জীবে দেয় কোল। আদর করিয়া বলে হরি হরি বোল ॥ প্রভুর পবিত্র ধামে নাহি অমঙ্গল। তর্ক সাঙ্খ্য স্বতঃ নহে হেথায় প্রবল ॥ ভক্তির অধীন সব ভক্তি দাস্য করে। কর্ম্মদোষে দুষ্ট জনে বিপর্য্যয় ধরে ॥ ভক্তি মহাদেবী হেথা আর সব দাস। সকলে করয় ভক্তিদেবীর প্রকাশ ॥ নবদ্বীপে নববিধ ভক্তি অধিষ্ঠান। ভক্তিরে সেবয় সদা কর্ম্ম আর জ্ঞান ॥ বহির্ম্মুখ জনে শাস্ত্র দেয় দুষ্টমতি। শিষ্টজনে সেই শাস্ত্র দেয় কৃষ্ণরতি ॥ প্রৌঢ়ামায়া গৌরদাসী অধিষ্ঠাত্রী দেবী। সর্ব্বযুগে এইস্থানে থাকে গৌরসেবী ॥ অতি কর্ম্মদোষ যার বৈষ্ণবেতে দ্বেষ।

তারে মায়া অন্ধ করি দেয় নানা ক্লেশ ॥ সর্ব্বপাপ সর্ব্বকর্ম্ম হেথা হয় ক্ষয়। প্রৌঢ়ামায়া বিদ্যারূপে করে কর্ম্ম লয় ॥ কিন্তু যদি শ্রীবৈষ্ণবে অপরাধ থাকে। তবে দূর করে তারে কর্ম্মের বিপাকে ॥ বিদ্যা পড়ি নদীয়ায় সে সব দুর্জ্জন। কভু নাহি পায় কৃষ্ণপদে প্রেম ধন ॥ বিদ্যার অবিদ্যা লাভ করে সেই সব। নাহি দেখে শ্রীগৌরাঙ্গ নদীয়া বৈভব ॥ অতএব বিদ্যা নহে অমঙ্গলময়। বিদ্যার অবিদ্যা ছায়া অমঙ্গল হয় ॥ এ সব স্ফুরিবে জীব গৌরাঙ্গ কৃপায়। লিখিবে আপন শাস্ত্রে প্রভুর ইচ্ছায় ॥ তোমা দ্বারা করিবেন শাস্ত্র পরকাশ। এবে চল যাই মোরা জহ্নুর আবাস ॥ বলিতে বলিতে সবে জান্নগর যায়। জহ্নু তপোবন শোভা দেখিবারে পায় ॥ নিত্যানন্দ বলে এই জহ্নুদ্বীপ নাম। ভদ্রবন নামে খ্যাত মনোহর ধাম ॥ এই স্থানে জহ্নুমুনি তপ আচরিল। সুবর্ণ প্রতিমা গৌর দর্শন করিল ॥ হেথা জহ্নুমুনি বৈসে সন্ধ্যা করিবারে। ভাগীরথী বেগে কোশাকোশী পড়ে ধারে ॥ ধারে পড়ি কোশাকোশী ভাসিয়া চলিল। গণ্ডুষে গঙ্গার জল সব পান কৈল ॥ ভগীরথ মনে ভাবে কোথা গঙ্গা গেল। বিহ্বল হইয়া তবে ভাবিতে লাগিল ॥ জহ্নুমুনি পান কৈল সব গঙ্গা-

জল। জানি ভগীরথ মনে হইল বিকল॥ কত-দিনে মুনিরে পূজিল মহাধীর। অঙ্গ বিদারিয়া গঙ্গা করিল বাহির॥ সেই হৈতে জাহ্নবী হইল নাম তাঁর। জাহ্নবী বলিয়া ডাকে সকল সংসার॥ কতদিন পরে হেথা গঙ্গার নন্দন। ভীষ্মদেব কৈল মাতামহ দরশন॥ ভীষ্মরে আদর করি জহ্নু মহাশয়। বহুদিন রাখে তারে আপন আলয়॥ জহ্নুস্থানে ভীষ্ম ধর্ম্ম শিখিল অপার। যুধিষ্ঠিরে শিক্ষাদিল সেই ধর্ম্ম সার॥ নবদ্বীপে থাকি ভীষ্ম পাইল ভক্তিধন। বৈষ্ণব মধ্যেতে ভীষ্ম হইল গণন॥ অতএব জহ্নুদ্বীপ পরম পাবন। হেথা বাস করে সদা ভাগ্যবান জন॥ সেইদিন জহ্নু-দ্বীপে নিত্যানন্দরায়। ভক্তগণ সহ রহে ভক্তের আলয়॥ পরদিন প্রাতে প্রভু লয়ে ভক্তগণ। মোদদ্রুমদ্বীপে তবে করিল গমন॥ জাহ্নব নিতাই পদ যাহার গরিমা। এ ভক্তিবিনোদ গায় নদীয়া মহিমা॥

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

শ্রীশ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ, শ্রীরামলীলা বর্ণন।

জয় জয় পঞ্চতত্ত্বাত্মক গৌরহরি। জয় জয় নবদ্বীপধাম সর্ব্বোপরি॥ মামগাছিগ্রামে গিয়া নিত্যানন্দরায়। বলে এই মোদদ্রুম অযোধ্যা হেথায়॥ পূর্ব্বকল্পে যবে রাম হৈল বনবাসী। লক্ষ্মণ জানকী লয়ে এই স্থানে আসি॥ মহাবট বৃক্ষতলে কুটীর বান্ধিয়া। কত দিন বাস কৈল আনন্দিত হৈয়া॥ নবদ্বীপ প্রভা রাম করি দরশন। অল্প অল্প হাস্য করে শ্রীরঘুনন্দন॥ কিবা দুর্ব্বাদল শ্যামরূপ মনোহর। রাজীবলোচন হস্তে ধনুক সুন্দর॥ ব্রহ্মচারী বেশ শিরে জটা শোভা করে। দর্শনে সকল প্রাণীগণ মনোহরে॥ হাসি হাসি মুখ দেখি জানকী তখন। জিজ্ঞাসে শ্রীরামে দেবী হাস্যের কারণ॥ রাম বলে শুন সীতা জনকনন্দিনি। অতি গোপনীয় এক আছেত কাহিনী॥ ধন্যকলি যবে হয় এই নদীয়ায়। পীত বর্ণ রূপ মোর দেখিবারে পায়॥ জগন্নাথমিশ্র গৃহে শ্রীশচী উদরে। গৌরাঙ্গ রূপেতে জন্ম লভিব

সত্বরে॥ বাললীলা দেখিবে যে সব ভাগ্যবান। করিব সে সবে আমি পরা প্রেম দান॥ করিব সে কালে প্রিয়ে বিদ্যার বিলাস। শ্রীনাম মাহাত্ম্য আমি করিব প্রকাশ॥ সন্ন্যাস করিয়া আমি যাব নীলাচলে। কাঁদিবে জননী স্বীয় বধূ লয়ে কোলে॥ এই কথা শুনি সীতা বলেন বচন। জননী কাঁদাবে কেন রাজীবলোচন॥ সন্ন্যাস করিবে কেন ছাড়িয়া গৃহিণী। পত্নী দুঃখ দিয়া সুখ কিবা নাহি জানি॥ শ্রীরাম বলেন প্রিয়ে তুমি সব জান॥ জীবেরে শিখাতে এবে হইলে অজ্ঞান॥ আমাতে যে প্রেম ভক্তি তার আস্বাদন। দুই মতে হয় সীতা শুনহ বচন। আমার সংযোগে সুখ সম্ভোগ বলয়। আমার বিয়োগে সুখ বিপ্রলম্ভ হয়॥ ভক্তমোর নিত্য সঙ্গী সম্ভোগ বাঞ্ছয়। মম কৃপা বশে তার বিপ্রলম্ভ হয়॥ বিপ্রলম্ভে দুঃখ যেই আমার কারণ। পরম আনন্দ তাহা জানে ভক্তজন॥ বিপ্রলম্ভ শেষে যবে সম্ভোগ উদয়। পূর্ব্বাপেক্ষা কোটিগুণ সুখ তাহে হয়॥ সেই ত সুখের হেতু আমার বিচ্ছেদ। স্বীকার করহ তুমি বলে চারি বেদ॥ শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারে কৌশল্যা জননী। শচীদেবী অদিতি বেদেতে যার ধ্বনি॥ তুমি বিষ্ণুপ্রিয়ারূপে সেবিবে আমারে। বিচ্ছেদে শ্রীগৌরমূর্ত্তি করিবে প্রচারে॥

তোমার বিচ্ছেদে কভু স্বর্ণসীতা করি। ভজিব তোমারে আমি অযোধ্যানগরী॥ তার বিনিময়ে তুমি নদীয়ানগরে। গৌরাঙ্গ প্রতিমা করি পূজিবে আমারে॥ এই গূঢ় কথা সীতা গোপনীয় অতি। লোকেতে প্রকাশ নাহি হইবে সম্প্রতি॥ এই নবদ্বীপ মোর বড় প্রিয়স্থান। অযোধ্যাদি নাহি হয় ইহার সমান॥ এই রামবট বৃক্ষ কলি আগমনে। অদর্শন হয়ে সীতা রবে সঙ্গোপনে॥ এই রূপে রাম সীতা লক্ষ্মণ সহিত। এই স্থানে কত দিন হয়ে অবস্থিত॥ দণ্ডক অরণ্যে গেলা কার্য্য সাধিবারে। রামের কুটীর স্থান পাও দেখিবারে॥ রামমিত্র গুহক প্রভুর ইচ্ছা বশে। এই স্থানে জন্মিলেন বিপ্রের ঔরসে॥ সদানন্দ বিপ্র ভট্টাচার্য্য নাম তাঁর। রাম বিনা ত্রিজগতে নাহি জানে আর॥ যেই দিন প্রভু মোর জন্মে মায়াপুরে। সেই দিন সদানন্দ ছিল মিশ্র ঘরে॥ প্রভুর জনম কালে যত দেবগণ। মিশ্রের ভবনে শিশু করে দরশন॥ পরমসাধক বিপ্র চিনে দেবগণে। জানিল আমার প্রভু জন্মিল এখানে॥ পরম কৌতুকে বিপ্র আইল নিজ ঘরে। ইষ্ট ধ্যানে দেখে বিপ্র গৌরাঙ্গ সুন্দরে॥ সিংহাসনে বসিয়াছে শ্রীগৌরাঙ্গরায়। ব্রহ্মা আদি দেবগণ চামর ঢুলায়॥ পুন দেখে

রামচন্দ্র দুর্ব্বাদল শ্যাম। নিকটে লক্ষ্ণবীর শ্রীঅনন্তধাম॥ বামে সীতা সম্মুখে ভকত হনুমান। দেখিয়া বিপ্রের হৈল প্রভুতত্ত্ব জ্ঞান॥ পরম আনন্দে বিপ্র মায়াপুরে গিয়া। অলক্ষ্যে গৌরাঙ্গ দেখে নয়ন ভরিয়া॥ ধন্য আমি ধন্য আমি বলে বারবার। গৌররূপে রামচন্দ্র সম্মুখে আমার॥ কত দিনে সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। সদানন্দ গৌর বলি তাহাতে নাচিল॥ ওহে জীব এই স্থানে শ্রীভাণ্ডীর বন। নির্ম্মল ভকতগণ করে দরশন॥ সেই সব কথা শুনি নিত্যধামে হেরি। নাচেন ভকতগণ নিত্যানন্দে ঘেরি॥ শ্রীজীবের অঙ্গে হয় সাত্ত্বিক বিকার। হা গৌরাঙ্গ বলি জীব করেন চীৎকার॥ সেই গ্রামে সেই দিন নারায়ণী ঘরে। রহিলেন নিত্যানন্দ প্রফুল্ল অন্তরে॥ পরম পবিত্র সতী ব্যাসের জননী। শ্রীবৈষ্ণবগণে সেবা করিল আপনি॥ পর দিন প্রাতে সবে চলি কত দূর। প্রবেশিল অনায়াসে শ্রীবৈকুণ্ঠপুর॥ নিতাই জাহ্নবা আজ্ঞা করিতে পালন। নদীয়া মাহাত্ম্য গায় দীন অকিঞ্চন॥

পঞ্চদশ অধ্যায়।

শ্রীবৈকুণ্ঠপুর, শ্রীরুদ্রপুর ও পুলিন বর্ণন।

পঞ্চতত্ত্ব সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়। জয় জয় নবদ্বীপ গৌরাঙ্গ আলয়॥ শ্রীবৈকুণ্ঠপুরে আসি প্রভুনিত্যানন্দ। শ্রীজীবে কহেন তবে হাসি মন্দ মন্দ॥ নবদ্বীপ অষ্টদল এক পার্শ্বে হয়। এইত বৈকুণ্ঠপুরি শুনহ নিশ্চয়॥ পরব্যোম শ্রীবৈকুণ্ঠ নারায়ণ স্থান। বিরজার পারে স্থিতি এইত সন্ধান॥ মায়ার নাহিক তথা গতি কদাচন। শ্রীভূলীলা শক্তি সেব্য তথা নারায়ণ॥ চিন্ময় ভূমির ব্রহ্ম হয় ত কিরণ। চর্ম্মচক্ষে জড়দৃষ্টি করে সর্ব্বজন॥ এই নারায়ণধামে নিত্য নিরঞ্জনে। নারদ দেখিল কভু চিন্ময় লোচনে॥ নারায়ণে দেখে পুন গৌরাঙ্গসুন্দর। দেখি হেথা কতদিনে রহে মুনিবর॥ আর এক কথা গূঢ় আছে পুরাতন। জগন্নাথ ক্ষেত্রে আইল আচার্য্য লক্ষণ॥ বহু স্তবে তুষ্ট কৈল দেব জগন্নাথে। কৃপা করি জগন্নাথ আইল সাক্ষাতে॥ সাক্ষাতে আসিয়া প্রভু বলিল বচন। নবদ্বীপধাম তুমি করহ

দর্শন॥ অতি অল্প দিনে আমি নদীয়ানগরে। প্রকট হইব জগন্নাথমিশ্র ঘরে॥ নবদ্বীপ হয় মোর অতি প্রিয় স্থান। পরব্যোম তার একদেশে অধিষ্ঠান॥ তুমি মোর নিত্যদাস ভকত প্রধান। অবশ্য দেখিবে তুমি নবদ্বীপ স্থান॥ তব শিষ্যগণ দাস্য-রসেতে মগন। হেথায় থাকুক তুমি করহ গমন॥ নবদ্বীপ না দেখে যে পাইয়া শরীর। মিথ্যা তার জন্ম ওহে রামানুজ ধীর॥ রঙ্গস্থান শ্রীবেঙ্কট যাদব অচল। নবদ্বীপ-কলা মাত্র হয় সে সকল॥ অতএব নবদ্বীপে করিয়া গমন। দেখ গৌরাঙ্গের রূপ কেশবনন্দন॥ ভক্তি প্রচারিতে তুমি আইলে ধরাতলে। সার্থক হউক জন্ম গৌর কৃপা বলে॥ নবদ্বীপ দেখি তুমি যাও কূর্ম্মস্থান। শিষ্যগণ সনে তথা হইবে মিলন॥ এত শুনি লক্ষণার্য্য যুড়ি দুই কর। জগন্নাথে নিবেদন করে অতঃপর॥ তোমার কৃপায় প্রভু গৌর কথা শুনি। কোন তত্ব গৌর-চন্দ্র তাহা নাহি জানি॥ রামানুজে কৃপা করি জগবন্ধু বলে। গোলোকের নাথ কৃষ্ণ জানেন সকলে॥ যাঁহার বিলাস মূর্ত্তি প্রভু নারায়ণ। সেই কৃষ্ণ পরতত্ব ধাম বৃন্দাবন॥ সেই কৃষ্ণ পূর্ণ রূপে নিত্য গৌরহরি। সেই বৃন্দাবনধাম নব-দ্বীপপুরী॥ নবদ্বীপে আমি নিত্য গৌরাঙ্গসুন্দর।

নবদ্বীপ শ্রেষ্ঠ ধাম জগত ভিতর ॥ আমার কৃপায়
ধাম আছে ভূমণ্ডলে । মায়া গন্ধ নাহি তথা সর্ব্ব
শাস্ত্র বলে ॥ ভূমণ্ডলে আছে বলি যদি ভাবহীন ।
তবে তা ভক্তি ক্ষয় হবে দিনদিন ॥ আমার অচিন্ত্য
শক্তি সে চিন্ময় ধামে । আমার ইচ্ছায় রাখিয়াছে
মায়াশ্রমে ॥ যুক্তির অতীত তত্ত্ব শাস্ত্র নাহি পায় ।
কেবল জানেন ভক্ত আমার কৃপায় ॥ জগন্নাথ
বাক্য শুনি রামানুজ ধীর । শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেমে
তবে হইলা অস্থির ॥ বলে প্রভু বড়ই আশ্চর্য্য
লীলা তব । বেদ শাস্ত্র নাহি জানে তোমার
বৈভব ॥ শাস্ত্রেতে বিশেষ রূপে শ্রীগৌরাঙ্গলীলা ।
কেন প্রভু জগন্নাথ ব্যক্ত না করিলা ॥ গাঢ় রূপে
শ্রুতি পুরাণাদি দেখি যবে । কভু গৌরতত্ত্ব
স্ফূর্ত্তি চিত্তে পাই তবে ॥ তব আজ্ঞা প্রাপ্ত হয়ে
ছাড়িল সংশয় । গৌরলীলা রস হৃদে হইল
উদয় ॥ আজ্ঞাহয় নবদ্বীপ করিয়া গমন । প্রচারিব
গৌরলীলা এ তিন ভুবন ॥ গূঢ়শাস্ত্র ব্যক্ত
করি জানার সবারে । গৌরভক্ত করি বল এ
তিন সংসারে ॥ রামানুজ আগ্রহ দেখিয়া জগন্নাথ ।
বলে রামানুজ নাহি বল ঐছে বাত ॥ গৌরলীলা
অতি গূঢ় রাখিবে গোপনে । সে লীলার অপ্রকটে
পাবে সর্ব্বজনে ॥ তুমি দাস্যরস মোর করহ

প্রচার। নিজে নিজ চিত্তে গৌর ভজ অনিবার॥ সঙ্কেত পাইয়া রামানুজ মহাশয়। গোপনে শ্রীনবদ্বীপে হইল উদয়॥ পাছে ব্যক্ত হয় গৌর লীলা অসময়ে। সে কারণে রামানুজে বিশ্বক্-সেন লয়ে॥ পরব্যোম শ্রীবৈকুণ্ঠপুরেতে রাখয়। এই স্থান দেখি রামানুজ মুগ্ধ হয়॥ শ্রীভূলীলা নিসেবিত পরব্যোমপতি। দেখা দিল রামানুজে কৃপা করি অতি॥ রামানুজ নিজ ইষ্টদেবের দর্শনে। আপনারে ধন্য মানি গণে মনে মনে॥ ক্ষণেকে লক্ষণ দেখে পুরট সুন্দর। জগন্নাথমিশ্র-সুত রূপ মনোহর॥ রূপের ছটায় রামানুজ মূর্চ্ছা যায়। শ্রীগৌর ধরিল পদ তাঁহার মাথায়॥ দিব্য-জ্ঞানে রামানুজ করিল স্তবন। নদীয়া প্রকট লীলা পাব দরশন॥ এই বলি প্রেমে কাঁদে রামানুজ-স্বামী। বলে নবদ্বীপ ছাড়ি নাহি যাব আমি॥ কৃপা করি গৌর হরি বলিল বচন। পূর্ণ হবে ইচ্ছা তব কেশবনন্দন॥ যে কালে নদীয়ালীলা প্রকট হইবে। তখন দ্বিতীয় জন্ম নবদ্বীপে পাবে॥ এই বলি গৌরহরি হৈল অন্তর্দ্ধান। স্বস্থ হয়ে রামানুজ করিল প্রয়ান॥ কতদিনে কূর্ম্মস্থানে হৈল উপস্থিত। তথা দেখা হৈল শিষ্যগণের সহিত॥ দাক্ষিণাত্যে গিয়া দাস্যরস ব্যক্ত করে।

নবদ্বীপ শ্রীগৌরাঙ্গ ভাবিয়া অন্তরে॥ গৌরাঙ্গের কৃপাবশে এই নিত্যধামে। জনমিল রামানুজ শ্রীঅনন্ত নামে॥ বল্লভআচার্য্য গৃহে করিয়া গমন। লক্ষ্মী গৌরাঙ্গের বিভা করে দরশন॥ অনন্তের গৃহে স্থান দেখ ভক্তগণ। হেথা নারায়ণ ভক্ত ছিল বহুজন॥ তাৎকালিক রাজাগণ এই পীঠস্থানে। নারায়ণ সেবা প্রকাশিল সবে জানে॥ নিশ্রেয়স বন এই বিরজার পার। ভক্তগণ দেখি পায় আনন্দ অপার॥ এইরূপ পূর্ব্বকথা বলিতে বলিতে। সবে উপনীত মহৎপুর সন্নিহিতে॥ প্রভু বলে এই স্থানে আছে কাম্যবন। পরম ভকতি সহ কর দরশন॥ পঞ্চবট এই স্থানে ছিল পূর্ব্ব কালে। প্রভুর ইচ্ছায় এবে গেল অন্তরালে॥ এবে এই স্থানে মাতাপুর নামে কয়। পূর্ব্ব নাম শাস্ত্রসিদ্ধ মহৎপুর হয়॥ দ্রৌপদীর সহ পাণ্ডু পুত্র পঞ্চজন। অজ্ঞাতবাসেতে গৌড়ে কৈল আগমন॥ একচক্রা গ্রামে স্বপ্নে রাজা যুধিষ্ঠির। নদীয়া মাহাত্ম্য জানি হইল অস্থির॥ পরদিন নবদ্বীপ দর্শনের আশে। এই স্থানে আইল সবে পরম উল্লাসে॥ নবদ্বীপ শোভা হেরি পাণ্ডু-পুত্রগণ। গৌড়বাসীগণ ভাগ্য করে প্রশংসন॥ কতদিন করিলেন এই স্থানে বাস। অসুর রাক্ষস-

গণে করিল বিনাশ॥ যুধিষ্ঠির-টিলা এই দেখ সর্ব্বজন। দ্রৌপদীর কুণ্ড হেথা কর দরশন॥ স্থানের মাহাত্ম্য জানি রাজা যুধিষ্ঠির। এই স্থানে কত দিন হইলেন স্থির॥ এক দিন স্বপ্নে দেখে গৌরাঙ্গের রূপ। সর্ব্বদিক্ আল করে অতি অপরূপ॥ হাঁসিতে হাঁসিতে গৌর বলিল বচন। অতি গোপ্যরূপ এই কর দরশন॥ আমি কৃষ্ণ নন্দসুত তোমার আলয়ে। মিত্র ভাবে থাকি সদা নিজ জন হয়ে॥ এই নবদ্বীপধাম সর্ব্বধাম সার। কলিতে প্রকট হয়ে নাশে অন্ধকার॥ তুমি সবে আছ চিরকাল দাস মম। আমার প্রকট কালে পাইবে জনম॥ উৎকল দেশেতে সিন্ধুতীরে তোমা সহ। একত্রে পুরুষোত্তমে রব অহরহ॥ এই স্থান হৈতে এবে যাহ ওড্র দেশ। সে দেশ পবিত্র করি নাশ জীব ক্লেশ॥ স্বপ্ন দেখি যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণে বলে। যুক্তি করি ছয় জনে ওড্র দেশে চলে॥ নবদ্বীপ ছাড়িতে হইল বড় ক্লেশ। তথাপি পালন করে প্রভুর আদেশ॥ এই স্থানে মধ্বমুনি শিষ্যগণ লয়ে। রহিলেন কতদিন ধামবাসী হয়ে॥ মধ্বরে করিয়া কৃপা গৌরাঙ্গ সুন্দর। স্বপ্নে দেখাইল রূপ অতি মনোহর॥ হাঁসি হাঁসি গৌরচন্দ্র মধ্বাচার্য্যে

বলে। তুমি নিত্যদাস মম জানেত সকলে॥ নবদ্বীপে যবে আমি প্রকট হইব। তব সম্প্রদায় আমি স্বীকার করিব॥ এবে সর্ব্বদেশে তুমি করিয়া যতন। মায়াবাদ অসচ্ছাস্ত্র কর উৎপাটন॥ শ্রীমূর্ত্তিমাহাত্ম্য তুমি কর পরকাশ। তব শুদ্ধ মত আমি করিব বিকাশ॥ এত বলি গৌরচন্দ্র হৈল অন্তর্দ্ধান। নিদ্রা ভাঙ্গি মধ্বমুনি হইল অজ্ঞান॥ আর কি দেখিব রূপ পুরট সুন্দর। বলিয়া ক্রন্দন করে মধ্ব অতঃপর॥ দৈববাণী হৈল তবে নির্ম্মল আকাশে। আমারে গোপনে ভজি আইস মম পাশে॥ সুস্থির হইয়া মধ্বাচার্য্য মহাশয়। মায়া-বাদী দিগ্বিজয়ে করিল বিজয়॥ এই সব পূর্ব্বকথা বলিতে বলিতে। রুদ্রদ্বীপে উপনীত দেখিতে দেখিতে॥ প্রভু নিত্যানন্দ বলে এই রুদ্রখণ্ড। ভাগীরথী প্রভাবে হইল দুই খণ্ড॥ লোক বাস নাহি হেথা প্রভুর ইচ্ছায়। পশ্চিমের দ্বীপ দেখ পূর্ব্বপারে যায়॥ হেথা হৈতে দেখ ঐ শ্রীশঙ্করপুর। শোভা পায় গঙ্গাতীরে দেখ কতদূর॥ শঙ্কর আচার্য্য যবে করে দিগ্বিজয়। নবদ্বীপ জয়ে তথা উপস্থিত হয়॥ মনেতে বৈষ্ণবরাজ আচার্য্য শঙ্কর। বাহিরে অদ্বৈতবাদী মায়ার কিঙ্কর॥ নিজে রুদ্র অংশ সদা প্রতাপে প্রচুর। প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধের মত

প্রচারেতে শূর ॥ প্রভুর আজ্ঞায় রুদ্র এই কার্য্য করে। আইলেন যবে তেঁহ নদীয়া নগরে॥ স্বপ্নে প্রভু গৌরচন্দ্র দিলা দরশন। কৃপা করি বলে তারে মধুর বচন॥ তুমিত আমার দাস মম আজ্ঞা ধরি। প্রচারিছ মায়াবাদ বহু যত্ন করি॥ এই নবদ্বীপধাম মম প্রিয় অতি। হেথা মায়াবাদ কভু না পাইবে গতি॥ বৃদ্ধশিব হেথা প্রৌঢ়ামায়ারে লইয়া। কল্পিত আগমগণে দেন প্রচারিয়া॥ মম ভক্তগণে দ্বেষ করে যেই জন। তাহারে কেবল তেঁহ করেন বঞ্চন॥ এই স্থানে সাধারণে মম ভক্ত হয়। দুষ্ট মত প্রচারের স্থান ইহা নয়॥ অতএব তুমি কর অন্যত্র গমন। নবদ্বীপবাসীগণে না কর পীড়ন॥ স্বপ্নে নবদ্বীপ তত্ত্ব জানিয়া তখন। ভক্ত্যাবেশে অন্য দেশে করিল গমন॥ এই রুদ্রদ্বীপ হয় রুদ্রগণ স্থান। হেথা রুদ্রগণ গৌরগুণ করে গান॥ শ্রীনীললোহিতরুদ্র গণ অধিপতি। মহানন্দে নৃত্য হেথা করে নিতি নিতি॥ রুদ্র নৃত্য দেখি আকাশেতে দেবগণ। আনন্দেতে করে সবে পুষ্প বরিষণ॥ কদাচিৎ বিষ্ণুস্বামী আসি দিগ্বিজয়ে। রুদ্রদ্বীপে রহে রাত্রে শিষ্যগণ লয়ে॥ হরি হরি বলি নৃত্য করে শিষ্যগণ। বিষ্ণুস্বামী শ্রুতি স্তুতি করেন পঠন॥

ভক্তি আলোচনা দেখি হয়ে হরষিত। কৃপা করি দেখা দিল শ্রীনীললোহিত॥ বৈষ্ণব সভায় রুদ্র হৈল উপনীত। দেখি বিষ্ণুস্বামী অতি হৈল চমকিত॥ করযুড়ি স্তব করে বিষ্ণু ততক্ষণ। দয়াদ্র হইয়া রুদ্র বলেন বচন॥ তোমরা বৈষ্ণব-জন মম প্রিয় অতি। ভক্তি আলোচনা দেখি তুষ্ট মম মতি॥ বর মাগ দিব আমি হইয়া সদয়। বৈষ্ণবে অদেয় মোর কিছু নাহি হয়॥ দণ্ডবৎ প্রণমিয়া বিষ্ণু মহাশয়। করযুড়ি বর মাগে প্রেমানন্দময়॥ এই বর দেহ প্রভু আমা সবাকারে। ভক্তি সম্প্রদায় সিদ্ধি লভি অতঃপরে॥ পরম আনন্দে রুদ্র বর করি দান। নিজ সম্প্রদায় বলি করিল আখ্যান॥ সেই হৈতে বিষ্ণুস্বামী স্বীয় সম্প্রদায। শ্রীরুদ্র নামেতে খ্যাতি দিয়া নাচে গায়॥ রুদ্র কৃপা বলে বিষ্ণু এ স্থানে রহিয়া। ভজিল শ্রীগৌরচন্দ্র প্রেমের লাগিয়া॥ স্বপ্নে আসি শ্রীগৌরাঙ্গ বিষ্ণুরে বলিল। মম ভক্ত রুদ্র কৃপা তোমারে হইল॥ ধন্য তুমি নবদ্বীপে পাইলে ভক্তি ধন। শুদ্ধাদ্বৈত মত প্রচারহ এই-ক্ষণ॥ কতদিনে হবে মোর প্রকট সময়। শ্রীবল্লভভট্ট রূপে হইবে উদয়॥ শ্রীক্ষেত্রে আমারে তুমি করি দরশনে। সম্প্রদায় সিদ্ধি

পাবে গিয়া মহাবনে ॥ ওহে জীব শ্রীবল্লভ গোকুলে এখন। তুমি তথা গেলে পাবে তার দরশন ॥ এত বলি নিত্যানন্দ দক্ষিণাভিমুখে। পারডাঙ্গা শ্রীপুলিনে চলিলেন সুখে ॥ পুলিনে যাইয়া প্রভু নিত্যানন্দরায়। শ্রীরাসমণ্ডল ধীরসমীর দেখায় ॥ বলে জীব এই দেখ নিত্য-বৃন্দাবন। বৃন্দাবন লীলা হেথা পায় দরশন ॥ বৃন্দাবন শুনি জীব প্রেমেতে বিহ্বল। নয়নেতে বহে দরদর প্রেম-জল ॥ প্রভু বলে শ্রীগৌরাঙ্গ লয়ে ভক্তজন। এই স্থানে রাসপদ্য করিল কীর্ত্তন ॥ মহারাস লীলাস্থান যথা বৃন্দাবনে। তথা এই স্থান জীব জাহ্নবী পুলিনে ॥ নিত্যরাস হয় হেথা গোপী-গণ সনে। দরশন করে কভু ভাগ্যবান জনে ॥ ইহার পশ্চিমে দেখ শ্রীধীরসমীর। ভজনের স্থান এই শুন ওহে ধীর ॥ ব্রজে ধীরসমীর যে যমুনার তীরে। সেই স্থান হেথা গাঙ্গপুলিন ভিতরে ॥ দেখিতে গঙ্গার তীর বস্তুত তা নয়। গঙ্গার পশ্চিমধারে শ্রীযমুনা বয় ॥ যমুনার তীরে এই পুলিন সুন্দর। অতএব বৃন্দাবন বলে বিশ্বম্ভর ॥ বৃন্দাবনে যতস্থান লীলার আছয়। সে সব জানহ জীব এই স্থানে হয় ॥ বৃন্দাবনে নবদ্বীপে কিছু নাহি ভেদ। গৌর কৃষ্ণে কভু

নাহি করিবে প্রভেদ ॥ মহাভাবে গরগর নিত্যা-
নন্দরায় । বৃন্দাবন দেখাইয়া জীবে লয়ে যায় ॥
কতদূরে উত্তরেতে করিয়া গমন । রুদ্রদ্বীপে
সেই রাত্রি করিল যাপন ॥ নিতাই জাহ্নবা পদ
যাহার সম্পদ । নদীয়া মাহাত্ম্য গায় সে ভক্তি-
বিনোদ ॥

ষোড়শ অধ্যায়।

শ্রীবিল্বপক্ষ ও শ্রীভরদ্বাজটিলা বর্ণন।

জয় জয় নদীয়াবিহারী গৌরচন্দ। জয় একচক্রাপতি প্রভু নিত্যানন্দ॥ জয় শান্তিপুর-নাথ অদ্বৈত ঈশ্বর। রামচন্দ্রপুরবাসী জয় গদাধর॥ জয় জয় গৌড়ভূমি চিন্তামণি সার। কলিযুগে কৃষ্ণ যথা করিলা বিহার॥ শ্রীজাহ্নবী পার হয়ে পদ্মারনন্দন। কিছুদূরে গিয়া বলে দেখ ভক্তগণ॥ বিল্বপক্ষ নাম এই স্থান মনোহর। বেলপুখরিয়া বলি বলে সর্ব্ব নর॥ ব্রজধামে যারে শাস্ত্রে বলে বিল্ববন। নবদ্বীপে সেই স্থান কর দরশন॥ পঞ্চবক্ত্র বিল্বকেশ আছিল হেথায়। একপক্ষ বিল্বদলে আরাধিয়া তাঁয়॥ ব্রাহ্মণ সজ্জনগণে তুষিল তাঁহারে। কৃষ্ণভক্তি বর দিল তাহা সবাকারে॥ সেই বিপ্রগণ মধ্যে নিম্বাদিত্য ছিল। বিশেষ করিয়া পঞ্চবক্ত্রে আরাধিল॥ কৃপা করি পঞ্চবক্ত্র কহিল তখন। এই গ্রাম প্রান্তে আছে দিব্য বিল্ববন॥ সেই

বন মধ্যে চতুঃসন আছে ধ্যানে। তাঁদের কৃপায় তব হবে দিব্য জ্ঞানে॥ চতুঃসন গুরু তব তাঁদের সেবায়। সর্ব্ব অর্থ লাভ তব হইবে হেথায়॥ এত বলি মহেশ্বর হৈল অন্তর্দ্ধান। নিম্বাদিত্য অন্বেষণ করি পায় স্থান॥ বিল্ববন মধ্যে দেখে বেদী মনোহর। চতুঃসন বসিয়াছে তাহার উপর॥ সনক সনন্দ আর ঋষি সনাতন। শ্রীসনৎকুমার এই ঋষি চারি জন॥ বৃদ্ধকেশ সন্নিধানে অন্য অলক্ষিত। বস্ত্রহীন সুকুমার উদার চরিত॥ দেখি নিম্বাদিত্যাচার্য্য পরম কৌতুকে। হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ ডাকি বলে সুখে॥ হরিনাম শুনি কাণে ধ্যান ভঙ্গ হৈল। সম্মুখে বৈষ্ণবমূর্ত্তি দেখিতে পাইল॥ বৈষ্ণব দেখিয়া সবে হয়ে হৃষ্টমন। নিম্বাদিত্যে ক্রমে ক্রমে দেয় আলিঙ্গন॥ কে তুমি কেন বা হেথা বল পরিচয়। তোমার প্রার্থনা মোরা পূরিব নিশ্চয়॥ শুনি নিম্বাদিত্য দণ্ডবৎ প্রণমিয়া। নিজ পরিচয় দেয় বিনীত হইয়া॥ নিম্বার্কের পরিচয় করিয়া শ্রবণ। শ্রীসনৎকুমার কয় সহাস্য বদন॥ কলি ঘোর হইবে জানিয়া কৃপাময়। ভক্তি প্রচারিতে চিত্তে করিল নিশ্চয়॥ চারিজন ভক্তে শক্তি করিয়া অর্পণ। ভক্তি প্রচারিতে বিশ্বে করিল প্রেরণ॥ রামানুজ মধ্ব বিষ্ণু

এই তিন জন। তুমিত চতুর্থ হও ভক্ত মহাজন॥ শ্রীদেবী করিল রামানুজে অঙ্গীকার। ব্রহ্মা মধ্বাচার্য্যে রুদ্র বিষ্ণুকে স্বীকার॥ আমরা তোমাকে আজ জানিনু আপন। শিষ্য করি ধন্য হই এই প্রয়োজন॥ পূর্ব্বে মোরা অভেদ-চিন্তায় ছিনু রত। কৃপাযোগে সেই পাপ হৈল দূরগত॥ এবে শুদ্ধ ভক্তি অতি উপাদেয় জানি। সংহিতা রচনা করিয়াছি একখানি॥ সনৎকুমার সংহিতা ইহার নাম হয়। এইমতে দীক্ষা তব হইবে নিশ্চয়॥ গুরু অনুগ্রহ দেখি নিম্বার্ক ধীমান। অবিলম্বে আইলা করি ভাগীরথী স্নান॥ সাষ্টাঙ্গে পড়িয়া বলে সদৈন্য বচন। এ অধমে তার নাথ পতিতপাবন॥ চতুঃসন কৈল শ্রীযুগল মন্ত্র দান। ভাবমার্গে উপাসনা করিল বিধান॥ মন্ত্র লভি নিম্বাদিত্য সিদ্ধ পীঠস্থানে। উপাসনা করিলেন সংহিতা বিধানে॥ কৃপা করি রাধাকৃষ্ণ তারে দেখা দিল। রূপের ছটায় চতুর্দ্দিক আলো হৈল॥ মৃদু মৃদু হাঁসি মুখে বলেন বচন। ধন্য তুমি নিম্বাদিত্য করিলে সাধন॥ অতি প্রিয় নব-দ্বীপ আমা দোঁহাকার। হেথা দোঁহে একরূপ শচীর কুমার॥ বলিতে বলিতে গৌররূপ প্রকাশিল। রূপ দেখি নিম্বাদিত্য বিহ্বল হইল॥ বলে কভু

নাহি দেখি নাহি শুনি কাণে। এহেন অপূর্ব্ব রূপ আছে কোনখানে॥ কৃপা করি মহাপ্রভু বলিল তখন। এরূপ গোপন এবে কর মহাজন॥ প্রচারহ কৃষ্ণভক্তি যুগল বিলাস। যুগল বিলাসে মোর অত্যন্ত উল্লাস॥ যে সময়ে গৌররূপ প্রকট হইবে। শ্রীবিদ্যাবিলাসে তবে বড় রঙ্গ হবে॥ সে সময়ে কাশ্মীর প্রদেশে জন্ম লয়ে। ভ্রমিবে ভারতবর্ষ দিগ্বিজয়ী হয়ে॥ কেশবকাশ্মীরী নামে সকলে তোমায়। মহাবিদ্যাবান বলি সর্ব্বত্রেতে গায়॥ ভ্রমিতে ভ্রমিতে এই নবদ্বীপধামে। আসিয়া থাকিবে তুমি মায়াপুরগ্রামে॥ নবদ্বীপে বড় বড় অধ্যাপকগণ। তব নাম শুনি করিবেক পলায়ন॥ আমিত তখন বিদ্যাবিলাসে মাতিব। পরাজিয়া তোমা সবে আনন্দ লভিব॥ সরস্বতী কৃপাবলে জানি মম তত্ব। আশ্রয় করিবে মোরে ছাড়িয়া মহত্ব॥ ভক্তি দান করি আমি তোমারে তখন। ভক্তি প্রচারিতে পুনঃ করিব প্রেরণ॥ অতএব 'দ্বৈতাদ্বৈত মত প্রচারিয়া। তুষ্ট কর এবে মোরে গোপন করিয়া॥ যবে আমি সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিব। তোমাদের মতসার নিজে প্রচারিব॥ মাধ্ব হইতে সারদ্বয় করিব গ্রহণ। এক হয় কেবল অদ্বৈত নিরসন॥ কৃষ্ণমূর্ত্তি নিত্য জানি

তাহার সেবা। সেইত দ্বিতীয় সার, জান মহা-জন॥ রামানুজ হৈতে আমি লই দুই সার। অনন্য ভকতি ভক্তজন সেবা আর॥ বিষ্ণু হৈতে দুই সার করিব স্বীকার। ত্বদীয় সর্ব্বস্ব ভাব রাগ-মার্গ আর॥ তোমা হৈতে লব আমি দুই মহা-সার। একান্ত রাধিকাশ্রয় গোপীভাব আর॥ এত বলি গৌরচন্দ্র হৈল অদর্শন। প্রেমে নিম্বা-দিত্য কত করিল রোদন॥ গুরুপাদপদ্ম নমি চলে দেশান্তর। কৃষ্ণভক্তি প্রচারিতে হইয়া তৎপর॥ দূর হৈতে রামতীর্থ জীবেরে দেখায়। কোলাসুরে হলধর বধিল যথায়॥ করিলেন গঙ্গাস্নান লয়ে ভক্তগণ। রুক্মপুর বলি নাম প্রকাশ এখন॥ নবদ্বীপ পরিক্রমা ঐ একশেষ। কার্ত্তিক মাসেতে তথা মাহাত্ম্য বিশেষ॥ বিল্বপক্ষ ছাড়ি প্রভু লয়ে ভক্তগণ। ভরদ্বাজটিলা গ্রামে করে আরোহণ॥ নিত্যানন্দ বলে এই স্থানে মুনিবর। আইলেন দেখি তীর্থ শ্রীগঙ্গাসাগর॥ হেথা শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র করি আরাধন। রহিলেন কতদিন মুনি মহাজন॥ তাঁর আরাধনে তুষ্ট হয়ে বিশ্বম্ভর। নিজরূপে দেখা দিলা সদয় অন্তর॥ মুনিরে বলিল তব ইষ্ট সিদ্ধ হবে। আমার প্রকট কালে আমারে দেখিবে॥ এই কথা বলি প্রভু হৈল অন্তর্দ্ধান।

ভরদ্বাজ মহাপ্রেমে হইল অজ্ঞান॥ কতদিন থাকি এই টিলার উপর। অন্যতীর্থ দরশনে গেলা মুনি-বর॥ লোকেতে ভারুইডাঙ্গা বলে এই স্থানে। মহাতীর্থ হয় এই শাস্ত্রের বিধানে॥ বলিতে বলিতে সবে যায় মায়াপুর। আগুবাড়ি লয় সবে ঈশানঠাকুর॥ মহাপ্রেমে নিত্যানন্দ করেন নর্ত্তন। সকল বৈষ্ণব মেলি করেন কীর্ত্তন॥ জগন্নাথ মিশ্রালয় সর্ব্ব পীঠ সার। নাম সহ যথা শ্রীগৌরাঙ্গ অবতার॥ সেইদিন প্রভু গৃহে প্রভুর জননী। বৈষ্ণবগণেরে অন্ন খাওয়ান আপনি॥ কি আনন্দ হৈল তথা না হয় বর্ণন। মহা সমা-রোহে হয় নাম সঙ্কীর্ত্তন॥ নিতাই জাহ্নবা পদ ছায়া যার আশ। এ ভক্তিবিনোদ গায় নদীয়া বিলাস॥

সপ্তদশ অধ্যায়।

শ্রীজীবগোস্বামীর প্রশ্নোত্তর।

জয় জয় গোরাচাঁদ জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈত গদাধর প্রেম-রসানন্দ॥ জয় শ্রীবাসাদি ভক্ত নবদ্বীপ জয়। জয় নাম সঙ্কীর্ত্তন প্রেমের নিলয়॥ বসিয়াছে নিত্যানন্দ শ্রীবাসঅঙ্গণে। গৌরপ্রেমে বারিধারা বহে দুনয়নে॥ চারিদিকে বৈষ্ণব সজ্জন অগণন। গৌরপ্রেম পারাবারে মগ্ন সর্ব্বজন॥ কতক্ষণে শ্রীজীবগোস্বামী মহাশয়। শ্রীযুগল প্রেমে মত্ত হইল উদয়॥ দণ্ডবৎ প্রণমিয়া নিত্যানন্দ পায়। শ্রীবাসঅঙ্গণে তবে গড়াগড়ি যায়॥ যতনে শ্রীনিত্যানন্দ জিজ্ঞাসে বচন। কতদিন পরে যাবে তুমি বৃন্দাবন॥ জীব বলে প্রভু আজ্ঞা সর্ব্বোপরি হয়। আজ্ঞা পাইলে করি আমি বৃন্দাবনাশ্রয়॥ দুই এক কথা মোর আছে জিজ্ঞাসিতে। উত্তর দেও হে প্রভু এ দাসের হিতে॥ এই নবদ্বীপধাম হয় বৃন্দাবন। তবে কেন বৃন্দাবন গমনে যতন॥ জীব প্রশ্ন শুনি প্রভু করেন উত্তর। বড় গুহ্যকথা এই শুন অতঃপর॥

প্রভুর প্রকট লীলা যতদিন রয়। দেখ যেন বহির্ম্মুখ জনে না জানয়॥ নবদ্বীপ বৃন্দাবন হয় এক তত্ত্ব। পরস্পর কিছু নাহি হীনত্ব মহত্ত্ব॥ সেই বৃন্দাবনধাম রসের আধার। সে রস না পায় যার নাহি অধিকার॥ কৃপা করি সেই ধাম নবদ্বীপ হয়। হেথা রস অধিকার জীবে উপজয়॥ রাধাকৃষ্ণ লীলা হয় সর্ব্ব রস সার। সহসা তাহাতে নাহি হয় অধিকার॥ কত জন্ম তপস্যা করিয়া হয় জ্ঞান। জ্ঞান পরিপক্কে পায় রসের সন্ধান॥ তাহাতে ব্যাঘাত বহু আছে সর্ব্বক্ষণ। অতএব সুদুর্ল্লভ রস মহাধন॥ যেই সেই ব্রজে গিয়া নাহি পায় রস। অপরাধ বশে রস হয়ত বিরস॥ ঘোর কলিকালে অপরাধ সর্ব্বকাল। জীবের জীবন স্বল্প বড়ই জঞ্জাল॥ ইচ্ছা করিলেও ব্রজরস লভ্য নয়। অতএব কৃষ্ণ কৃপা রস হেতু নয়॥ রাধাকৃষ্ণ কৃপা করি জীবের উপর। বৃন্দাবন সহ সমুদিত অতঃপর॥ এক মূর্ত্তি রাধাকৃষ্ণ প্রভু গৌরহরি। শচীগর্ভে নবদ্বীপে এবে অবতরি॥ রস অধিকার জীবে করেন প্রদান। অপরাধ বাধা কভু নাহি পায় স্থান॥ হেথা বাস করি নাম করিলে আশ্রয়। রসে অধিকার জন্মে অপরাধ ক্ষয়॥ স্বল্পদিনে কৃষ্ণপ্রেম হয়ত উজ্জ্বল।

যুগল-রসের বার্ত্তা হয়ত প্রবল॥ তবে জীব গৌর-কৃপা করিয়া অর্জ্জন। যুগল-রসের পীঠ পায় বৃন্দাবন॥ গূঢ় তত্ব এই নাহি কহ যারে তারে। নবদ্বীপ বৃন্দাবনে ভেদ হৈতে নারে॥ তোমার আশ্রয় এবে রসপীঠ হয়। অতএব বৃন্দাবন করহ আশ্রয়॥ এই ধামে বৃন্দাবন হয়ত উদয়। তবু ব্রজধাম তব হউক আশ্রয়॥ ব্রজরস অধিকারে নবদ্বীপাশ্রয়। জীবের কর্ত্তব্য সদা বল্লভতনয়॥ ব্রজরস প্রাপ্তিস্থলে বৃন্দাবন বাস। জীবের যথায় হয় রসের উল্লাস॥ নবদ্বীপ কৃপা যবে লভে সাধুজন। তবে অনায়াসে লভে ধাম বৃন্দাবন॥ প্রভুর সিদ্ধান্ত শুনি জীব মহাশয়। পরম আনন্দে প্রভুচরণ ধরয়॥ চরণ ধরিয়া বলে কথা এক আর। আছে মোর শুন প্রভু সর্ব্বসারাৎসার॥ এই নবদ্বীপে বাস করে বহুজন। সবে কেন কৃষ্ণ-ভক্তি না করে অর্জ্জন॥ ধামে বৈসে তবু কেন অপরাধ রয়। আমার হইল এবে বিষম সংশয়॥ কিসে তবে নিশ্চিন্ত হইবে বিষ্ণুজন'। বল প্রভু বিশ্বধাম নিত্য নিরঞ্জন॥ নিতাই জাহ্নবা পদ-ছায়া আশ যার। সে ভক্তিবিনোদ কহে অকিঞ্চন ছার॥

অষ্টাদশ অধ্যায়।

শ্রীজীব গোস্বামীর সংশয় ছেদ ও তাঁহার শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা।

জয় জয় শ্রীগৌরাঙ্গ শচীর নন্দন। জয় পদ্মাবতীসুত জাহ্নবাজীবন ॥ জয় সীতাপতি জয় জয় গদাধর। জয় শ্রীবাসাদি যত গৌর পরিকর ॥ শুনিয়া জীবের প্রশ্ন নিত্যানন্দরায়। বলেন নিগূঢ় তত্ত্ব বৈষ্ণবসভায় ॥ শুন জীব বৃন্দাবন নবদ্বীপধাম। অজস্র আনন্দময় জীবের বিশ্রাম ॥ শুদ্ধজীবগণ জড়াপ্রকৃতির পার। সদা বাস করে হেথা কৃষ্ণপরিবার ॥ এই ধাম নিত্যধাম বিশুদ্ধ চিন্ময়। জড়দেশকাল হেথা পায় পরাজয় ॥ এ ধামের দেশকাল চিদানন্দময়। জড়ধর্ম্ম বিপর্য্যয় সদা লক্ষ্য হয় ॥ গৃহ দ্বার নদ নদী কানন চত্বর। চিন্ময় সকল জান অতি মনোহর ॥ সেই ত আনন্দধাম প্রকৃতির পার। অচিন্ত্য কৃষ্ণের শক্তি পরম উদার ॥ সেই শক্তি ক্রমে ধাম হেথা অবতার। জীবের নিস্তার জন্য কৃষ্ণ ইচ্ছা সার ॥ ধাম মধ্যে কভু নহে জড় অবস্থিতি। জড়বদ্ধ জীব নাহি পায় হেথা গতি ॥ ধামের

উপরে জড়মায়া পাতি জাল। আচ্ছাদিয়া শোভা এই ধাম চিরকাল॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে যার আমার। সম্বন্ধ। জালের উপরে বাস করে সেই অন্ধ॥ মনে ভাবে আমি আছি নবদ্বীপপুরে। প্রৌঢ়া-মায়া মুগ্ধ করি রাখে তারে দূরে॥ যদি কোন ভাগ্যোদয়ে সাধুসঙ্গ পায়। তবে কৃষ্ণচৈতন্য সম্বন্ধ আসে তায়॥ সম্বন্ধ নিগূঢ় তত্ত্ব বল্লভনন্দন। সহজে না বুঝে বদ্ধ জীব সেই ধন॥ মুখে বলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু মোর। হৃদয় সম্বন্ধহীন সদা মায়াভোর॥ সেই সব লোক বৈসে মায়াজালো-পরি। কভু শুদ্ধভক্তি নাহি পায় হরি হরি॥ ধর্ম্মধ্বজী সুকপটী সদা দৈন্যহীন। দম্ভগুণে আপ-নাকে ভাবে সমীচীন॥ সেই দম্ভ ছাড়ে সাধু চরণ প্রসাদে। তৃণ হৈতে আপনাকে দীন করি সাধে॥ বৃক্ষাপেক্ষা হয় তার সহিষ্ণুতাগুণ। অমানী আপনি অন্যে সম্মানে নিপুণ॥ এই চারি গুণে গুণী কৃষ্ণগুণ গায়। চৈতন্য সম্বন্ধ তার বসেন হিয়ায়॥ শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধ শান্ত দাস্য সখ্য আর। বাৎসল্য মধুর ইতি পঞ্চপরকার॥ শান্ত দাস্য-ভাবে করি গৌরাঙ্গ ভজন। লভে বাৎসল্যাদি-রস কৃষ্ণে সাধুজন॥ যার যেই সম্বন্ধ জনিত সিদ্ধথী ভাব। তাহার ভজনে সেই ভাবের প্রভাব॥

কৃষ্ণে ভেদ যার সেই জীব ছার। শ্রীকৃষ্ণ কভু না হয় তাহার ॥ সাধুসঙ্গে দৈন্য আদি গুণ যার হয়। সেই জীব দাস্যরসে গৌরাঙ্গ ভজয় ॥ দাস্যরস পরাকাষ্ঠা গৌরাঙ্গ ভজনে। মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ বলে সাধুজনে ॥ মধুর প্রেমেতে যার হয় অধিকার। রাধাকৃষ্ণরূপে গৌর ভজন তাহার ॥ রাধাকৃষ্ণ ঐক্য মোর শ্রীগৌরাঙ্গরায়। যুগল বিলাস ঐক্যে স্বতঃ নাহি ভায় ॥ দাস্য পরিপক্কে যবে জীবের হৃদয়ে। শ্রীমধুররস উদে মূর্ত্তিমান হয়ে ॥ সে সময় ভজনীয় তত্ব গৌরহরি। রাধাকৃষ্ণরূপ হয়ে ব্রজে অবতরি ॥ নিত্যলীলা-রসে সেই ভক্তকে ডুবায়। রাধাকৃষ্ণ নিত্যলীলা ব্রজধাম পায় ॥ নবদ্বীপে ব্রজে সেই নিগূঢ় সম্বন্ধ। এক হয়ে দুই হয় নাহি দেখে অন্ধ ॥ সেই ত সম্বন্ধ গৌরে কৃষ্ণে জান সার। মধুররসেতে গৌর যুগল আকার ॥ এই সব তত্ব তোরে রূপ-সনাতন। জানাইবে অল্পদিনে বল্লভনন্দন ॥ তোরে বৃন্দাবনে প্রভু দিল অধিকার। বিলম্ব না কর জীব ব্রজে যেতে আর ॥ এতবলি প্রভু তার মস্তকে চরণ। অর্পণ করিয়া শক্তি করে সঞ্চরণ ॥ মহাপ্রেমে শ্রীজীব গোস্বামী কতক্ষণ। নিত্যানন্দ পদতলে রহে অচেতন ॥ শ্রীবাসঅঙ্গনে জীব

গড়াগড়ি যায়। সাত্বিক বিকার সর্ব্ব দেহে শোভা পায়॥ কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলে দুর্ভাগ্য আমার। না দেখিনু এ নয়নে নদীয়াবিহার॥ জীব নিস্তারিতে লীলা কৈল গৌররায়। সে লীলা না দেখি মোর দিন বৃথা যায়॥ শ্রীজীব যাইবে ব্রজে করিয়া শ্রবণ। শ্রীবাসঅঙ্গনে আইল যত সাধুজন॥ বৃদ্ধ সব শ্রীজীবে করেন আশীর্ব্বাদ কনিষ্ঠ বৈষ্ণব মাগে শ্রীজীবপ্রসাদ॥ করযুড়ি বলে জীব সকল বৈষ্ণবে॥ মম অপরাধ কিছুমাত্র নাহি লবে॥ তোমরা চৈতন্যদাস জগতের গুরু। এ ক্ষুদ্র জীবেরে দয়া কর কল্পতরু॥ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যে মোর থাক্ রতি মতি। নিত্যানন্দ প্রভু হক্ জন্মে জন্মে গতি॥ নাহি বুঝি বাল্যকালে ছাড়িলাম ঘর। তুমি সব জীবনের বন্ধু অতঃপর॥ বৈষ্ণবানুকম্পা বিনা কৃষ্ণ নাহি পাই। বৈষ্ণব চরণধূলি দেহ সবে ভাই॥ এতবলি সকলে করিয়া স্তুতি নতি। নিত্যানন্দ প্রভুর লইয়া অনুমতি॥ জগন্নাথ গৃহে গিয়া শচীর চরণে। ব্রজে যাইতে আজ্ঞা লয় বিকলিত মনে॥ শ্রীচরণরেণু দিয়া শচীদেবী তায়। আশীর্ব্বাদ করি জীবে করিল বিদায়॥ কাঁদিতে কাঁদিতে জীব ভাগীরথী পার। হা গৌরাঙ্গ বলি যায় আজ্ঞা জানি সার॥

কতক্ষণ চলি চলি নবদ্বীপ সীমা। পার হয়ে যায় জীব অনন্ত মহিমা॥ নবদ্বীপধাম ছাড়ি শ্রীজীব তখন। সাষ্টাঙ্গ প্রণমি চলে যথা বৃন্দাবন॥ ব্রজধাম শ্রীযমুনা রূপসনাতন। জাগিতে লাগিল হৃদে জীবের তখন॥ পথিমধ্যে রাত্রে স্বপ্নে দেখে গৌররায়। জীবেরে বলেন তুমি যাও মথুরায়॥ অতি প্রিয় তুমি আর রূপসনাতন। একত্রে করহ ভক্তিশাস্ত্র প্রকটন॥ আমার যুগল সেবা তোমার জীবন। শ্রীব্রজবিলাস সদা করহ দর্শন॥ স্বপ্ন দেখি জীবের আনন্দ হৈল অতি। ব্রজধাম প্রতি ধায় সুসত্বর গতি॥ ব্রজে গিয়া শ্রীজীবগোস্বামী মহাশয়। যে যে কার্য্য সাধিল তা বর্ণন না হয়॥ ভাগ্যবান জন পরে করিবে বর্ণন। শুনিবে আনন্দ-চিত্তে যত সাধুজন॥ ছারবুদ্ধি এ ভক্তিবিনোদ অভা-জন। শ্রীধাম ভ্রমণবার্ত্তা করিল বর্ণন॥ বৈষ্ণব-চরণে মোর এই সে প্রার্থনা। শ্রীগৌরসম্বন্ধ মোর হউক যোজনা॥ শ্রীগৌর সম্বন্ধ সহ নবদ্বীপ বাস। হউক অচিরে মোর এই অভিলাষ॥ বিষয় গর্ত্তের কীট অতি দুরাচার। ভক্তিহীন কাম রত ক্রোধে মত্ত আর॥ এ হেন দুর্জ্জন আমি মায়ার কিঙ্কর। শ্রীগৌর সম্বন্ধ কিসে পাই অতঃ-পর॥ নবদ্বীপধাম মোরে অনুগ্রহ করি। উদয়

হউন হৃদে ডুবে আমি তরি॥ প্রৌঢ়ামায়া কুল-দেবী কৃপা অকপট। ভরসা তরিতে মাত্র অবিদ্যা সঙ্কট॥ বৃদ্ধশিব ক্ষেত্রপাল হউন সদয়। চিদ্ধাম আমার চক্ষে হউন উদয়॥ নবদ্বীপবাসী যত গৌরভক্তগণ। এ পামর শিরে সবে ধরুন চরণ॥ এই ত প্রার্থনা মোর শুন সর্ব্বজন। অচিরেতে যেন পাই চৈতন্যচরণ॥ নিত্যানন্দ শ্রীজাহ্নবা আদেশ পাইয়া। বর্ণিলাম নবদ্বীপ অতি দীন হৈয়া॥ নবদ্বীপ গৌর নিত্যানন্দ নামময়। এই গ্রন্থ বিরচিত হইল নিশ্চয়॥ অতএব এই গ্রন্থ পরম পাবন। রচনা দোষেতে দোষী নহে কদাচন॥ এই গ্রন্থ পাঠ করি গৌরভক্তজন। পরিক্রমা ফল সদা করেন অর্জ্জন॥ পরিক্রমাকালে গ্রন্থ কৈলে আলোচন। শতগুণ ফল হয় শাস্ত্রের বচন॥ নিতাই জাহ্নবা পদ ছায়া আশ যার। নদীয়া মাহাত্ম্য গায় দীন হীন ছার॥

পরিক্রমাখণ্ড সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্যম্

প্রমাণখণ্ডঃ।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্যম্।

প্রমাণ খণ্ডঃ।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

নত্বা ব্রজযুবদ্বন্দ্বং তদৈক্যঞ্চ মহাপ্রভুং। শ্রূয়তাং ধাম-মাহাত্ম্যং প্রমাণসংগ্রহোদিতং॥ ক॥ শ্রীনবদ্বীপমুদ্দিশ্য শ্রুতিভি-র্যৎপ্রকাশিতং। তদহং সংগ্রহীষ্যামি বৈষ্ণবানাং সতাং মুদে॥ খ॥ নবদ্বীপং সমুদ্দিশ্য ছান্দোগ্যে কথিতং হি যৎ। তদাদৌ শ্রূয়তাং সাধো শ্রদ্ধয়া শাঠ্যশূন্যয়া॥ গ॥ অত্র ব্রহ্ম-পুরং নাম পুণ্ডরীকং যদুচ্যতে। তদেবাষ্টদলং পদ্মসন্নিভং পুরমদ্ভুতং॥ ঘ॥ তন্মধ্যে দহরং সাক্ষাৎ মায়াপুরমিতীর্য্যতে। তত্র বেশ্ম ভগবতশ্চৈতন্যস্য পরাত্মনঃ॥ ঙ॥ তস্মিন্ যস্তস্তনা-কাশো হ্যন্তর্দ্বীপঃ স উচ্যতে॥ চ॥

হরিঃ ওঁ। অথ যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং, পুণ্ডরীকং বেশ্ম দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশস্তস্মিন্ যদন্তস্তদন্বেষ্টব্যং তদ্বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি॥ ১॥ তঞ্চেদ্‌ব্রূয়ুর্যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশঃ কিন্তদত্র বিদ্যতে যদন্বে-

---

ছান্দোগ্য উপনিষদের অষ্টম প্রপাঠকে ব্রহ্মধাম অর্থাৎ গোলোক বৃন্দাবন নবদ্বীপ প্রভৃতি সংজ্ঞাবিশিষ্ট অপ্রাকৃত চিদ্ধা-

ষ্টব্যং যদ্বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি ॥ ২ ॥ ব্রূয়াদ্যাবান্বা অয়মাকাশস্তাবানেষোঽন্তর্হৃদয় আকাশ উভে অস্মিন্ দ্যাবাপৃথিবী অন্তরেব সমাহিতে উভাবগ্নিশ্চ বায়ুশ্চ সূর্য্যাচন্দ্রমসাবুভৌ বিদ্যুন্নক্ষত্রাণি যচ্চাস্যেহাস্তি যচ্চ নাস্তি সর্ব্বং তদস্মিন্ সমাহিতমিতি ॥ ৩ ॥ তঞ্চেদ্ব্রূয়ুরস্মিংশ্চেদিদং ব্রহ্মপুরে সর্ব্বং সমাহিতং সর্ব্বাণি চ ভূতানি সর্ব্বে চ কামা যদৈতজ্জরাবাপ্নোতি প্রধ্বংসতে বা কিং ততোঽতিশিষ্যত ইতি ॥ ৪ ॥ স ব্রূয়ান্নাস্য জরয়ৈতজ্জীর্য্যতি ন বধেনাস্য হন্যত এতৎ সত্যং ব্রহ্মপুরমস্মিন্ কামাঃ সমাহিতা এষ আত্মাঽপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্ব্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পো যথা হ্যেবেহ প্রজা অন্বাবিশন্তি যথাঽনুশাসনং যং যমন্তমভিকামা ভবন্তি যং জনপদং যং ক্ষেত্রভাগং তং তমেবোপজীবন্তি ॥ ৫ ॥ তদ্যথেহ কর্ম্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়ত এবমেবামুত্র পুণ্যজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে তদ্য ইহাত্মানমননুবিদ্য ব্রজন্ত্যেতাংশ্চ সত্যান্ কামাংস্তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষ্বকামচারো ভবত্যথ য ইহাত্মানমননুবিদ্য ব্রজন্ত্যেতাংশ্চ সত্যান্ কামাংস্তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি ॥ ৬ ॥ স যদি পিতৃলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি তেন পিতৃলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে ॥ ৭ ॥ অথ যদি মাতৃলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য মাতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি তেন

মের বর্ণন দেখা যায়। এই জড়জগতে যে বৈচিত্র্য সে সমুদায় এবং তদতিরিক্ত বহুতর সাত্বিক বৈচিত্র্য তথায় সমাহিতরূপে আছে। আত্মজ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তির সেই ধামপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত আশার ইয়ত্তা। সেই ধামপ্রাপ্ত জীবগণ স্ব স্ব সঙ্কল্পানুসারে নিজ নিজ মহিমা লাভ করেন ॥ ১—৬ ॥

প্রভুর সহিত সম্বন্ধানুসারে ভাবের উদয় হয়; যথা, পিতৃভাব

মাতৃলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে ॥ ৮ ॥ অথ যদি ভ্রাতৃলোক-কামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য ভ্রাতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি তেন ভ্রাতৃলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে ॥ ৯ ॥ অথ যদি স্বসৃলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য স্বসারঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি তেন স্বসৃলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে ॥ ১০ ॥ অথ যদি সখিলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য সখায়ঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি তেন সখিলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে ॥ ১১ ॥ অথ যদি গন্ধমাল্যলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য গন্ধমাল্যে সমুত্তিষ্ঠতস্তেন গন্ধমাল্যলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে ॥ ১২ ॥ অথ যদ্যন্নপানলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্যান্নপানে সমুত্তিষ্ঠতস্তেনান্নপানলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে ॥ ১৩ ॥ অথ যদি গীতবাদিত্রলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য গীতবাদিত্রে সমুত্তিষ্ঠতস্তেন গীতবাদিত্রলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে ॥ ১৪ ॥ অথ যদি স্ত্রীলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য স্ত্রিয়ঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি তেন স্ত্রীলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে ॥ ১৫ ॥ যং যমন্তমভিকামো ভবতি যং কাময়তে সোঽস্য সঙ্কল্পাদেব সমুত্তিষ্ঠতি তেন সম্পন্নো মহীয়তে ॥ ১৬ ॥ ত ইমে সত্যাঃ কামা অনৃতাপিধানাস্তেষাং সত্যানাং সতামনৃতমপি-

---

(জগন্নাথ মিশ্রের), মাতৃভাব (শচীদেবির), ভ্রাতৃভাব (শ্রীবিশ্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দের), স্বসৃভাব (উমা রমা প্রভৃতির), সখীভাব (গৌরীদাস ইত্যাদির), মালীভাব (শ্রীধরাদির), অন্নপান সেবাভার (স্বপল্লিবাসী প্রভৃতির), গীতবাদিত্র ভাব (শ্রীবাসাদির), স্ত্রীলোক কামভাব (শ্রীঅদ্বৈতাদির স্বস্ত্রীক প্রভুসেবন) ॥ ৭—১১ ॥

চিদ্ধাম গত জীবদিগের ইষ্টলাভ সিদ্ধ হয়। যেহেতু পরমপুরুষ সেবা সম্বন্ধীয় কাম সকল সত্য এবং অনৃত অর্থাৎ অবিদ্যা কর্তৃক অনাচ্ছাদিত। সেই কাম নিত্যধামে কার্য্যকর হয়,

ধানং যো যো হ্যস্যেতঃ প্রৈতি ন তমিহ দর্শনায় লভতে ॥ ১৭ ॥ অথ যে চাস্যেহ জীবা যে চ প্রেতা যচ্চান্যদিচ্ছন্ন লভতে সর্ব্বং তদত্র গত্বা বিন্দতেঽত্র হ্যস্যৈতে সত্যাঃ কামা অনৃতা-পিধানাস্তদ্যথাপি হিরণ্যনিধিং নিহিতমক্ষেত্রজ্ঞা উপর্য্যুপরি সঞ্চরন্তো ন বিন্দেয়ুরেবমেবেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ অহরহর্গচ্ছ-ন্ত্যত্র এতং ব্রহ্মলোকং ন বিন্দন্ত্যনৃতেন হি প্রত্যূঢ়াঃ ॥ ১৮ ॥ স বা এষ আত্মা হৃদি তস্যৈতদেব নিরুক্তং হৃদ্যয়মিতি তস্মা-দ্ধৃদয়মহরহর্ব্বা এবংবিৎ স্বর্গং লোকমেতি ॥ ১৯ ॥ অথ য এষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যত এষ আত্মেতি হোবাচৈতদমৃতমভয়মেতদ্ ব্রহ্মেতি তস্য হ বা এতস্য ব্রহ্মণো নাম সত্যমিতি ॥ ২০ ॥ তানি

আর অনিত্যধামে ফলদায়ক হয় না। নিত্যধাম নবদ্বীপে সত্য কামপুরুষেরা ঐ সমস্ত ইষ্টলাভ পূর্ব্বক প্রভুসেবায় নিযুক্ত থাকেন, কিন্তু অবিদ্যাশ্রিত জীব সকল তাহাদের ভাব না জানিয়া আপনাদিগের ন্যায় জ্ঞান করেন। এই ক্ষেত্রে হিরণ্য আছে এরূপ না জানিয়া অহরহ সেই ক্ষেত্র দিয়া গমন করিয়াও যেরূপ অনভিজ্ঞ হিরণ্যজ্ঞানলাভ করে না তদ্রূপ। জড়াসক্ত ব্যক্তিদিগের আত্মার নাম হৃদয়, সেই হৃদয় জড় ভাবনা করিতে করিতে জড়স্থূল যে স্বর্গ তাহা লাভ করে। যাঁহারা জড় সম্বন্ধ শূন্য তাঁহারা চিজ্জ্যোতিস্বরূপে সম্পন্ন হইয়া অমৃতত্ব ও অভয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মের নিরুপাধিক কৃষ্ণচৈতন্যাদি নাম আশ্রয় করেন। সৎ ই যং এই তিন অক্ষরময় নাম। সৎশব্দে অমৃত। ই শব্দে মর্ত্ত্য। তদুভয় সংযোগে যাহা হয় তাহা যং। এইরূপ যাঁহারা দিবানিশি চিন্তা করেন তাঁহারা স্বর্গ লাভ করেন। আত্ম লোক লাভ

ছু বা এতানি ত্রীণ্যক্ষরাণি সতীয়মিতি তদ্ যৎ সত্তদমৃতমথ যত্তি তন্মর্ত্ত্যমথ যদ্যন্তেনোভে যচ্ছতি যদনেনোভে যচ্ছতি তস্মাদ্ যমহরহর্ব্বা এবংবিৎ স্বর্গং লোকমেতি॥ ২১॥ অথ য আত্মা স সেতুর্বিধৃতিরেষাং লোকানামসম্ভেদায় নৈতং সেতুমহোরাত্রে তরতো ন জরা ন মৃত্যু র্ন শোকো ন সুকৃতং ন দুষ্কৃতং সর্ব্বে পাপ্মানোঽতো নিবর্ত্তন্তেঽপহতপাপ্মা হ্যেষ ব্রহ্মলোকস্তস্মাদ্বা এতং সেতুং তীর্ত্বাঽন্ধঃ সন্ননন্ধো ভবতি বিদ্ধঃ সন্নবিদ্ধো ভবত্যুপ-তাপী সন্ননুপতাপী ভবতি তস্মাদ্বা এতং সেতুং তীর্ত্বাপি নক্তমহ-রেবাভিনিষ্পাদ্যতে সকৃদ্বিভাতো হ্যেবৈষ ব্রহ্মলোকঃ॥ ২২॥ তদ্ য এবৈতং ব্রহ্মলোকং ব্রহ্মচর্য্যেণানুবিন্দন্তি তেষামেবৈষ ব্রহ্ম-লোকস্তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি॥ ২৩॥ অথ যদ্ যজ্ঞ ইত্যাচক্ষতে ব্রহ্মচর্য্যমেব তদ্ ব্রহ্মচর্য্যেণ হ্যেব যো

করেন না। আত্মজ্ঞ পুরুষেরা সৎ শব্দে কৃষ্ণ, ই শব্দে তস্য স্বরূপ শক্তি ও তদুভয়ের সংযোগ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলিয়া জানেন। তাঁহারাই শ্রীনবদ্বীপ লাভ করেন॥ ১৭—২১॥

শ্রীনবদ্বীপবাসীদিগের মানবধর্ম্ম ও আচার দৃষ্টে তাহাদের নিরুপাধিকত্ব সম্বন্ধে যে সন্দেহ হইতে পারে তাহা নিরসন করণাভিপ্রায়ে ছান্দোগ্য বলিতেছেন। চিদ্ধামগত আত্মার স্বভাবত উপাধি নাই কিন্তু ঐ চিদ্ধাম প্রাপঞ্চিক জগতে জীব ত্রাণার্থ অবতীর্ণ হওয়ায় বদ্ধজীবদিগের মঙ্গল সাধনের জন্য তত্রস্থ শুদ্ধজীবগণ ও প্রভু স্বয়ং ধর্ম্মাচারলক্ষণ প্রদর্শন করান। তাঁহারা স্বভাবত অমৃত, অশোক, অপহতপাপ্মা, অনন্ধ, অবিদ্ধ, অনুতাপী হইয়াও বিপর্য্যয় ধর্ম্ম দেখাইয়া জীবের উদ্ধার পথ দেখাইয়াছেন। ফলত ধর্ম্মসেতু উত্তীর্ণ হইয়া সেই সকল জীব নিত্য জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মলোকে অবস্থিত। যেহেতু সেই ব্রহ্মলোক-

জ্ঞাতা তৎ'বিন্দতেঽথ যদিষ্টমিত্যাচক্ষতে ব্রহ্মচর্য্যমেব তদ্ব্রহ্ম-চর্য্যেণ হ্যেবেষ্ট্বাত্মানমনুবিন্দতে ॥২৪॥ অথ যৎ সত্রায়ণমিত্যাচ-ক্ষতে ব্রহ্মচর্য্যমেব তদ্ ব্রহ্মচর্য্যেণ হ্যেব সত আত্মনস্ত্রাণং বিন্দতে-ঽথ যন্মৌনমিত্যাচক্ষতে ব্রহ্মচর্য্যমেব তদ্ ব্রহ্মচর্য্যেণ হ্যেবাত্মান-মনুবিদ্য মনুতে ॥২৫॥ অথ যদনাশকায়নমিত্যাচক্ষতে ব্রহ্মচর্য্য-মেব তদেষ হ্যাত্মা ন নশ্যতি যং ব্রহ্মচর্য্যেণানুবিন্দতেঽথ যদরণ্যা-য়নমিত্যাচক্ষতে ব্রহ্মচর্য্যমেব তদরশ্চ হ বৈণ্যশ্চার্ণবৌ ব্রহ্মলোকে তৃতীয়স্যামিতো দিবি তদৈরমদীয়ং সরস্তদশ্বত্থঃ সোমসবনস্তদ-পরাজিতা পূর্ব্রহ্মণঃ প্রভুবিমিতং হিরণ্ময়ম্ ॥২৬॥ তদ্ য এবৈতা-বরং চ ণ্যশ্চার্ণবৌ ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মচর্য্যেণানুবিন্দন্তি তেষামেবৈষ

গত পুরুষেরা ইচ্ছা পূর্ব্বক সর্ব্বলোকে কামচারীর ন্যায় থাকিতে পারেন ॥২২—২৩॥

। ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা সেই কাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। ব্রহ্মচারীর ধর্ম্মকে ব্রহ্মচর্য্য বলে। ব্রহ্মে চরণ বা ব্রহ্মানুশীলন ফলত ভগব-দনুশীলনই যথার্থ ব্রহ্মচর্য্য। শাস্ত্রে সাধনের যে সকল নাম দিয়া-ছেন সে সমুদায়ই ব্রহ্মচর্য্য। যজ্ঞ, সত্রায়ণ, মৌন, অনাশকায়ন ও অরণ্যায়ণ সকলই ব্রহ্মচর্য্য। অরণ্যায়ণই চরম তজ্জন্য তাহার বিশেষ ব্যাখ্যা আবশ্যক। অরণ্য গোকুল মহাবন। তাহাই চিদ্ধামের সর্ব্বোচ্চ পদ। ভক্তি দ্বারা তথা গমন। শ্রবণ কীর্ত্তনাদি নববিধ ভক্তি পীঠ স্বরূপ নবদ্বীপ অন্তর্বর্ত্তী মায়াপুরই গোকুল মহাবন। সেখানে পৃথুকুণ্ড ও স্বর্ণদীরূপ দুই অর্ণব। স্থূল লিঙ্গ জগৎ অতিক্রম করত তৃতীয় অপরিমেয় চিদ্ধাম। তথায় প্রেমরূপ আসব তৎপূর্ণসরোবর। সোম সবন অর্থাৎ শ্রীগৌরচন্দ্র নাম কীর্ত্তন যজ্ঞ। অশ্বত্থ মহাবৃক্ষ কীর্ত্তন পীঠ ছায়া-মণ্ডপ শ্রীবাসাঙ্গন। হিরণ্ময় অপরাজিত পরব্রহ্মপুর রূপ যোগ-

ব্রহ্মলোকস্তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি॥ ২৭॥ য এষোঽন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুষো দৃশ্যতে হিরণ্যশ্মশ্রুর্হিরণ্যকেশ আপ্রণখাৎ সর্ব্ব এব সুবর্ণঃ॥ ২৮॥ তস্য যথা কপ্যাসং পুণ্ডরীকমেবমক্ষিণী তস্যোদিতি নাম স এষ সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্য উদিত উদেতি হ বৈ সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্যো য এবং বেদ॥ ২৯॥

মুণ্ডকে কথিতং যত্তু ব্রহ্মধাম হিরণ্ময়ং। মায়াপুরগতং তদ্ধি যোগপীঠং সুনির্ম্মলং॥ ছ॥ হিরণ্ময়ে পরে কোশে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলং। * তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্ যদাত্মবিদো বিদুঃ। স বেদৈতৎ পরমং ব্রহ্মধাম যত্র বিশ্বং নিহিতং ভাতিশুভ্রং। উপাসতে পুরুষং যে হ্যকামাস্তে শুক্রমেতদতিবর্ত্তন্তি ধীরাঃ॥ ৩০॥

চৈতন্যোপনিষদ্বাক্যং শৃণু সাধো প্রযত্নতঃ। নবদ্বীপস্য মাহাত্ম্যং যেন সাক্ষাৎ সমীরিতং॥ জ॥ সতথা ভূত্বা ভূয় এনমুপসদ্যাহ ভগবন্ কলৌ পাপাচ্ছন্ন প্রজাঃ কথং মুচ্যেরন্নিতি॥ ৩১॥ কোবা দেবতা কোবা মন্ত্রো ব্রূহীতি॥৩২॥ সহোবাচ। রহস্যং তে বদিষ্যামি জাহ্নবীতীরে নবদ্বীপে গোলোকাখ্যে ধাম্নি গোবিন্দো দ্বিভুজো, গৌরঃ, সর্ব্বাত্মা, মহাপুরুষো, মহাত্মা, মহাযোগী, ত্রিগুণাতীতঃ সত্ত্বরূপো ভক্তিং লোকে কাশ্যতীতি। তদেতে শ্লোকা ভবন্তি॥ ৩২॥

ইতি শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্যে প্রমাণখণ্ডে প্রথমোঽধ্যায়ঃ॥

পীঠ। ইত্যাদি। সেই পরব্রহ্মলোক নবদ্বীপগত অর্ণবদ্বয় শ্রবণ কীর্ত্তন লক্ষণ ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা লব্ধ যাঁহারা সেই নবদ্বীপধাম লাভ করেন তাঁহারা সর্ব্বলোকে চরণ করিতে সক্ষম॥ ২৪—২৭॥

---

* বিরজং বিরজা সেবিত। ব্রহ্ম নিষ্কলং, কলা বা বিভাগ রহিত ব্রহ্ম। অর্থাৎ শক্তি রাধা ও শক্তিমান কৃষ্ণ অপৃথক্ রূপে শ্রীগৌরাঙ্গ।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অনন্তসংহিতায়াং যদীশেন বর্ণিতং পুরা। তদাদৌ সংগ্রহীষ্যামি বিদ্বচ্চিত্তসুখাবহম্ ॥ ১ ॥ শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ ॥ কো বা স কৃষ্ণচৈতন্যো কিম্বা তচ্চরিতং শুভং। অনন্তসংহিতা কাবা কথং কেন প্রকাশিতা ॥ বিষ্ণোর্বিবিধনামানি শ্রুতানি তব বক্তৃতঃ। গৌরাঙ্গকৃষ্ণচৈতন্যৌ ন কদাপি প্রকাশিতৌ ॥ দধারোর্দ্ধমুখে কস্মান্নামেদং সর্ব্বমঙ্গলং। সংহিতাঞ্চ শুভাধারাং প্রাণনাথ বদস্ব তৎ ॥ শ্রীমহাদেব উবাচ ॥ অহোতি ভাগ্যং তব শৈলপুত্রি রাধাসমাং ত্বাং হি জগাদ বিষ্ণুঃ। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কথাসু কান্তে যোগ্যাসি কৃষ্ণার্পিতদেহবুদ্ধিঃ ॥ যস্যাস্তি ভক্তি র্ব্রজরাজপুত্রে শ্রীরাধিকায়াঞ্চ হরেঃ সমায়াং। তস্যাস্তি চৈতন্য কথাধিকারো হরেরভক্তস্য ন বৈ কদাচিৎ ॥ য আদি দেবোঽখিললোকনাথো যস্মাদিদং সর্ব্বমভূৎ পরাত্মা। লয়ং পুন র্যাস্যতি যত্র চান্তে তং কৃষ্ণচৈতন্যমবেহি কান্তে ॥ ব্রহ্মেতি যং বেদবিদো বদন্তি বিশ্বাংমাদ্যং খলু কেচিদাহুঃ। ঈশং তথান্যে জগদেকনাথং পশ্যন্তি কেচিৎ পুরুষোত্তমঞ্চ ॥ কেচিৎ কর্ম্মফলং প্রাহুঃ কেচিদাহুঃ পিতামহং। কেচিদযজ্ঞেশ্বরং প্রাহুঃ সর্ব্বজ্ঞং মপরে জগুঃ ॥ য এব ভগবান্ কৃষ্ণো রাধিকাপ্রাণবল্লভঃ। সৃষ্ট্যাদৌ স জগন্নাথো গৌর আসীন্মহেশ্বরি ॥ কেবলং শুদ্ধচৈতন্যং তদৈবাসীদ্ বরাননে। তস্মাত্তং কৃষ্ণচৈতন্যং প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥ আধারস্য কৃষিঃ শব্দো নশ্চ বিশ্বস্য বাচকঃ।

বিশ্বাধারস্তু যৎ ব্রহ্ম তং বৈ কৃষ্ণং বিদুর্বুধাঃ॥ * বিস্তরাম্নে নিগূঢ়তঃ শ্রুতো যঃ কৃষ্ণ ঈশ্বরঃ। বিশ্বাদৌ গৌরকান্তিত্বাৎ গৌরাঙ্গং বৈষ্ণবাঃ বিদুঃ॥ ন তদা প্রকৃতির্দেবী রজঃসত্ত্বতমোময়ী। যয়া বিসৃজ্যতে বিশ্বমুতকিং মহদাদয়ঃ॥ পরাত্মনে নমস্তস্মৈ সর্ব্বকারণহেতবে। আদিদেবায় গৌরায় সচ্চিদানন্দরূপিণে॥ একদা ভগবান্ দেবি নাগরাজো মহামনাঃ। শ্বেতদ্বীপং যযৌ যত্র বিষ্ণুরাস্তে ত্রিলোকপঃ॥ তং প্রণম্য মহাবাহুং সহস্র-বদনো বিভুং। স্তুত্বা পুরুষসূক্তেন ব্যপৃচ্ছদ্বিহিতাঞ্জলিঃ॥ শ্রীনাগরাজ উবাচ॥ নারায়ণ দয়াসিন্ধো সর্ব্বজ্ঞ ভক্তবৎসল। অনুগ্রহেণ তে নাথ বিভর্ম্মি পৃথিবীমিমাং॥ কৃপয়া তব দেবেশ দৃষ্টং সর্ব্বং চরাচরং। রাধামাধবয়োর্লীলাং দ্রষ্টুমিচ্ছামি সাম্প্রতং॥ প্রসাদাচ্চরণাব্জস্য ক্ষীরোদতনয়াপতে। সর্ব্বত্রা-গামহং দেব রম্যং বৃন্দাবনং বিনা॥ তদহং গন্তুমিচ্ছামি ধাম শ্রেষ্ঠং মহাবনং। কথং গন্তুং হি শক্নোমি কৃপয়া তদ্বদস্ব মে॥ শ্রীমহাদেব উবাচ॥ নাগরাজবচঃ শ্রুত্বা শ্বেতদ্বীপপতির্হরিঃ। প্রহস্য কিঞ্চিন্মধুরমুবাচ মধুসূদনঃ॥ শ্রীভগবানুবাচ॥ নাগ-রাজ মহাবুদ্ধে কথং তে মতিরীদৃশী। শুনঃ সেফঃ সমাশ্রিত্য ভবাব্ধিং তর্তুমিচ্ছসি॥ কিং বা ত্বয়া কৃতং পুণ্যং তপো বা ধরণীধর। শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োর্ধাম গন্তুমিচ্ছসি সুন্দরম্॥ গন্তুং সমর্থো নো যত্র ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ। অহঞ্চ পালকো বিষ্ণু-র্নচ দেবো মহেশ্বরঃ॥ ন চ যাতুং সমর্থোঽভূদ্গর্ভোদকপতির্বিভুঃ। ন সমর্থো মহাবিষ্ণুঃ কারণাব্ধিপতিঃ স্বয়ং॥ ন যত্র বসতে মায়া সর্ব্বলোকবিমোহিনী। তদেব চিন্ময়ং ধাম কৃষ্ণস্য রাধিকাপতেঃ॥ চিন্ময়াঃ পাদপা যত্র পত্রং পুষ্পং ফলাদিকং। সারঙ্গাঃ কুহুকণ্ঠাদ্যা মৃগাদ্যাঃ পশবস্তথা॥ তত্রৈব চিন্ময়ী ভূমিঃ সরিতঃ পর্ব্বতাঃ হ্রদাঃ। ন চ প্রাকৃতিকং তত্র সর্ব্বং বস্তুব

চিন্ময়ম্ ॥ তদেব সর্ব্বলোকানাং বরং ধাম জগুঃ সুরাঃ। গোলোকং যত্র রেমেঽসৌ কৃষ্ণঃ শ্রীরাধয়া সহ ॥ যস্য দর্শনমিচ্ছন্তি ব্রহ্মাদ্যাঃ সুরয়ঃ সদা। তস্য প্রিয়তমং ধাম বৃন্দারণ্যং মহৎপদং ॥ যস্যৈকদেশাজ্জায়ন্তে স্থানানি নাগসত্তম। বৈকুণ্ঠাদ্যানি সর্ব্বাণি লোকপ্রিয়করাণিচ ॥ কথং তস্মিন্ পরে ধাম্নি তব তাত স্পৃহা ভবেৎ। স্বপ্নেনাপি ন পশ্যন্তি যদ্ধাম মুনয়ঃ পরম্ ॥ যয়োঃ পাদাব্জরজসাং পুরা কামনয়া বিভুঃ। পদ্মজঃ পুষ্কর-ক্ষেত্রে তপোঽকার্ষীচ্ছতং সমাঃ ॥ সারভূতাং মহালীলাং শ্রীরাধা-কৃষ্ণয়োস্তয়োঃ। দ্রষ্টুং ন যোগ্যঃ কস্মাত্ত্বং দ্রষ্টুমিচ্ছসি চাল্পধীঃ ॥ তথাপি সাধুবর্য্যং ত্বাং মন্যে নাগাধিপ হ্যহং। শ্রীরাধাকৃষ্ণলীলায়া-মীদৃশী তে রুচি র্ভবেৎ ॥ কোটিকল্পার্জ্জিতৈঃ পুণ্যৈ র্বৈষ্ণবঃ স্যান্মহামতে। ততঃ স্যাৎ রাধিকাকৃষ্ণলীলাসু রুচিরুত্তমা ॥ স্যাদ্ যস্য রাধিকাকৃষ্ণলীলায়াং পরমা মতিঃ। জীবন্মুক্তঃ সবি-জ্ঞেয়ঃ পূজ্যঃ স্যাদ্দেবতৈরপি ॥ বিনা শ্রীগোপীকাসঙ্গং কল্পকোটি-শতং পরং। শ্রবণাৎ কীর্ত্তণাদ্বিষ্ণোর্ন রাধাকৃষ্ণমাপ্নুয়াৎ ॥ গোপীসঙ্গং নচাপ্নোতি শ্রীগৌরচরণাদৃতে। তস্মাত্ত্বং সর্ব্বভাবেন শ্রীগৌরং ভজ সর্ব্বদা ॥ গৌরাঙ্গচরণাম্ভোজমকরন্দমধুব্রতাঃ। সাধনেন বিনা রাধাং কৃষ্ণং প্রাপ্স্যন্তি নিশ্চিতম্ ॥ যাহি তূর্ণং নবদ্বীপং ভজ গৌরং কৃপানিধিম্। যদি বৃন্দাবনে রম্যে শ্রীরাধাকৃষ্ণসন্নিধৌ। দাসত্বং দুর্ল্লভং লোকে ভক্তিসারং যমিচ্ছসি ॥ রাধিকাবল্লভঃ কৃষ্ণো ভক্তানাং প্রিয়কাম্যয়া। শ্রীমদ্গৌরাঙ্গরূপেণ নবদ্বীপে বিরাজতে ॥ গোপীভাবপ্রদা-নার্থং ভগবান্ নন্দনন্দনঃ। ভক্তবেশধরঃ শান্তো দ্বিভুজো গৌরবিগ্রহঃ ॥ আজানুলম্বিতভুজশ্চারুদৃক্ রুচিরাননঃ। কৃষ্ণেতি মঙ্গলং নাম গায়ন্নুচ্চৈর্নিজস্য চ ॥ গোপী গোপীতি গোপীতি জপন্নেব কচিৎ কচিৎ। ক্বচিৎ সন্ন্যাসরূদ্দেবো বিভ্রদণ্ডং কম-

গুলুঃ॥ জীবানাং জ্ঞানদঃ কাপি মহাভাবান্বিতঃ কচিৎ॥ এবং বিরাজমানস্তং শ্রীগৌরাঙ্গং দয়াচলং। প্রাপ্স্যস্যারাধ্য ভক্ত্যা ত্বং রাধাকৃষ্ণৌ মহাবনে॥ শ্রীমহাদেব উবাচ॥ এবমুক্তো ভগবতা নাগরাজো মহামনাঃ। শ্রীগৌরতত্ত্বং বিজ্ঞায় নবদ্বীপং জগামহ॥

ইতি শ্রীমদনন্তসংহিতায়াং শ্রীচৈতন্যজন্মখণ্ডে
দ্বিতীয়াংশে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ॥

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ॥ কুত্র বৈস নবদ্বীপো যত্র গৌরো বিরাজতে। নাগরাজো গতস্তত্র কিঞ্চকার মহামতিঃ॥ তৎসর্ব্বং কথ্যতাং নাথ মহাযোগিন্ কৃপানিধে। গৌরেতি মঙ্গলং নাম মম চিত্তং হৃতং বলাৎ॥ বৃন্দারণ্যস্য মাহাত্ম্যং শ্রুতং বিস্তরতো ময়া। নবদ্বীপস্য মাহাত্ম্যং বদ দেব দিগম্বর॥ শ্রীনারদ উবাচ॥ ইতি দেব্যা বচঃ শ্রুত্বা দেবদেবঃ পিনাকধৃক্। দেবীমালিঙ্গ্য তাং দোর্ভ্যা মবোচৎ সাদরং বচঃ॥ শ্রীমহাদেব উবাচ॥ শৃণু গৌরি প্রবক্ষ্যামি সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্। নবদ্বীপস্য মাহাত্ম্যং সপ্রেমভক্তিদং নৃণাম্॥ যথা বৃন্দাবনং ধাম শ্রীকৃষ্ণস্য কৃপানিধেঃ। নবদ্বীপস্তথা কান্তে সত্যং সত্যং বদাম্যহম্॥ যদ্বদ্ বৃন্দাবনে রম্যে শ্রীকৃষ্ণো রাধয়া সহ। রেমে ভক্তানন্দকর স্তদ্বৎ দ্বীপে নবে সদা॥ গঙ্গাযমুনয়োর্ম্মধ্যে দ্বীপঃ পরমশোভনঃ। যস্য স্মরণমাত্রেণ শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োঃ রতিঃ॥ যদি তীর্থসহস্রানি পর্য্যটন্তি নরাঃ ক্ষিতৌ। নবদ্বীপং বিনা দেবি ন রাধাং কৃষ্ণমাপ্নুয়াৎ॥ দ্বীপস্যাস্যৈকদেশেচ তীর্থানি সকলানিচ। ঋষয়ো মুনয়ো দেবাস্তথা সিদ্ধাশ্রমাণি চ॥ বেদাঃ শাস্ত্রাণি সর্ব্বাণি মন্ত্রাদীনি মহেশ্বরি। বসন্তি সততং দুর্গে শ্রীরাধাকৃষ্ণতুষ্টয়ে॥ অশ্বমেধসহস্রানি বাজপেয়াদিকানি চ। নানাবিধানি কর্ম্মাণি কৃত্বা ভক্ত্যা মুহুর্মুহুঃ। যৎ ফলং লভতে মর্ত্ত্যো যোগাভ্যাসেন যৎ ফলম্। নবদ্বীপস্য স্মরণাৎ তেষাং কোটিগুণং লভেৎ॥ কিং পুনঃ দর্শন-

ক্ষাস্য ফলং বক্ষ্যামি পার্ব্বতি॥ সকৃৎ যদি নবদ্বীপং সংস্মরেয়ু-র্নরাধমাঃ। সাধবস্তে তদৈব স্যুঃ সত্যং সত্যং হি পার্ব্বতি॥ তেষাং দিনে দিনে ভক্তির্বর্দ্ধতে নাত্র সংশয়ঃ। তেষাং পাদরজঃ পূতা সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা॥ যে বসন্তি নবদ্বীপে মানবাঃ গৌর-দেবতাঃ। ন চ তে মানবাঃ জ্ঞেয়া শ্রীগৌরস্য চ পার্ষদাঃ॥ তেষাং স্মরণমাত্রেণ মহাপাতকিনোঽপি চ। সত্যং শুদ্ধন্তি বৈ দুর্গে কিং পুনর্দর্শনাদিভিঃ॥ নবদ্বীপস্য মাহাত্ম্যং পঞ্চভি র্বদনৈরহম্। কিং বর্ণয়ামি নানন্তঃ সহস্রৈর্বদনৈরলম্॥ ধামসারস্য কৃষ্ণস্য বৃন্দা-রণ্যস্য শৈলজে। আরোহণস্য সোপানং নবদ্বীপং বিদুর্বুধাঃ। তত্র গত্বা নবদ্বীপে নাগরাজো ধৃতব্রতঃ। পূজয়ামাস গৌরাঙ্গ-মপি বর্ষাযুতং প্রিয়ে॥ ততঃ প্রসন্নো ভগবান্ শ্রীগৌরো জগদী-শ্বরঃ। দর্শয়ামাস স্বং রূপমনন্তায় মহাত্মনে॥ নাগরাজঃ সমা-লোক্য তং দেবং পরমেশ্বরম্। ননাম দণ্ডবদ্ভূমাবুত্থায় বিহিতা-ঞ্জলিঃ॥ তপ্তজাম্বূনদপ্রখ্যং চারুপদ্মপদদ্বয়ম্। কোটীন্দুপাদ-নখরং কোট্যাদিত্যসমুজ্জ্বলম্॥ বনমালাভূষিতাঙ্গং শ্রীবৎসো-জ্জ্বলবক্ষসম্। ক্ষৌমবস্ত্রধরং দেবং কোটিকন্দর্পমোহনং॥ অংসে ন্যস্তোপবীতঞ্চ চন্দনাঙ্গদভূষনম্। আজানুলম্বিতভুজং তুলসী-মাল্যধারিণম্॥ কম্বুগ্রীবং চারুনেত্রং সস্মেরবদনাম্বুজম্। মণি-মকরসংযুক্তশ্রবণং চারুকুণ্ডলম্॥ সুভ্রুবং সুনসং শান্তং ভক্তা-র্চ্চিতপদাম্বুজম্। তাপত্রয়বিদগ্ধানাং জীবানাং ত্রাণকারকম্॥ গৌরাঙ্গং সচ্চিদানন্দং সর্ব্বকারণকারণম্। বাচা গদ্গদয়ানন্তং তুষ্টাব ধরণীধরঃ॥ শ্রীঅনন্ত উবাচ॥ ত্বমাদিদেবো জগদেক-কারণং স্বরাট্ দয়ালুঃ পুরুষঃ সনাতনঃ। অগ্নেস্ফুলিঙ্গ ইব তে মহাত্মনো ভবন্তি জীবাঃ সুরমানবাদয়ঃ। অনন্তমন্তং প্রকৃতিঃ সনাতনী স্ফূর্ত্তি ন সর্ব্বজ্ঞ ত্বদীক্ষণং বিনা। তস্মাত্ত্বমন্তং ভবদুঃ-খনাশনং ব্রজামি সত্যং শরণং সনাতনম্॥ ত্যক্ত্বা পরাত্মন্

ভবতঃ পদাম্বুজসেবাং মহানন্দকরীং শুভপ্রদাম্। জ্ঞানায় যে চৈব সততং পরিশ্রমং কুর্ব্বন্তি তেষাং শ্রম এব কেবলম্॥ বিহায় দাস্যং শতপত্রলোচন ত্বয্যৈক্যমিচ্ছন্তি যমাদিসাধনৈঃ। ন তে পৃথিব্যাং পরিপক্কবুদ্ধয়ো যস্মাত্তবদ্দাস্যসুখেন বঞ্চিতাঃ॥ বিধেহি দাস্যং ময়ি দীনবন্ধো ন কিঞ্চিদিচ্ছামি ভবৎপদাম্বুজাৎ। ত্বৎ-পাদপদ্মাসবতৃপ্তমানসৈর্ন কিং সুলভ্যং ক্ষিতিপাবন ক্ষিতৌ॥ বয়ং ধন্যতমা লোকে জ্ঞানিভ্যোঽপি সুরোত্তম। যস্মাত্তু ঈদৃশং রূপং পশ্যামঃ প্রকৃতেঃ পরম্॥ নমস্তুভ্যং ভগবতে সচ্চিদানন্দ-মূর্ত্তয়ে। ভক্তলভ্যপদাব্জায় তপ্তজাম্বুনদত্বিষে। পুনস্ত্বাং দ্রষ্টু-মিচ্ছামি শ্রীগৌরাঙ্গ দয়ানিধে। যেন রূপেণ দেবেশ বৃন্দারণ্যে বিরাজতে॥ শ্রীভগবানুবাচ॥ তুষ্টোঽহং সেবয়ানন্ত ত্বং মে ভক্তোত্তমোত্তমঃ। যতোঽস্মিন্ মহতি দ্বীপে প্রভবস্যাদি সেবকঃ॥ অয়মেব নবদ্বীপো বৃন্দাবনসমোঽনঘো অনুগ্রহায় জীবানাং রাধয়া নির্ম্মিতঃ পুরা॥ যথা মম প্রিয়া রাধা তথা বৃন্দাবনং মহৎ। তদ্বদয়ং নবদ্বীপ ইতি সত্যং বদাম্যহম্। বৃন্দাবনে যথানন্ত বসামি রাধয়া সহ। রাধয়া মিলিতাঙ্গোঽহং তথৈবাস্মিন্ সদা বসে॥ যথা বৃন্দাবনং ত্যক্ত্বা গচ্ছামি ন চ কুত্রচিৎ। তথা দেব নবদ্বীপং ন ত্যজামি কদাচন॥ অহং বৃন্দা-বনে সাধো কল্পে কল্পে সতাং মুদে। আবির্ভূয় করিষ্যামি তাং লীলাং লোকপাবনীম্॥ নবদ্বীপে চ নাগেন্দ্র তাঃ সর্ব্বাঃ পরি-বর্ণয়॥ যদা প্রাদুর্ভবিষ্যামি স্বয়ং লোকহিতায় বৈ। তদৈব ত্বং মহাভাগ নিত্যং প্রাদুর্ভবিষ্যসি॥ ত্বাং সংত্যজ্য ক্ষণমপি ন চ তিষ্ঠামি মানদ। কল্পান্তরে করিষ্যামি জ্যেষ্ঠং বৃন্দাবনে হ্যহং॥ অস্মিন্ দ্বীপে মহাক্ষেত্রে যদাহং প্রার্থিতঃ সুরৈঃ। অবতীর্য্য দ্বিজাবাসে হনিষ্যে কলিজং ভয়ম্॥ নিত্যানন্দো মহাকায়ো ভূত্বা মৎকীর্ত্তনে রতঃ। বিমূঢ়ান্ ভক্তিরহিতান্ মম ভক্তান্

করিষ্যসি ॥ মদৈব নিত্যং লীলানাং সারমুদ্ধৃত্য সন্মতে। কৃত্বা সুসংহিতাং জীবান্ সর্ব্বান্ ভক্তোত্তমান্ কুরু ॥ শ্রীমহাদেব উবাচ ॥ ইত্যুপামন্ত্রিতোঽনন্তঃ প্রণম্য জগদীশ্বরম্। অকার্ষীৎ সংহিতাং দেবি মহতীং প্রেমভক্তিদাম্ ॥ তামেব সংহিতাং সাধ্বি জগন্নাথপদাম্বুজে। নিবেদ্য পরয়া ভক্ত্যা কৃতার্থোঽভূন্মহামতিঃ ॥ অনন্তবদনোত্থত্বাৎ স্বলীলায়া হ্যনন্ততঃ। অনন্তসংহিতাং নাম চক্রেঽস্যাঃ পরমেশ্বরঃ ॥ তামেব সংহিতাং কান্তে বৈকুণ্ঠে পরমেশ্বরঃ। সর্ব্বলোকহিতার্থায় প্রদদৌ ব্রহ্মণে পুরা ॥ কৃপয়া তাং মহেশান দদৌ চ সংহিতাং পরাং। বিষপানাদ্বিষণ্ণায় মহ্যং কল্পান্তরে সতি ॥ বিষেণ দহ্যমানেন মুখেনোর্দ্ধেন সুন্দরি। দধার সংহিতামেতাং সুধাসারপ্রবর্ষিণীং। ধারয়ামূর্দ্ধবদনে দেবেশি সংহিতামিমাং। মন্ত্রঞ্চ গৌরচন্দ্রস্য নামেদং সর্ব্বমঙ্গলম্ ॥ স্নিগ্ধং পবিত্রং সংভূতমহং ভাগবতোত্তমঃ। মোহনায় চ জীবানাং মুখেনানেন সুন্দরি ॥ মায়াবাদমসৎশাস্ত্রং যৎ কৃতং কৃষ্ণনিন্দনং। তৎপাপেভ্যো বিমুক্তোঽহং কৃতার্থোঽহং বরাননে ॥ তুভ্যং মদনুরক্তায়ৈ প্রাক্কল্পে প্রদদাবিমাম্। স্ত্রীত্বাৎ জ্ঞানময়ী বাপি ন সমর্থ মহেশ্বরি ॥ অস্যাঞ্চ বর্ণয়ামাস কৃষ্ণলীলাং মনোরমাম্। শ্রীমদ্গৌরাঙ্গচরিতং রাধাকৃষ্ণান্তিকপ্রদম্ ॥ যস্য শ্রবণমাত্রেণ পঠনাৎ পাঠনাৎ শিবে। গৌরাঙ্গং সচ্চিদানন্দং ভক্তানুগ্রহকারকম্ ॥ সমালোক্য নবদ্বীপে বহুকল্পাদিকং প্রিয়ে। উষিত্বা তৎপ্রসাদেন গোপীভূত্বা মহেশ্বরি ॥ বৃন্দাবনে নিকুঞ্জাদৌ শ্রীরাধাকৃষ্ণসন্নিধৌ। সখীভাবেন নিবসেৎ সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥ গৌরমূর্ত্তে র্ভগবতঃ পাদসেবাং বিনা সতি। বহুজন্মার্জ্জিতৈঃ পুণ্যৈ র্ন রাধাং কৃষ্ণমাপ্নুয়াৎ ॥ তস্মাদ্গৌরাঙ্গচরিতং শৃণু কান্তে দিবানিশম্। কুরুষ্ব মহতীং সেবাং তস্য দেবস্য পার্ব্বতি ॥ শ্রীনারদ উবাচ ॥ মহাদেব্যা পুনস্পৃষ্টো মহাদেবো

দয়াচলঃ। জগাদ গৌরচরিতমূর্দ্ধবক্ত্রেণ গৌতম॥ ইতি শ্রীমদনন্তসংহিতায়াং শ্রীচৈতন্যজন্মখণ্ডে দ্বিতীয়াংশে গৌরাঙ্গ লীলায়া নিত্যত্ব কথনে পার্ব্বতীশ্বরসম্বাদে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ॥

শ্রীগৌতম উবাচ॥ পুনশ্চ পার্ব্বতী দেবী যদপৃচ্ছন্মহেশ্বরং। তন্মে বদ মুনিশ্রেষ্ঠ যদিমেস্ত্যাদনুগ্রহঃ॥ শ্রীনারদউবাচ॥ নবদ্বীপস্য মাহাত্ম্যং শ্রুত্বা দেবী সনাতনী। উৎপত্তেঃ কারণং জ্ঞাতুং তস্যোবাচ মহেশ্বরং॥ শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ॥ কদাবায়ং নবদ্বীপো নির্ম্মিতো রাধয়ামহান্। কিমর্থং বা মহেশান তত্ত্বতঃ কথয়স্ব মে॥ শ্রীমহাদেব উবাচ॥ নিশাময় মহাভাগে দ্বীপস্যোৎপত্তিকারণং। অনন্তসংহিতায়াঞ্চ নারায়ণমুখাচ্ছ্রুতম্॥ যদা বৃন্দাবনে রম্যে শ্রীকৃষ্ণঃ পরমেশ্বরঃ। বেমে বিরজয়া সার্দ্ধং পদ্মিন্যাষ্টপদো যথা॥ তথা চন্দ্রমুখী দেবী রাধিকা মৃগলোচনা। শ্রুত্বা সখীমুখাৎ সর্ব্বং যত্র কৃষ্ণো দ্রুতং যযৌ॥ আয়াতাং রাধিকাং দৃষ্ট্বা শ্রীকৃষ্ণশ্চারুলোচনঃ। তত্রৈবান্তদধে সদ্যো বিরজা চাভবন্নদী॥ পুনঃ কৃষ্ণেন বিরজাং রম্যমানাং নিশম্য সা। ন তত্র গত্বা দদৃশে কৃষ্ণং বিরজয়া সহ॥ চিন্তয়িত্বা মহাদেবী মনসা কৃষ্ণদেবতা। গঙ্গাবিরজয়োর্ম্মধ্যে সখীভিঃ সমমাযযৌ॥ তত্র গত্বা মহৎস্থানং চকার কৃষ্ণসুন্দরী। লতাভিঃ পাদপৈঃ কীর্ণং সস্ত্রীকভ্রমরৈর্বৃতম্। মৃগীমৃগগণৈর্যুক্তং মিথুনানন্দদং পরম্। মল্লিকামালতীজাতিপ্রভৃতিপুষ্পরাজিতম্॥ তুলসীকাননৈর্যুক্তমানন্দসদনং বরন্। চিদানন্দময়ৈঃ কুঞ্জৈর্বিবিধৈঃ পরিশোভিতম্। গঙ্গা চ যমুনা চৈব পরিখেব নিরন্তরম্। ভাতি তদাজ্ঞয়া যত্র সুস্নিগ্ধজলসৈকতম্॥ নিত্যং বিরাজতে যত্র বসন্তো মকরধ্বজঃ। সদা পক্ষিগণা যত্র কৃষ্ণেতি মঙ্গলং জগুঃ॥ তত্র শ্রীরাধিকা দেবী বিচিত্রাম্বরভূষণা। গোবিন্দচিত্তহরণং বেণুনা মধুরং জগৌ॥ তদ্গীতমোহিতমূর্ত্তিঃ শ্রীকৃষ্ণো

রাধিকাপতিঃ। আবির্ব্বভূব দেবেশি স্থানে তত্র মনোরমে॥ দৃষ্ট্বা তং রাধিকাকান্তং শ্রীরাধাকৃষ্ণমোহিনী। প্রগৃহ্য পাণিনা পাণিং মহানন্দং জগামহ॥ ভাবং বিলোক্য রাধায়াঃ শ্রীরাধা-প্রাণবল্লভঃ। উবাচ তাং মহাদেবীং প্রেমগদ্গদয়া গিরা॥ শ্রীকৃষ্ণ উবাচ॥ ত্বত্তুল্যা নাস্তি মে কান্তে প্রিয়া কুত্র বরাণনে। ন ত্যজামি ক্ষণমপি ত্বাং প্রাণসদৃশীং মম॥ এতদেব পরং স্থানং মদর্থং যৎ কৃতং ত্বয়া। সখীভির্নবভির্যুক্তং নবকুঞ্জসমন্বিতম্॥ নবরূপং করিষ্যামি ত্বয়া সার্দ্ধং বরাণনে। নববৃন্দাবনং তস্মাৎ মদ্ভক্তৈর্গীয়তে সদা॥ এতস্য দ্বীপতুল্যত্বাৎ নবদ্বীপং বিদুর্বুধাঃ। অত্র সর্ব্বাণি তীর্থানি নিবসন্তু মদাজ্ঞয়া॥ মৎপ্রীত্যর্থং যতঃ কান্তে নির্ম্মিতং স্থানমুত্তমম্। নিবসামি ত্বয়া সার্দ্ধং নিত্যমত্র বরাণনে॥ অস্মিন্নাগত্য যে মর্ত্ত্যাস্ত্বয়া মাং পর্য্যুপাসতে। সখী-ত্বমাবয়োর্নিত্যং প্রাপ্নুবন্তি সুনিশ্চিতম্॥ এতদেব পরং স্থানং যথা বৃন্দাবনং প্রিয়ে। সকৃৎ গমনমাত্রেণ সর্ব্বতীর্থফলং লভেৎ॥ আবয়োঃ প্রীতিজননীং ভক্তিঞ্চ প্রলভেৎ দ্রুতম্॥ শ্রীমহাদেব উবাচ॥ ইত্যুক্ত্বা রাধিকাকান্তো রাধয়া প্রিয়য়া সহ। একীভূয় মহাভাগে তত্রাসীৎ সততং প্রিয়ে॥ অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরং সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্। একমদ্বয়মালোক্য তত্রৈব ললিতা সখী॥ বিহায় রমণীরূপং শ্রীগৌরপ্রীতিভাজনম্। জগ্রাহ পৌরুষং রূপং তৎসেবার্থং মহেশ্বরি॥ ললিতাঞ্চ তথাভূতাং বিশাখাদ্যা বিলোক্য তাঃ। বভূবুঃ সহসা দেবি পুরুষাকৃতয়স্তদা॥ জয় গৌরহরে দেব ধ্বনিরাসীন্মহান্ তদা। তং রাধারমণং তস্মাদ্ ভক্তাঃ গৌরহরিং জগুঃ॥ গৌরী শ্রীরাধিকা দেবী হরিঃ কৃষ্ণঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। এক-ত্বাচ্চ তয়োঃ সাক্ষাদিতি গৌরহরিং বিদুঃ॥ তৎকালমারভ্য সুপদ্মলোচনঃ কৃষ্ণস্ত্রিভঙ্গো মুরলীধরোঽব্যয়ঃ। চকার যুগ্মং নিজবিগ্রহং পরং রাধা চ দেবী নবপদ্মলোচনা॥ বৃন্দাবনে সদা

কৃষ্ণমানন্দসদনে মুদা। তদ্বামে রাধিকাদেবী স্থিত্বা রময়তে প্রিয়ে॥ নবদ্বীপে চ স কৃষ্ণ আদায় হৃদয়ে স্বয়ং। গজেন্দ্রগমনাং রাধাং সন্থা রময়তে মুদা॥ ললিতাদ্যাশ্চ যা সখ্যঃ শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োঃ শিবে। সেবন্তে নিজরূপেণ বৃন্দারণ্যেচ তৌ সদা॥ নবদ্বীপে তু তাঃ সখ্যো ভক্তরূপধরাঃ প্রিয়ে। একাঙ্গং শ্রীগৌরহরিং সেবন্তে সততং মুদা॥ য এব রাধিকাকৃষ্ণঃ স এব গৌরবিগ্রহঃ। যচ্চ বৃন্দাবনং দেবি নববৃন্দাবনঞ্চ তৎ॥ বৃন্দাবনে নবদ্বীপে ভেদ-বুদ্ধিশ্চ যো নরঃ। তথৈব রাধিকাকৃষ্ণে শ্রীগৌরাঙ্গে পরাত্মনি॥ মচ্ছূলপাতনির্ভিন্নদেহঃ সোঽপি নরাধমঃ। পচ্যতে নরকে ঘোরে যাবদাহূতসংপ্লবং॥ এতত্তে কথিতং দেবি দ্বীপস্যোৎপত্তি-কারণং। সর্ব্বপাপহরং পুণ্যং ভক্তিদং সততং নৃণাং॥ প্রাতরু-ত্থায় যো মর্ত্ত্যঃ শ্রীগৌরগতমানসঃ। প্রপঠেৎ শৃণুয়াদ্বাপি স গৌরাঙ্গ মবাপ্নুয়াৎ॥ অদ্যাপি সচ্চিদানন্দং শ্রীগৌরাঙ্গং মহা-প্রভুং। নবদ্বীপে প্রপশ্যন্তি তদ্ভক্তা নচ নাস্তিকাঃ॥ অহং বৃন্দাবনে রম্যে গৌরাঙ্গং দৃষ্টবান্ পুরা। রাসে রাসেশ্বরং দেবং সাক্ষাৎ মন্মথমোহনং॥ স এব কৃষ্ণচৈতন্যঃ কল্পে কল্পে বরাণনে। আবির্ভূয় নবদ্বীপে প্রেমভক্তিপ্রদো ভবেৎ॥ এতদ্রহস্যং কথিতং তব প্রিয়ে মূঢ়ানভক্তান্ নচ জাতু বর্ণয়। ভক্তায় দেয়ং পরিশুদ্ধবুদ্ধয়ে শ্রোতুং কিমন্যন্মম সংপ্রতীচ্ছসি॥ ইতি শ্রীঅনন্ত-সংহিতায়াং শ্রীচৈতন্যজন্মখণ্ডে দ্বিতীয়াংশে পার্ব্বতীশ্বরসংবাদে নবদ্বীপোৎপত্তিকারণকথনে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ॥

ঊর্দ্ধাম্নায়সংহিতায়াং সাক্ষাদ্ভগবতোদিতং॥ ঐ॥ বৈবস্বতা-ন্তরে ব্রহ্মন্ গঙ্গাতীরে সুপুণ্যদে। হরিনাম তদা দত্বা চণ্ডালান্ হড্ডিকাং স্তথা॥ ব্রাহ্মণান্ ক্ষত্রিয়ান্ বৈশ্যান্ শতশোঽথ সহ-স্রশঃ। উদ্ধরিষ্যাম্যহং তত্র তপ্তস্বর্ণকলেবরঃ॥ সন্ন্যাসঞ্চ করি-ষ্যামি কাঞ্চনগ্রামমাশ্রিতঃ॥

ইতি শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্যে প্রমাণখণ্ডে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

পুরাণে বর্ণিতং যদ্যন্নবদ্বীপপ্রমাণকং। অধ্যায়েঽস্মিন্ সমাসেন সংগ্রহিষ্যামি সাম্প্রতং॥ ট॥ শ্রীমদ্ভাগবতস্যাদৌ প্রমাণং সংগ্রহিষ্যতে॥ ঠ॥ শ্রীপৃথুচরিতে॥ গঙ্গাযমুনয়োর্নদ্যো-রন্তরা ক্ষেত্রমাবসন্। আরব্ধানেব বুভুজে ভোগান্ পুণ্য-জিহাসয়া॥ সর্ব্বত্রাস্খলিতাদেশঃ সপ্তদ্বীপৈকদণ্ডধৃক্। অন্যত্র ব্রাহ্মণকুলাদন্যত্রাচ্যুতগোত্রতঃ॥ ভূগোলবর্ণনে॥ তথৈবালক-নন্দায়া দক্ষিণে ব্রহ্মসদনাৎ বহূনি গিরিকূটান্যতিক্রম্য হেম-কূটান্যতিরভসতররংহসা লুঠন্তী ভারতমভিবর্ষং দক্ষিণস্যাং দিশি লবণজলধিমভি প্রবিশতি॥ শ্রীবিদুরতীর্থযাত্রায়াং॥ স ইত্থম-ত্যুল্বণকর্ণবাণৈর্ভ্রাতুঃ পুরো মর্ম্মসু তাড়িতোঽপি। স্বয়ং ধনু-র্দ্বারি নিধায় মায়াং গতব্যথোঽয়াদুরুমানযানঃ॥ * পুরেষু পুণ্যোপবনাদ্রিকুঞ্জেষ্বপঙ্কতোয়েষু সরিৎসরঃসু। অনন্তলিঙ্গৈঃ সমলঙ্কৃতেষু চচার তীর্থায়তনেষ্বনন্যঃ॥ গাং পর্য্যটন্ মেধ্য-বিবিক্তবৃত্তিঃ সদাপ্লুতোধঃ শয়নোবধূতঃ। অলক্ষিতঃ স্বৈরবধূত-বেশো ব্রতানি চেরে হরিতোষণানি॥

† শুদ্ধং স্বধাম্ন্যুপরতাখিলবুদ্ধ্যবস্থং চিন্মাত্রমেকমভয়ং প্রতি-ষিধ্য মায়াং। তিষ্ঠং স্তয়ৈব পুরুষত্বমুপেত্য তস্যামাস্তে ভবান্

---

* মায়াতীর্থকে সর্ব্ব প্রধান জানিয়া তথায় গমনার্থ যাত্রা করিলেন।

† তুমি শুদ্ধ অর্থাৎ নির্ম্মল গৌরবর্ণ। আপনার নিজধাম যে

পরিশুদ্ধ ইবাত্মতন্ত্রঃ ।। যুগযোগোপাসনাসম্বন্ধে। কস্মিন্ কালে স ভগবান্ কিং বর্ণঃ কীদৃশো নৃভিঃ। নাম্না বা কেন বিধিনা পূজ্যতে তদিহোচ্যতাং ।। ইতি দ্বাপর উর্ব্বীশ স্তবন্তি জগদীশ্বরং। নানাতন্ত্রবিধানেন কলাবপি তথা শৃণু ॥ কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং। যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ। ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্যং। ভৃত্যার্ত্তিহন্ প্রণতপাল ভবাব্ধিপোতং বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দং। ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজসুরেপ্সিতরাজ্যলক্ষ্মীং ধর্ম্মিষ্ঠ আর্য্যবচসা যদগাদরণ্যং। মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিত মন্বধাবদ্বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দং ॥ *

বায়ুপুরাণমধ্যেচ স্বয়ং ভগবতেরিতং ।। ড ।। কলৌ সঙ্কীর্ত্তনারম্ভে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ। স্বর্ণদীতীরমাস্থায় নবদ্বীপে জনাশ্রয়ে। তত্র দ্বিজকুলশ্রেষ্ঠে ভবিষ্যামি দ্বিজালয়ে ।। অগ্নিপুরাণে,—শান্তাত্মা লম্বকণ্ঠশ্চ গৌরাঙ্গশ্চ সুরা-

---

শ্রীনবদ্বীপ তথায় সমস্ত বুদ্ধ্যবস্থা স্থগিদ্ পূর্ব্বক শক্তি ও শক্তিমান একস্বরূপে চৈতন্যমূর্ত্তি তুমি অবস্থান কর। মায়া তোমার নিত্যা শক্তি। তাহার অচিৎপ্রভাবকে প্রতিষেধ করত তাহার চিৎপ্রভাবযুক্ত পুরুষাকারত্ব সাধন পূর্ব্বক আত্মতন্ত্র অর্থাৎ স্বতন্ত্র পরিশুদ্ধ শ্রীগৌরাঙ্গরূপে সেই চিৎপ্রভাবা মায়া নির্ম্মিত মায়াপুরে তুমি নিত্য অবস্থান কর।

* বৈকুণ্ঠরাজ্যলক্ষ্মী পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বীয় অতিপ্রিয় স্বরূপ শক্তি শ্রীমতী রাধিকার ইপ্সিত ধাম মায়াপুর গত অরণ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক অচিন্মায়ারূপ মৃগকে তাড়াইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ সর্ব্বত্র ধাবমান হইয়াছিলেন। অদ্বৈত আচার্য্য স্বরূপ আর্য্যের প্রার্থনানুসারে।

বৃতঃ॥ গারুড়ে,—সধবঃ কলিকালে তু ত্যক্ত্বান্যতীর্থসেবনং বৃন্দাবণেহ্যথবাক্ষেত্রে নবখণ্ডে বসন্তি বা॥ স্কান্দে,—মায়াপুরীং সমাশ্রিত্য কলৌ যে মামুপাসতে। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তা স্তে যান্তি পরমাং গতিং॥

যত্তীর্থং বর্ত্ততে শ্রীমন্ নবদ্বীপে বিভাগশঃ। তত্তীর্থমহিমা তত্র শতকোটীগুণং কলৌ॥ যথা চিন্তামণেঃ সঙ্গাৎ ধাতুমূল্যং প্রবর্দ্ধতে। গৌরসঙ্গাত্তথা তীর্থমাহাত্ম্যং পরিবর্দ্ধতে॥ মায়া মায়াপুরী সাক্ষাৎ সর্ব্বানন্দবিবর্দ্ধিনী। শ্রীগর্গসংহিতায়াং সা কীর্ত্তিতা পাপনাশিনী॥ মায়াতু বিষ্ণুলীলাখ্যা গঙ্গাদ্বারবিনির্গতা। কুশাবর্ত্তময়ী ধ্রৌব্যা ধ্রুবমণ্ডলমধ্যগা॥ ভগবন্মন্দিরাদ্রাজন্নুত্তরস্যাং দিশি শ্রুতং। ক্রোশার্দ্ধে নৃপশার্দ্দূল মায়াতীর্থং মনোহরং॥ বিরাজতে যথা নিত্যং দুর্গা দুর্গতিনাশিনী। সিংহারূঢ়া ভদ্রকালী চণ্ডমুণ্ডবিনাশিনী॥ মায়াতীর্থেচ যঃ স্নাত্বা মায়াং সংপূজ্য মানবঃ। সর্ব্বাং মনোরথপ্রাপ্তিং প্রাপ্নুয়ান্নাত্র সংশয়ঃ॥ পৃথুকুণ্ডবিষয়ে গর্গসংহিতায়াং—অর্জ্জুন উবাচ। কাঞ্চনীভির্লতাভিশ্চ সৌবর্ণৈঃ পঙ্কজৈর্বৃতম্। বদ মাং দেবকীপুত্র কস্যেদং কুণ্ডমদ্ভুতম্॥ ভগবান উবাচ॥ পৃথুঃ পুর্ব্বো রাজরাজঃ স্বায়ম্ভুবকুলোদ্ভবঃ। ততাপ স তপো দিব্যং তস্যেদং কুণ্ডমদ্ভুতং॥ অস্য পীত্বা জলং সদ্যঃ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে। স্নাত্বা তদ্ধাম পরমং যাতি পার্থ নরেতরঃ॥ তদোত্তরং মাথুরং হি তীর্থং সর্ব্বফলপ্রদং। বারাহে বৈকুণ্ঠে তদ্ধৈ কীর্ত্তিতং শুভদং নৃণাং॥ শ্রীসীমন্তদ্বীপস্থ মথুরামাহাত্ম্যকথনে পাদ্মে—অহো মধুপুরী ধন্যা বৈকুণ্ঠাচ্চ গরীয়সী। দিনমেকং নিবাসেন হরৌ ভক্তিঃ প্রজায়তে॥ বিষ্ণুপুরাণে—যমুনাসলিলে স্নাতঃ পুরুষো মুনিসত্তম। জ্যেষ্ঠামূলাহমলে পক্ষে দ্বাদশ্যামুপবাসকৃৎ॥ সমভ্যর্চ্চ্যাচ্যুতং সম্যক্ মথুরায়াং সমাহিতঃ। অশ্বমেধস্য যজ্ঞস্য প্রাপ্নোত্যবিকলং ফলম্॥

যো জ্যৈষ্ঠশুক্ল দ্বাদশ্যাং স্নাত্বাবৈ যমুনাজলে। মথুরায়াং হরিং দৃষ্ট্বা প্রাপ্নোতি পরমাং গতিম্॥ বরাহপুরাণে—বরাহ উবাচ॥ ন বিদ্যতে চ পাতালে নান্তরীক্ষে ন মানুষে। সমত্বং মথুরায়া হি প্রিয়ং মম বসুন্ধরে॥ তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য প্রণম্য শিরসা তদা। পুণ্যানাং পরমং পুণ্যং পৃথ্বীবচনমব্রবীৎ॥ পৃথ্ব্যুবাচ॥ পুষ্করং নিমিষঞ্চৈব পুরী বারাণসীং তথা। এতান্ হিত্বা মহাভাগ মথুরাং কিং প্রশংসসি॥ বরাহ উবাচ॥ শৃণু কার্ৎস্নেন বসুধে কথ্যমানং ময়াঽনঘে। মথুরেতি চ বিখ্যাতং নাস্তি ক্ষেত্রং পরং মম॥ সা রম্যাচ প্রশস্তা চ জন্মভূমিঃ প্রিয়া মম। শৃণু দেবি যথা স্তৌমি মথুরাং পাপহারিণীং। তন্নিবাসী নরো যাতি মোক্ষং নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ। মহামাঘ্যাং প্রয়াগেতু যৎফলং লভতে নরঃ। তৎফলং লভতে দেবি মথুরায়াং দিনে দিনে। কার্ত্তিক্যাঞ্চৈব যৎপুণ্যং পুষ্করেচ বসুন্ধরে। তৎপুণ্যং লভতে দেবি মথুরায়াং দিনে-দিনে। পূর্ণে বর্ষসহস্রেতু বারাণস্যান্তু যৎফলম্। তৎ-ফলং লভতে দেবি মথুরায়াং ক্ষণেনহি। মথুরাঞ্চ পরিত্যজ্য যোঽন্যত্র কুরুতে রতিম্। মূঢ়ো ভ্রমতি সংসারে মোহিতো মায়য়া মম। যঃ শৃণোতি বরারোহে মাথুরং মম মণ্ডলম্। অন্যে-নোচ্চারিতং শংসন্ সোঽপি পাপৈঃ প্রমুচ্যতে। পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি আসমুদ্রসরাংসিচ॥ মথুরায়াং গমিষ্যন্তি সুপ্তে চৈব জনার্দ্দনে। যে বসন্তি মহাভাগে মথুরামিতরে জনাঃ॥ তেঽপি যান্তি পরাং সিদ্ধিং মৎপ্রসাদান্ন সংশয়ঃ। বৈবস্বতস্বসা রম্যা যমুনা লোকপূজিতা॥ তত্র স্নানপরো দেবি মম লোকে মহীয়তে। অথাত্র মুঞ্চতে প্রাণান্ মম কর্ম্মপরায়ণঃ॥ ন জায়তে স মর্ত্ত্যেষু জায়তেচ চতুর্ভুজঃ॥ কীর্ত্তনবিশ্রামতীর্থসম্বন্ধে তত্রৈব॥—বিশ্রান্তি সংজ্ঞকং নাম তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতং। যস্মিন্ স্নাতো নরো দেবি মম লোকে মহীয়তে॥ সর্ব্বতীর্থেষু

যৎ স্নানং সর্ব্বতীর্থেষু যৎফলং। তৎ ফলং লভতে দেবি দৃষ্ট্বা দেবং গতশ্রমং॥ নচ যজ্ঞৈ র্নতপসা ন ধ্যানৈ র্ন চ সংযমৈঃ। তৎফলং লভতে দেবি স্নাতো বিশ্রান্তিসংজ্ঞকে॥ কালত্রয়ন্তু বসুধে যঃ পশ্যতি গতশ্রমম্। কৃত্বা প্রদক্ষিণে দ্বে তু বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি॥ সন্তি দ্বাদশতীর্থানি বসুধে দুর্ল্লভানি হ। স্নানং দানং জপো হোমঃ সহস্রগুণিতং ভবেৎ। তেষাং স্মরণমাত্রেণ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ হরিহরকাশীক্ষেত্রাদিবিষয়ে॥—মহা-বারাণসী ক্ষেত্রং ধূর্জ্জটীস্থানমুত্তমম্। কাশীক্ষেত্রাৎ পরং বিদ্ধি সর্ব্বপাপবিনাশনম্॥ মৎস্যপুরাণে,— বিমুক্তং ন ময়া যস্মাৎ মোক্ষ্যতে ন কদাচন। মমক্ষেত্রমিদং তস্মাদবিমুক্তমিদং স্মৃতম্॥ জ্ঞানাদজ্ঞানতো বাপি স্ত্রিয়া বা পুরুষেণ বা। যৎ-কিঞ্চিদশুভং কর্ম্মং কৃতং মানুষবুদ্ধিনা। অবিমুক্তং প্রবিষ্টস্য তৎক্ষণাৎ ভস্মসাদ্ভবেৎ॥ প্রয়াগাদপি তীর্থাগ্র্যাদিদমেব মহত্তরম্। অল্পায়াসেন চৈবাত্র মোক্ষপ্রাপ্তিঃ প্রজায়তে॥ লিঙ্গপুরাণে,—ব্রহ্মহা যোঽভিগচ্ছেত্তু অবিমুক্তং কদাচন। তস্য ক্ষেত্রস্য মাহাত্ম্যাদ্ব্রহ্মহত্যা নিবর্ত্ততে॥ অবিমুক্তে বসেদ্ যস্তু মমতুল্যো ভবেন্নরঃ॥ ব্রহ্মপুরাণে,—অবিমুক্তং সমাসাদ্য লিঙ্গ মর্চ্চন্তি যে নরাঃ। কল্পকোটীশতৈশ্চাপি নাস্তি তেষাং পুনর্ভবঃ॥ স্কন্দপুরাণে গোদ্রুমমাহাত্ম্যে,—গোদ্রুমাখ্যে হরেঃ স্থানে বসন্তি যে নরোত্তমাঃ। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তা স্তে যান্তি পরমং পদং॥ মধ্যদ্বীপস্থনৈমিষমাহাত্ম্যে গর্গসংহিতায়াম্,—গোমতীতীরজং পুণ্যং রজো যো ধারয়েন্নরঃ। শতজন্মকৃতাৎ পাপান্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥ মকরস্থে রবৌ মাঘে প্রয়াগে স্নানমাচরেৎ। শতাশ্ব-মেধজং পুণ্যং সংপ্রাপ্নোতি বিদেহরাট্॥ তৎসহস্রগুণং পুণ্যং গোমত্যাং মকরে রবৌ। গোমত্যাশ্চৈব মাহাত্ম্যং বক্তুং নালং চতুর্ম্মুখঃ॥ চক্রাচিহ্নে চক্রতীর্থে দ্বাদশ্যাং স্নানমাচরেৎ। চক্র-

পাণিপদং যাতি পাপানাং ভাজনোঽপি হি॥ শ্রীমহাভারতে কুরুক্ষেত্রমাহাত্ম্যং—পুলস্ত্য উবাচ॥ ততো গচ্ছ হি রাজেন্দ্র কুরুক্ষেত্রমভিষ্টুদং। পাপেভ্যো যত্র মুচ্যন্তে দর্শনাৎ সর্ব্বজন্তবঃ। কুরুক্ষেত্রং গমিষ্যামি কুরুক্ষেত্রে বসাম্যহং। য এবং সততং ব্রূয়াৎ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে। পাংশবোঽপি কুরুক্ষেত্রে বায়ুনা সমুদীরিতাঃ। অপি দুষ্কৃতকর্ম্মাণং নয়ন্তি পরমাং গতিং॥ শ্রীমহাভারতে ব্রাহ্মণপুষ্করমাহাত্ম্যে—নৃলোকে দেবদেবস্য তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতং। পুষ্করং নাম বিখ্যাতং মহাভাগঃ সমাবিশেৎ। দশকোটীসহস্রাণি তীর্থানাং বৈ মহামতে। সান্নিধ্যং পুষ্করে যেষাং ত্রিসন্ধ্যাং কুরুনন্দন। আদিত্যা বসবো রুদ্রাঃ সাধ্যাশ্চ সমরুদ্গণাঃ। গন্ধর্ব্বাপ্সরসশ্চৈব নিত্যং সন্নিহিতা বিভো॥ জন্মপ্রভৃতি যৎ পাপং স্ত্রিয়া বা পুরুষস্য বা। পুষ্করে স্নাতমাত্রস্য সর্ব্বমেব প্রণশ্যতি। যথা সুরাণাং সর্ব্বেষামাদিস্তু মধুসূদনঃ। তথৈব পুষ্করং রাজং স্তীর্থানামাদিরুচ্যতে॥ ভালুকামাহাত্ম্যে গর্গসংহিতায়াং।—তথা বৈ দক্ষিণং দ্বারং জাম্বুবানৃক্ষরাট্ বলী। রক্ষত্যহার্নিশং রাজন্ ভগবদ্ভক্তসংযুতঃ॥ মহাভারতে সমুদ্রগড়মাহাত্ম্যে।—সপ্তকোটীনি তীর্থানি ব্রহ্মাণ্ডে যানি কানি চ। সর্ব্বাণি তত্র তিষ্ঠন্তি সপ্তসামুদ্রকে নৃপ॥ বিষ্ণুপুরাণে॥ অয়ন্তু নবমস্তেষাং দ্বীপঃ সাগরসংবৃতঃ॥ বিদ্যানগরমাহাত্ম্যে গর্গসংহিতায়াং॥ জগাম বেদনগরং জম্বুদ্বীপে মনোরমং। মূর্ত্তিমান্ যত্র নিগমো দৃশ্যতে সর্ব্বদৈবহি। তৎসভায়াং সদা বাণী বীণা পুস্তকধারিণী। গায়ন্তি কৃষ্ণচরিতং সুভগং মঙ্গলায়নং। মূর্ত্তিমন্তো বিরাজন্তে তত্র বেদপুরে নৃপ। অষ্টৌ তালাঃ স্বরাঃ সপ্ত তথা গ্রামত্রয়ং নৃপ। মীমাংসাশাস্ত্রং হস্তৌ জ্যোতিশ্চ নেত্রং প্রকীর্ত্তিতং। আয়ুর্ব্বেদঃ পৃষ্ঠদেশো ধনুর্ব্বেদ উরস্থলং। গান্ধর্ব্বং রসনং বিদ্ধি মনো বৈশে-

ত্মিকং স্মৃতং। সাংখ্যং বুদ্ধিরহংকারো ন্যায়বাদঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। বেদান্তং তস্য চিত্তং হি বেদস্যাপি মহাত্মনঃ॥ রুক্মপুররামতীর্থ মাহাত্ম্যে গর্গসংহিতায়াং—যত্র রামেণ গঙ্গায়াং কৃতং স্নানং বিদেহরাট্। তত্র তীর্থং মহাপুণ্যং রামতীর্থং বিদু র্বুধাঃ॥ কার্ত্তিক্যাং কার্ত্তিকে স্নাত্বা রামতীর্থেতু জাহ্নবীং। হরিদ্বারাচ্ছতগুণং পুণ্যং বৈ লভতে জনঃ॥ বহুলাশ্ব উবাচ॥ কৌশস্বাচ্চ * কিয়দ্দূরং স্থলেকস্মিন্মহামুনে। রামতীর্থং মহাপুণ্যং মহ্যং বক্তুং ত্বমর্হসি॥ নারদ উবাচ॥ কৌশস্বাচ্চ তদীশান্যাং চতুর্যোজনমেবচ। বায়ব্যাং স্থকরক্ষেত্রাচ্চতুর্য্যোজন * মেবচ॥ কর্ণক্ষেত্রাচ্চষট্‌ ক্রোশৈ র্নলক্ষেত্রাচ্চ পঞ্চভিঃ। আগ্নেয়্যাং দিশি রাজেন্দ্র রামতীর্থংবদন্তি হি॥ বৃদ্ধকেশী সিদ্ধপীঠাদ্বিল্বকেশবনাৎ পুনঃ। পূর্ব্বস্যাং চ ত্রিভিঃ ক্রোশৈ রামতীর্থং বিদু র্বুধাঃ॥ দৃঢ়াশ্বো বঙ্গরাজোহভূৎ † কুরূপং লোমশং মুনিং। দৃষ্ট্বা জহাস সততং তং শশাপ মহামুনিঃ। বিকরালঃ ক্রোড়মুখোহ সুরো ভব মহাখল। ইত্থং স মুনিশাপেন কোলঃ ক্রোড়মুখোহভবৎ॥ বলদেবপ্রহারেণ ত্যক্ত্বা স্বামাসুরীং তনুং। কোলো নাম মহাদৈত্যঃ পরং মোক্ষং জগামহ॥ ততো রামো মন্ত্রিভিশ্চ উদ্ধবাদিভিরন্বিতঃ। জহ্নুতীর্থং ‡ জগামাশু যত্র দক্ষঃ শ্রুতেরভূৎ॥ গঙ্গা ব্রাহ্মণমুখ্যস্য জাহ্নবী যেন কথ্যতে। দত্বা দানং দ্বিজাতিভ্য উষ্রাত্রৌ জনৈঃ সহ॥ ততস্তৎ পশ্চিমে ভাগে পাণ্ডবানামতিপ্রিয়ং। আহারস্থানকং § প্রাপ্য রাত্রৌ বাসং চকারহ॥ তত্র দানং দ্বিজাতিভ্যো দত্বা সদ্‌গুণভোজনং। ততো যোজনমেকং চ দেবং মাণ্ডুক

---

* কৌশম্ব, কুসনগর। স্থকরক্ষেত্র, কোলদ্বীপ।

† বঙ্গরাজ, অর্থে শ্রীনবদ্বীপাধিপতি।

‡ জহ্নুদ্বীপ। § সীতাপুরের পশ্চিমাংশ।

সংজ্ঞকং॥ তপস্তপ্তং মহত্তেন চাস্তে দেব কৃপাপ্তয়ে। তদর্শনসমন্বজেন বলদেবো জগামহ॥ তস্য শীর্ষ্ণি করং দত্বা বরং ব্রহীত্যুবাচহ। যদি প্রসন্নো ভগবানমুগ্রাহ্যোঽস্মি বা যদি॥ সর্ব্বোত্তমাং ভাগবতীং সংহিতাং শুকবক্তৃতঃ। নির্গতাং দেহি মে স্বামিন্ কলিদোষহরণং পরাং॥ শ্রীবলদেব উবাচ॥ শ্রীমদ্ভাগবতং দিব্যং পুরাণং বাচনং তদা। গৌরান্বয়স্য সংপ্রাপ্তিৰ্ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ *॥ কদ্রুদ্বীপ মাহাত্ম্যে॥ গর্গসংহিতায়াং। তত্রৈব উত্তরে দ্বারে ক্ষেত্রং স্যান্নৈললোহিতং। যত্র সাক্ষান্মহাদেবো রাজতে নীললোহিতঃ॥ দেবতা মুনয়ঃ সর্ব্বে তথা সপ্তর্ষয়ঃ পরে। বসন্তি যত্র বৈদেহ তথা সর্ব্বে মরুদ্গণাঃ॥ নীললোহিত লিঙ্গস্তু যত্র সংপূজ্য যত্নতঃ। ঐশ্বর্য্য মতুলং লেভে রাবণো লোকরাবণঃ। কৈলাসস্যাপি যাত্রায়াং যৎফলং লভতে নৃপ। তস্মাচ্ছতগুণং পুণ্যং নীললোহিতদর্শনাৎ॥

ইতিশ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্যে প্রমাণখণ্ডে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

যদুক্তং ধামমাহাত্ম্যং শিবেন গিরিজাং প্রতি। ঊর্দ্ধাম্নায় মহাতন্ত্রে শৃণু তদ্ভক্তিপূর্ব্বকং॥ ঢ॥ শ্রুত্বা গৌরকথাঃ দেবী বিষ্ণুমায়া সনাতনী। পপ্রচ্ছ শঙ্করং দেবং ভক্ত্যা পরময়া মুদা॥ গৌর মন্ত্রাদিকং নাথ শ্রুতং তবোর্দ্ধবক্তৃতঃ। নবদ্বীপস্য মাহাত্ম্যমিদানীং বদ তত্ত্বতঃ॥ নবদ্বীপকথা পুণ্যা সর্ব্বপাপবিনাশিনী।

---

* শ্রীগৌরচন্দ্র প্রচারিত সম্প্রদায়সিদ্ধি। তদা অর্থাৎ কলিকালে যখন শ্রীগৌরাঙ্গ অবতীর্ণ হইবেন।

কদাচিৎ পুরা নাথ কৃপয়া কথিতা ত্বয়া॥ শ্রীমহাদেব উবাচ।
শ্রীহরেঃ পরমাশক্তিঃ স্বরূপাখ্যা বরাননে। যস্যাশ্ছায়াস্বরূপাখ্যা
মহামায়া গুণাত্মিকা॥ তৎ প্রভাবা ত্রিধা সম্বিৎহ্লাদিনী সন্ধিনী
প্রিয়ে। সন্ধিনী ধামনামাদে হরেঃ সাক্ষাৎপ্রকাশিনী॥
ভগবান্ সচ্চিদানন্দ শ্চোদয়ামাস সন্ধিনীং। সা সন্ধিনী নবদ্বীপ
মকরোদক্ষিগোচরং॥ ফলং পুষ্পাৎ যথা দেবি শক্তের্ধাম তথা
শুভে। অতো নিত্যং নবদ্বীপং প্রকটং হি বিদুর্বুধাঃ॥ অপ্রাকৃতং
নবদ্বীপং চিন্ময়ং চিদ্বিশেষণং। জড়াতীতং পরং ধাম ব্রহ্মপুরং
সনাতনং॥ বদন্তি শ্রুতয়ঃ সাক্ষাদ্দহরং সর্ব্বসুন্দরং। নবসংখ্যা-
স্তথা দ্বীপাঃ বর্ত্তন্তে পদ্ম পুষ্পবৎ॥ শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি নবখণ্ড
স্বরূপকং। যত্র বৈ রাজতে নিত্যং শ্রীগৌরসুন্দরো হরিঃ॥
অন্তর্দ্বীপ স্তথা দেবি সীমন্তদ্বীপসঙ্গকঃ। গোদ্রুমদ্বীপসঙ্গো-
হন্যো মধ্যদ্বীপস্তথাপরঃ॥ গঙ্গাপূর্ব্বতটে রম্যে দেবি দ্বীপ-
চতুষ্টয়ং। কোলদ্বীপ ঋতুদ্বীপো জহ্নুদ্বীপঃ সুরেশ্বরি। মোদদ্রুম
স্তথারুদ্রঃ পঞ্চৈতে পশ্চিমে তটে॥ গঙ্গাচ যমুনাচৈব গোদাবরী
সরস্বতী। নর্ম্মদা সিন্ধু কাবেরী তাম্রপর্ণী পয়স্বিনী। কৃত
মালা তথা ভীমা গোমতীচ দৃষদ্বতী। সর্ব্বাঃ পুণ্যজলা নদ্যঃ
বর্ত্তন্তেহত্র যথাযথং॥ নবদ্বীপো মহাদেবী তৈঃ সর্ব্বৈঃ পরিবা-
রিতঃ॥ অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী হ্যবন্তিকা। দ্বারাবতী
কুরুক্ষেত্রং পুষ্করো নৈমিষং বনং। বর্ত্তন্তেহহ নবদ্বীপে নিত্যে
ধাম্নি মহেশ্বরি॥ ভাগিরথ্যলকানন্দা মন্দাকিনী তথাপরা॥ ভোগ-
বতীতি গঙ্গায়া অস্তি ধারাচতুষ্টয়ং। নবদ্বীপস্য পরিধি শ্চত্বারি
যোজনানি চ॥ পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি রসায়াং দিবি বা
প্রিয়ে। তানি সর্ব্বাণি তিষ্ঠন্তি নবদ্বীপে সুরেশ্বরি॥
নাহং বসামি কৈলাসে নত্বং বসসি মদ্গৃহে। ন দেবা দিবি
তিষ্ঠন্তু ঋষয়ো ন বনে বহন॥ সর্ব্বেবয়ং নবদ্বীপে তিষ্ঠামঃ

প্রেমলালসাঃ। গৌর গৌরেতি গায়ন্তঃ সঙ্কীর্ত্তনপরা ভুবি॥ যে নরাঃ কৃতিনো দেবি নবদ্বীপে বসন্তি তে। জীবনে মরণে তেষাং পতিরেকো মহাপ্রভুঃ॥ পঞ্চতত্বাত্মকং গৌরং কৃষ্ণচৈতন্য সঙ্গকং। যে ভজন্তি নবদ্বীপে তে মে প্রিয়তমাঃ কিল॥ পদ্মাকারং নবদ্বীপং অন্তর্দ্বীপঞ্চ কর্ণিকাং। সীমন্তাদিস্থলাং স্তত্র দলানষ্ট স্বরূপকান্॥ কর্ণিকা মধ্য ভাগেতু পীঠং রত্নময়ং পরং। পঞ্চ তত্বান্বিতং তত্র গৌরং পুরটসুন্দরং॥ যে ধ্যায়ন্তি জনাঃ শশ্বত্তেতু সর্ব্বোত্তমোত্তমাঃ॥ যত্র তত্র নবদ্বীপে সসন্ন্যাস্যথবা গৃহী। হা গৌরেতি বদন্নিত্যং সর্ব্বানন্দান্ স মশ্নুতে॥ ভাগিরথীতটে পূর্ব্বে মায়াপুরস্ত গোকুলং। তস্যাস্তটে পশ্চিমে হি বৃন্দাবনং বিদুর্বুধাঃ॥ তত্র রাসস্থলী দিব্যা পুলিনং বালুকাময়ং। রাস-স্থলীপশ্চিমে তু পুণ্যং ধীরসমীরকং॥ যদ্যদ্বৃন্দাবনে দেবি তত্তত্তত্র ন সংশয়ঃ॥ ত্বং হি মায়া হরেঃ শক্তি র্দুর্ঘটনপটীয়সী। চিন্ময় মন্তরাদিত্যমাচ্ছাদয়সি সাম্প্রতং॥ ততো মায়াপুরখ্যাতি র্যোগ-পীঠস্য ভূতলে। প্রৌঢ়ামায়া তব খ্যাতিঃ সর্ব্বত্র বর্ত্ততে প্রিয়ে॥ গতে ভুস্পুলিনাভ্যাসং কালে শ্রীগৌরবিগ্রহে। বংশীবটং সমা-শ্রিত্য ত্বং পাসি বৈষ্ণবান্ জনান্॥ অহং বৃদ্ধশিবঃ সাক্ষাৎ প্রভোরাজ্ঞানুসারতঃ। কল্পিতৈ রাগমৈ স্তৈ স্তৈর্বঞ্চয়ামি বহির্মু-খান্॥ লীলাপুষ্টিং ভগবতশ্চৈতন্যস্য হরেঃ স্বয়ম্। করোমি সততং দেবি তব মায়াবলেন হি॥ অন্তর্দ্বীপে হরিঃ সাক্ষাৎ ব্রহ্মাণং কৃপয়া স্বয়ম্। গৌরাবতারতাৎপর্য্যং কথয়ামাস তত্বতঃ॥ সীমন্তদ্বীপমাসাদ্য ত্বং হি দেবি সনাতনী। দদর্শ সুন্দরং রূপং গৌরাঙ্গস্য মহাত্মনঃ॥ তৎসমীপে মহাদেবি মথুরা বিদ্যতে পুরী। অভবৎ যত্র বৈ কংসো যবনস্য গৃহে কলৌ॥ শোধিত্বা তং কীর্ত্তনাদৌ শ্রীগৌরসুন্দরঃ প্রভুঃ। তীর্থং দ্বাদশকং তীর্ত্বা শ্রীধরস্য গৃহং যযৌ॥ তদ্ধি নবদ্বীপে দেবি সুদামপুরমীর্য্যতে।

তত্রৈব বর্ত্ততে গৌরি বিশ্রামকুণ্ডমুত্তমম্॥ ময়মারীং ততো-
ত্তীর্য্য দৃষ্ট্বা রামপরাক্রমম্। সুবর্ণসেনদুর্গে স ননর্ত্ত কীর্ত্তনে
হরিঃ॥ দেবপল্লীং ততো গত্বা দেবান্ সূর্য্যমুখান্ প্রভুঃ।
শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনানন্দে প্লাবয়ামাস ভামিনি॥ ক্ষেত্রং হরিহরং
তীর্ত্বা কাশীঞ্চ মোক্ষদায়িনীম্। গোদ্রুমং দ্বীপমাসাদ্য সুরভী
সেবিতং হরিঃ। ননর্ত্ত পরমাবষ্টো মৃকণ্ডসুতসন্নিধৌ॥ মধ্য-
দ্বীপং ততো গত্বা সপ্তর্ষিমণ্ডপে হরিঃ। ননর্ত্ত নৈমিষে তীর্থে
সাবধূতঃ সপার্ষদঃ॥ ততো গত্বা পুষ্করাখ্যং তীর্থং বিপ্রনিষে-
বিতম্। ব্রহ্মাবর্ত্তং কুরুক্ষেত্রং প্লাবয়ামাস কীর্ত্তনৈঃ॥ ততো
মহাপ্রয়াগাখ্যং পঞ্চবেণীসমন্বিতম্। তীর্থং শ্রীজাহ্নবীং তীর্ত্বা
কোলদ্বীপং জগামহ॥ সমুদ্রসেনরাজ্যে তু গঙ্গাসাগরসঙ্গমে।
কীর্ত্তয়িত্বা হরিং দেবি চম্পাহট্টং জগামহ॥ ঋতুদ্বীপং ততো
গত্বা দৃষ্ট্বা শোভাং বনস্য চ। রাধাকুণ্ডাদিকং স্মৃত্বা রুরোদ শচী-
নন্দনঃ॥ ততঃ সঙ্কীর্ত্তনানন্দে শ্রীবিদ্যানগরং হরিঃ। দদর্শ
পার্ষদৈঃ সার্দ্ধং বেদস্থানমনুত্তমম্॥ জহ্নুদ্বীপং সমাসাদ্য দৃষ্ট্বা
জহ্নুতপোবনম্। মোদদ্রুমে রামলীলাং স্মরন্ গৌরঃ মুমোদহ॥
বৈকুণ্ঠপুরমধ্যে তু দৃষ্ট্বা নিশ্রেয়সং বনম্। ব্রহ্মাণীং বিরজাপারে
গতবান্ শ্রীমহৎপুরম্॥ স্থানঞ্চ পাণ্ডুপুত্রাণাং কাম্যনাম বনং
শুভং। দৃষ্ট্বা পঞ্চবটীঞ্চাত্র শ্রীশঙ্করপুরং যযৌ॥ ততঃ পুলিন-
মাসাদ্য পীঠং বৃন্দাবনাত্মকম্। দদর্শ কীর্ত্তয়ন্ কৃষ্ণং শ্রীগৌরাঙ্গ-
মহাপ্রভুঃ॥ তত্র রাসস্থলীং দৃষ্ট্বা সপার্ষদরমাপতিঃ। শ্রীভাগবত-
পদ্যেন রাসগীতং চকার সঃ॥ স্মৃত্বা রাসাত্মিকাং লীলাং মহা-
ভাবদশাং প্রভুঃ। লেভে তত্র মহাদেবি পুলিনে রাসমণ্ডপে॥
দিবি দুন্দুভয়ো নেদুঃ বভূবুঃ পুষ্পবৃষ্টয়ঃ। জগদুর্মুনয়ো বেদান্
ছান্দোগ্যাদিস্বরূপকান্॥ শ্রুতিমূলগতে নাম্নি দীর্ঘবাহুর্মহা-
প্রভুঃ। হরে কৃষ্ণেতি সংক্রোশ্য চচাল জাহ্নবীতটে॥ ভাগিরথীং

সমুত্তীর্য্য সপার্ষদঃ শচীসুতঃ। নামসঙ্কীর্ত্তনে রেমে রুদ্রদ্বীপে সমন্ততঃ॥ বিল্বপক্ষং ততো গত্বা বিপ্রান্ কৃষ্ণপরায়ণান্। প্রেম্না সংপ্লাবয়ামাস কাঞ্চীপুরং জগৎপতিঃ॥ ততো গত্বা ভরদ্বাজস্থানং সঙ্কীর্ত্তয়ন্ হরিম্। ততো মায়াপুরাবাসং প্রবিবেশ স্বয়ং হরিঃ॥ শৃণ্বন্তি পরয়া ভক্ত্যা যে গৌরকীর্ত্তনক্রমম্। ন তেষাং পুনরাবৃত্তিঃ শিবে সংসারসাগরে॥ নবদ্বীপসমং স্থানং শ্রীগৌরাঙ্গসমঃ প্রভুঃ। কৃষ্ণপ্রেমসমা প্রাপ্তি র্নাস্তি দুর্গে কদাচন॥ এতদ্ধি জন্মসাফল্যং বৈষ্ণবানাং বিশেষতঃ। ভজনং শ্রীনবদ্বীপে ব্রজলোকানুসারতঃ॥ ক্ষৌর মুপোসনং শ্রাদ্ধং স্নান দানাদিকং হি যৎ। অন্যতীর্থেষু কর্ত্তব্যং নবদ্বীপে ন তদ্বিধিঃ॥ তানি তানি হি কর্ম্মাণি কৃতানি যদি তত্র বৈ। নশ্যন্তি সহসা দেবি কর্ম্মগ্রন্থিনিকৃন্তনাৎ॥ ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি শ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ ক্ষীয়ন্তে জড়কর্ম্মাণি গৌরে দৃষ্টে পরাৎপরে॥ অতো বৈ মুনয়ো দেবি নবখণ্ডং সমাশ্রিতাঃ। কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিং রাধাকৃষ্ণ পদাম্বুজে॥ দ্বীপে দ্বীপে প্রপশ্যন্তি বিষ্ণোরবয়বং পরং। গায়ন্তি হরিনামানি মজ্জন্তি জাহ্নবী জলে॥ নবরাত্রে নবদ্বীপং ভ্রমন্তি ভক্তিপূর্ব্বকং। জীবন্তি পরমানন্দে মহাপ্রসাদসেবয়া॥ প্রসাদং পরমেশানি গৌরাঙ্গস্য মহাপ্রভোঃ। পাবনং সর্ব্বজীবানাং দুর্ল্লভং দুষ্কৃতাং কিল॥ অহং ব্রহ্মা ত্বমীশানি দেবাশ্চ পিতরস্তথা। মুনয়ো ঋষয়ঃ সর্ব্বে প্রসাদযাচকাঃ ধ্রুবং॥ গৌরনিবেদিতান্নেন যষ্টব্যাঃ সর্ব্বদা বয়ং। পবিত্রং গৌরনির্ম্মাল্যং গ্রাহ্যং দেয়ং জনৈঃ সদা॥ জাত্যভিমানমোহান্ধাবিদ্যাহঙ্কারপীড়িতাঃ। দুষ্কৃতি দূষিতাঃ সত্বাঃ প্রসাদে রতিবর্জ্জিতাঃ॥ অহং তান্ রৌরবে দেবি নিক্ষিপ্য যাতনাময়ে। দণ্ডং দদামি সত্যং তে বদামি নাত্র সংশয়ঃ॥ যত্র তত্র নবদ্বীপে যদন্নং তন্নিবেদিতং। তদ্‌গ্রাহ্যং ব্রহ্মণা সাক্ষাৎ চণ্ডালাদপি চণ্ডিকে॥ শুষ্কং পর্য্যুষিতং বাপি নীতং

বা বহুদূরতঃ। প্রাপ্তিমাত্রেণ ভোক্তব্যং নাত্র কালবিচারণম্॥ ন দেশনিয়মস্তত্র ন পাত্রনিয়মস্তথা। ন দাতৃনিয়মো দেবি গৌরভুক্তনিষেবনে॥ আকণ্ঠভোজনাদ্দেবি গৌরে ভক্তিঃ প্রজায়তে। ন চাতিধর্ম্মবাধোঽস্তি গৌরভুক্তনিষেবনে॥ অহো দ্বীপস্য মাহাত্ম্যং নকোপি বর্ণনে ক্ষমঃ। অন্যতীর্থ স্মৃতিঃ পুংসাং ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়িনী। নবদ্বীপস্মৃতিঃ সাক্ষাৎ কেবলা ভক্তিদায়িনী॥ অকালমরণং বাপি কষ্টমৃত্যু র্গৃহে মৃতিঃ। অপমৃত্যুর্নদোষায় নবখণ্ডে বরাননে॥ অন্যত্র যোগমৃত্যুর্বা কাশ্যাং জ্ঞান মৃতি র্ভবেৎ। তৎসর্ব্বং ফল্গু চার্ব্বঙ্গি নবদ্বীপে মৃতস্য বৈ॥ একং দিনং নবদ্বীপে প্রয়াগে কল্পযাপনাৎ। বারাণসীনিবাসাদ্বা সর্ব্বতীর্থ নিষেবনাৎ॥ যোগেঽন্যত্র ফলং যত্তদ্ভোগে দ্বীপে নবে শুভে। পাদক্ষেপে মহাযজ্ঞঃ শয়নে দণ্ডবৎ ফলং। ভোজনে পরমেশস্য প্রসাদসেবনং ভবেৎ। কিং পুনঃ শ্রদ্দধানস্য হরিনামপরস্য চ। গৌর প্রসাদভক্তস্য ভাগ্যং তত্র বদাম্যহং॥ এতত্তে কথিতং দেবি সমাসেন তবাগ্রতঃ। গোপ্যং হি ভবতা সর্ব্বং গৌরাঙ্গ প্রভোরিচ্ছয়া॥ ধন্যে কলৌ সংপ্রবিষ্টে গৌরলীলা মনোরমা। প্রকটা ভবিতাহেতৎ ব্যক্তং তদা ভবিষ্যতি॥ ইতি শ্রীঊর্দ্ধাম্নায মহাতন্ত্রে শ্রীমন্নবদ্বীপমাহাত্ম্যং।

কথিতং শ্রীবিশ্বসারে চণ্ডিকায়ৈ শিবেন হি॥ ণ॥ গঙ্গায়া দক্ষিণে ভাগে নবদ্বীপে মনোহরে। কলিপাপবিনাশায় শচীগর্ভে সনাতনঃ॥ জনিষ্যতি প্রিয়ে মিশ্র পুরন্দরগৃহে স্বয়ং। ফাল্গুনে পৌর্ণমাস্যাং চ নিশায়াং গৌরবিগ্রহঃ॥

তন্ত্রে কুলার্ণবে শম্ভুরবদৎ পার্ব্বতীং প্রতি॥ ত॥ ততঃ কালে চ সংপ্রাপ্তে কলৌ কোঽপি মহানিধিঃ। হরিনাম প্রকাশায় গঙ্গাতীরে জনিষ্যতি॥

বৃহদ্ব্রহ্মযামলাখ্যে তন্ত্রে তৎ কথিতং পুরা॥ থ॥ কলৌ পূর্ণা-

নুন্দ স্ত্রিভুবনজয়ী গৌরসুতনু র্নবদ্বীপে জাতঃ সুরধুনিসমীপে নরহরিঃ। দদৎ পাপীভ্যঃ সম্ভ্রমমপি হরের্নাম সুকৃতং তরিত্বা পাপাব্ধিং ভুবি বিজয়তে শ্রীগৌরচন্দ্রাভিধঃ॥ বন্দে গৌরাবতারং কলিমলমথনং শ্রীনবদ্বীপবাসং কণ্ঠে মালাং দধানং শ্রুতিযুগ্মবিলসৎস্বর্ণসংসক্তগণ্ডং। কেয়ূরাঙ্গদদিব্যরত্নঘটিতং বাহুদ্বয়ে বিভ্রতং ভক্তেভ্যো দদতং মলাপহরণং নামাপি সর্ব্বং হরেঃ॥

কপিল তন্ত্রে॥ জম্বুদ্বীপে কলৌ ঘোরে মায়াপুরে দ্বিজালয়ে। জনিত্বা পার্শ্বদৈঃ সার্দ্ধং কীর্ত্তনং কারয়িষ্যতি॥

মুক্তিসঙ্কলিনী তন্ত্রে॥ কুরুক্ষেত্রং কৃতে তীর্থং ত্রেতায়াং পুষ্করং স্মৃতং। দ্বাপরে নৈমিষারণ্যং নবখণ্ডং কলৌ কিল॥

ব্রহ্মযামলে॥ অথবাহং ধরাধামে ভূত্বা মদ্ভক্তরূপধৃক্। মায়ায়াং চ ভবিষ্যামি কলৌ সঙ্কীর্ত্তনাগমে॥

কৃষ্ণযামলে॥ পুণ্যক্ষেত্রে নবদ্বীপে ভবিষ্যতি শচীসুতঃ॥

ইতি শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্যেপ্রমাণখণ্ডে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

নবদ্বীপস্য মাহাত্ম্যং বিদ্বদ্ভির্যৎ সমীরিতং। সংগৃহীতং ময়া সর্ব্বমধ্যায়েঽস্মিন্ সুখাবহং॥ দ॥ আদৌ কর্ণপূরস্যৈব বর্ণনং শৃণু যত্নতঃ। চৈতন্যচরিতে কাব্যে নবদ্বীপকথাশ্রয়ে॥ ধ॥ ইয়ং মহী ভাগ্যবতী মহীয়সী দিবোপি দিব্যাদপি নির্ম্মলৈগুণৈঃ। মহান্তিরত্নানি যদা দদাত্যতো দধৌ নবদ্বীপমতীবদুর্লভং॥১॥ অনেকধা সঞ্চিত ভাগ্য সঞ্চয়ং সমস্তমেকত্র বিধায় সর্ব্বতঃ। মহীরুহৈরুৎপুলকেয়মুৎসুকা দধৌ নবদ্বীপমিতি প্রথাং কিমু নাই॥ প্রভুঃ

কদা বা ভবিষ্যত্যতীতাদো বিচিন্তয়ন্ত্যা মনসি প্রফুল্লয়া। মনোরথাক্রান্তিবশাদনেকশঃ সতাং পদাজ্ঞানুগতির্যয়া দধে ॥৩॥ ইয়ং নবদ্বীপমিষেণ মেদিনী দধার ভূয়ো মথুরামিবাপরাং। বদেদমুষ্যাংশ্চ বিমুক্তিদায়িনী প্রভোঃ পদস্পর্শবসামলাত্মনঃ ॥ ৪ ॥ আপ্লাব্য যা ধূর্জটিসজ্জটাতটীং কপালমালাচ্ছটয়া সমন্বিতাং। শশাঙ্কলেখা প্রতিবিম্বরূপিণী মলক্ষ্যাপূর্ব্বাং শফরীং সমাসদৎ ॥ ৫ ॥ প্রভোঃ পদাম্ভোজযুগস্য পাবনী ধারামলোজ্জামধুরা মহীয়সঃ। চকার যত্রাস্পদমুৎসুকা সতী সমন্ততোঽসৌ বিমলাম্বুবাহিনী ॥৬॥ দ্রবস্বরূপাপি ভবাব্ধিশোষিণী শুভ্রাপি যাসীদ্ভৃতকৃষ্ণবিগ্রহা। ক্ষিত্যাশ্রিতাপি হ্যনদীতি বিশ্রুতা ভ্রমাপহাপি ভ্রমিবিভ্রমাবহা ॥৭॥ সেয়ং নবদ্বীপ ভুবো মহীয়সীং শোভামিবাধায় তদন্তবাসিনী। প্রভোঃ পদাম্ভোজযুগস্য সৌরভং প্রাপ্যৈব ভূয়োৎকলিকাকুলীকৃতা ॥ ৮ ॥ চতুর্ভিঃ কুলকং ॥ বসন্তি যত্র ক্ষিতিদেবসত্তমাঃ সদা সদাচারপরাঃ পরায়ণাঃ। নিরন্তরং বেদবিধানকর্ম্মসু শ্রুতি স্মৃতীনাং বিধয়ঃ শরীরিণঃ ॥ ৯ ॥ স্বভাবভাজাং ভিষজাং মহত্তমাঃ সধর্ম্মনিষ্ঠাশ্চ বিশারদাঃ পরে। প্রতিষ্ঠয়া নির্ভরশুভ্রয়া সদা সমান্বিতা যত্র বসন্তি মানবাঃ ॥১০॥

তেনৈব বর্ণিতং চন্দ্রোদয়াখ্যে নাটকে পুনঃ ॥ন॥ গৌড়ক্ষৌণী জয়তি কতমা পুণ্যতীর্থাবতংসপ্রায়া যাসৌ বহতি নগরীং শ্রীনবদ্বীপনাম্নীং। যস্যাং চামীকরবররুচেরীশ্বরস্যাবতারো যস্মিন্মূর্ত্তা পুরি পুরি পরিস্পন্দতে ভক্তিদেবী ॥

শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায়াং চ ॥ রসজ্ঞাঃ শ্রীবৃন্দাবনমিতি যমাহুর্বহুবিদো যমেতং গোলোক কতিপয়জনাঃ প্রাহুরপরে। সিতদ্বীপং প্রাহুঃ পরমপি পরব্যোম জগদুর্নবদ্বীপঃ সোঽয়ং জয়তি পরমাশ্চর্য্যমহিমা ॥

শ্রীচৈতন্যভাগবতে যত্তৎ রূপেণ গদিতং শৃণু ॥ প ॥ গতি র্বঃ

পুণ্ড্রাণাং প্রকটিতনবদ্বীপমহিমা ভবেনালং কুর্ব্বন্ ভুবনমহিতং শ্রোত্রিয়কুলং। পুনাত্যঙ্গীকারাদ্ভুবি পরমহংসাশ্রমপদং স দেবশ্চৈতন্যাকৃতি রতিতরাং নঃ কৃপয়তু॥

শ্রীবোধানন্দবাক্যং যত্তদিদং শৃণু সাম্প্রতং॥ ফ॥ স্তুমস্তং চৈতন্যাকৃতিমতিবিমর্য্যাদপরমাদ্ভুতৌদার্য্যং বর্য্যং ব্রজপতিকুমারং রসয়িতুং। বিশুদ্ধস্বপ্রেমোন্মদমধুরপীযূষলহরীং প্রদাতুং চান্যেভ্যঃ পরপদনবদ্বীপপ্রকটং॥ শ্রীবৃন্দাবনদাসঠাকুরস্য॥ নিত্যানন্দাদ্বৈতচৈতন্যমেকং তত্ত্বং নিত্যালঙ্কৃতং ব্রহ্মসূত্রং। নিত্যৈর্ভক্তৈর্নিত্যয়া ভক্তিদেব্যা ভাতং নিত্যে ধাম্নি নিত্যং ভজামঃ॥ শ্রীমন্নবদ্বীপধ্যানং। ফুল্লৎ শ্রীমদ্দ্রুমবল্লিতল্লজলসত্তীরা তরঙ্গাবলী রম্যামন্দমরুন্মরালজলজশ্রেণীষু ভৃঙ্গাস্পদম্। সদ্রত্নাচিততীর্থদিব্যনিবহা শ্রীগৌরপাদাম্বুজধূলিধূসরিতাঙ্গ ভাবনিচিতা গঙ্গাস্তি যা পাবনী॥ তস্যাস্তীরস্বরম্যহেমসুরসামধ্যে লসচ্ছ্রীনবদ্বীপো ভাতি সুমঙ্গলো মধুরিপোরানন্দবন্তো মহান্। নানাপুষ্পফলাঢ্যবৃক্ষলতিকারম্যোমহৎসেবিতো নানাবর্ণবিহঙ্গমালিনিনদৈ হৃৎকর্ণহারীহি যঃ॥ তন্মধ্যে দ্বিজভব্যলোকনিকরা গারাণিরম্যাঙ্গণ মারামোপবনালিমধ্যবিলসদ্বেদীবিহারাস্পদম্। সদ্ভক্তিপ্রভয়া বিরাজিতমহদ্ভক্তালি নিত্যোৎসবং প্রত্যাগারমঘারিমূর্ত্তি সুমহৎ ভাতীহ যৎপত্তনম্॥ মধ্যে রবিকান্তিনিন্দিকনকপ্রাকারসত্তোরণং শ্রীনারায়ণগেহমত্র বিলসচ্ছ্রীকীর্ত্তনপ্রাঙ্গণম্। লক্ষ্যান্তঃ পুরপাকভোগ শয়ন শ্রীচন্দ্রশালং পুরং যদ্ গৌরাঙ্গ হরে র্বিভাতি সুখদং স্বানন্দ সংবৃংহিতম্। তন্মধ্যে নবচূড়রত্নকলসং বজ্রেন্দুরত্নান্তরামুক্তাদামবিচিত্রহেমপটলং সদ্ভক্তিরত্নাচিতম্। বেদদ্বারসপিষ্টমৃষ্টমণিকূটশোভা কবাটান্বিতং সচ্চন্দ্রাতপপদ্মরাগবিধুরত্নালম্বি যন্মন্দিরম্॥ তন্মধ্যে মণিচিত্রহেমরচিতে

কূর্ম্মাকার মহিষ্ঠযোগমহসি শ্রীযোগপীঠেঽম্বুজে আকাশাতপ-চন্দ্রপত্র বিমলে যদ্ভাতি সিংহাসনম্॥ পার্শ্বার্দ্ধঃপদ্মপট্টীঘটিত-হরিমণি স্তম্ভবৈদূর্য্যপৃষ্ঠং চিত্রচ্ছাদাবলম্বিপ্রবরমণিমহামৌক্তিক্য-কান্ত্যুজ্জ্বলং। তূলান্তশ্চীন চেলাসন মুড়ুপ মৃদুপ্রান্তপৃষ্ঠোপধানং স্বর্ণান্তশ্চিত্রমন্ত্রং বসুহরিচরণধ্যানগম্যাষ্টকোণম্॥ ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যার্চ্চন চন্দ্রিকোক্ত শ্রীমন্নবদ্বীপ ধ্যানং সম্পূর্ণম্॥

শ্রীমন্নবদ্বীপ স্তোত্রং।

শ্রীগৌড়দেশে সুরদীর্ঘিকায়া স্তীরেঽতিবম্যেহপুণ্যময্যা। লসন্তমানন্দভরেণ নিত্যং তং শ্রীনবদ্বীপমহং স্মরামি॥ ১॥ যস্মৈ পরব্যোম বদন্তি কেচিৎ কেচিচ্চ গোলোক ইতীরয়ন্তি। বদন্তি বৃন্দাবনমেব তজ্জ্ঞা স্তং শ্রীনবদ্বীপমহং স্মরামি॥ ২॥ যঃ সর্ব্ব-দিক্ষু স্ফুরিতৈঃ সুশীতৈ র্নানাদ্রুমৈ সুপবনৈঃ পরিতঃ। শ্রীগৌর মধ্যাহ্ন বিহার পাত্রৈস্তং শ্রীনবদ্বীপ মহং স্মরামি॥ ৩॥ শ্রীস্ব র্ণদী যত্র বিহারিতাচ সুবর্ণসোপাননিবদ্ধতীরা। ব্যাপ্তোর্ম্মিভি গৌরবগাহ মযৈ স্তং শ্রীনবদ্বীপ মহং স্মরামি॥ ৪॥ মহান্ত্য-নন্তানি গৃহাণি যত্র স্ফুরন্তি হৈমানি মনোহরাণি। প্রত্যালয়ং যং শ্রয়তে সদা শ্রী স্তং শ্রীনবদ্বীপ মহং স্মরামি॥৫॥ বিদ্যাদয়াক্ষান্তি মখৈঃ সমস্তৈঃ সদ্ভিগুণৈর্যত্র জনাঃ প্রপন্নাঃ। সংস্তূয়মানা ঋষি-দেবসিদ্ধৈস্তং শ্রীনবদ্বী[illegible]হংস্মরামি॥ ৬॥ যস্যান্তরে মিশ্রপুরন্দ-রস্য স্বানন্দ [illegible]ম্যৈকপদং নিবাসঃ। শ্রীগৌরজন্মাদিকলীলয়াঢ্যস্তং শ্রীনবদ্বীপ মহং স্মরামি॥ ৭॥ গৌরো ভ্রমন্ যত্র হরিঃ স্বভক্তৈঃ সঙ্কীর্ত্তন প্রেমভরেণ সর্ব্বম্। নিমর্জ্জয়ত্যুজ্জ্বলভাবসিন্ধৌ তং [illegible]নবদ্বীপ মহং স্মরামি॥ ৮॥ এতন্নবদ্বীপ বিচিন্তনাঢ্যং পদ্যা-ষ্টকং প্রীতমনা পঠেদ্ যঃ। শ্রীমচ্ছচীনন্দন পাদপদ্মে সুদুর্লভং প্রেমমবাপ্নুয়াৎ সঃ॥ ৯॥ ইতি শ্রীমদ্রূপগোস্বামিনা বিরচিতং